দেওবন্দী আলেমগণও যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ

আল্লামা সৈয়দ সাবের হোসাঈন শাহ বোখারী

দেওবন্দী আলিমগণও যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ

মূল ঃ আল্লামা সৈয়দ সাবের হোসাঈন শাহ্ বোখারী

বঙ্গানুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশক ঃ

রেযা রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম

দেওবন্দী আলিমগণও যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ

মূল ঃ আল্লামা সৈয়দ সাবের হোসাঈন শাহ বোখারী

বঙ্গানুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা জুমাদাল উলা ১৪২২ হিঃ
২১শে জুলাই, ২০০১ ইং

মুদ্রণে ঃ কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস

হাদিয়া ঃ একশ' টাকা মাত্র

'DEWBANDI ALIMGONO ZANR PRASHAGSHAI PANCHAMUK' (IMAM AHMED REZA KHAN BERLAVI OLAMA-E-DEWBAND KI NAZAR MEY) BY ALLAMA SAYYED SABER HOSSAIN SHAH BOKHARI, TRANSLATED INTO BENGALI BY MOULANA MUHAMMED ABDUL MANNAN, PUBLISHED BY REZA RESEARCH & PUBLICATIONS, REZA BHABAN, KHAWAJA ROAD, P. O. JALALABAD, BAYEZID, CHITTAGONG, BANGLADESH. PRICE : TK. 100/= ONLY.

প্রকাশক ঃ

রেযা রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম

মুখবন্ধ

আ'লা হযরত ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শুধু আহলে সুন্নাতের ইমাম নন, বরং গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য এক অতি গৌরবময় ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে জ্ঞানের ইন্‌সাইক্লোপিডিয়া, কলমের বাদশাহ্‌, সব ধরণের বাতিলের মোকাবিলায় আপোষহীন বিজয়ী সিপাহসালার, ইসলাম-এর সঠিক রূপরেখার নির্ভুল দিশারী, সুন্নাতে রসূলের পায়কর, ইশ্‌কে রসূলের সশরীর নমূনা (অন্যতম মানদণ্ড) এবং দুরদর্শী রাজনীতিবিদ ইত্যাদি।

ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে অম্লান ও সমুন্নত রাখার তাগিদে এ মহান ইমাম সহস্রাধিক গ্রন্থ-পুস্তক প্রণয়ন করেন। অর্দ্ধশতাধিক (মতান্তরে শতাধিক) বিষয়ে দক্ষতা সমৃদ্ধ ইমামে আহলে সুন্নাত তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের হক্ব আদায় করেছেন– যুগোপযোগী পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে। তাই তিনি বিশ্ব বরেণ্য 'আলা হযরত'। আমাদের এ মহান ইমামের জ্ঞান সমুদ্র ও অনন্য ব্যক্তিত্ব শুধু সুন্নী মুসলমানগণ স্বীকার করেন নি; বরং তাঁর জ্ঞানের নীরিখে 'বাতিল' সাব্যস্থ দেওবন্দী আলেমগণও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন, তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্তে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে স্বীকার করেছেন। তাঁদের ভাষায় এ কথাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ওহাবিয়াৎ, ক্বাদিনিয়াত, শিয়া মতবাদ, নাস্তিক্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও খৃষ্টবাদ ইত্যাদির ছাইয়ে ফেলা তমসাকে দূরীভূত করে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইসলামী দুনিয়ার নির্মল আকাশকে অম্লান রাখার জন্য সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সর্বোপরি, এ কথাই প্রতিষ্ঠা করতে সফলকাম হয়েছেন যে, একমাত্র সুন্নী মতাদর্শই ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা, বিশ্বনবীর প্রকৃত ভালবাসাই ঈমানের রূহ

এবং আল্লাহ ও রসূলের মহা মর্যাদার প্রতি যথাযথ বিশ্বাস স্থাপনই হচ্ছে– খালেস ঈমান ইত্যাদি।

আল্লামা সৈয়দ সাবের হোসাঈন শাহ বোখারী (পাকিস্তান) 'ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী ঃ ওলামা-ই-দেওবন্দ কী নযর মে' (উর্দু) পুস্তিকায় দেওবন্দী চিন্তাধারার আলিমগণ আ'লা হযরতের যেই প্রশংসা করেছেন তা' উদ্ধৃত হয়েছে যথাযথ সূত্র ও প্রমাণ সহকারে। 'জমিয়তে ইশা'আতে আহলে সুন্নাত' (পাকিস্তান) পুস্তকখানা প্রকাশ করে উর্দু ভাষীদের খিদমতে পেশ করেছেন। আমরাও বইখানার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা বিবেচনা করে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছি।

আমাদের বাংলাদেশে সুন্নী মুসলমান বলতেই ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভীকে অতি সম্মানের চোখে দেখেন ও মানেন। কিন্তু এমন ইমামের প্রতি অবিবেচকের মতো বিরোধিতা করার অপপ্রয়াস চালায়– এ দেশের এক শ্রেণীর লোক। তাদের বেশীর ভাগই হলো দেওবন্দী-ওহাবী ও মওদূদী-ওহাবী মতবাদে বিশ্বাসী। এ পুস্তকখানা সুন্নী মুসলমানদের মনে এ মহান ইমামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাকে যেমন আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করবে, তেমনি ঐ দেওবন্দী ওহাবী মতবাদীদের হৃদয়মন থেকেও এ আ'লা হযরত সম্পর্কে ভুল ধারণাকে দূরীভূত করবে কিংবা ভবিষ্যতে তাঁর বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে চাইলে তাদের বিবেকের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হবে। ফলশ্রুতিতে ইসলামের প্রকৃত আদর্শের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ রেযার ঐতিহাসিক অবদানের স্বীকৃতি কার্যতঃ সংযোজিত হয়ে মুসলিম সমাজ অধিকতর উপকৃত হবে।

পরিশেষে, এ পুস্তিকার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সকলের দোয়া, সর্বোপরি মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ও কৃপাদৃষ্টি লাভের তৌফিক কামনা করছি– আমীন॥

রেযা রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম
এর পক্ষে–

(মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ

ভূমিকা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের সহস্র কোটি অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর মহান, দয়ার্দ্র হাবীব আলায়হি আফ্যালুস্ সালাওয়াতি ওয়াস্ সালাম-এর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। মহামহিম আল্লাহ্র উপর্যুপরি বদান্যতা ও দয়া যে, তিনি উম্মতে মুহাম্মদী'র (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মধ্যে আমাদেরকে 'নাজাতপ্রাপ্ত' দল আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত-এর অন্তর্ভুক্ত করে চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত, আযীমুল বরকত, মহা মর্যাদার অধিকারী শাহ্ ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী 'রাদিয়াল্লাহু আন্হু'র দামনকে আমাদের হাতে দিয়েছেন।

আজকাল মুসলিম উম্মাহ্ তার ইতিহাসের এমন সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে, যখন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ততা ও অনৈক্যের আগুন লেগে আছে। প্রতিটি চৌমুহনী এবং প্রতিটি মহল্লায় অতি বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ভ্রুকুঞ্চিত করে এবং নাক ফুলিয়ে হুযূর নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'ইলমে গায়ব' ও 'হাযের-নাযের' হওয়ার মাস্আলায় তুমুল বিতর্ক ছড়ানোর মতো ঈমান বিধ্বংসী তৎপরতা চালাচ্ছে এক শ্রেণীর লোক।

মুসলমানদের মধ্যেকার বিরোধ-বিতর্কের এ অবস্থা ইসলামের প্রারম্ভিক কাল থেকে চলে আসেনি; বরং সে-ই আজ থেকে মাত্র দেড়শ' বছর আগেকার কথা। নাজদী-দেওবন্দী আক্বাইদ ও বিকৃত চিন্তাধারার প্রবর্তক ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর নাপাক উত্তরসূরী মৌং ইসমাঈল দেহলভী, মাক্বতুল (নিহত) ইংরেজ সরকারের ইঙ্গিতে 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান' রচনা করে মুসলমানদের মধ্যে এমনই গভীর খাদ সৃষ্টি করে দিয়েছে, যা কখনো ভরাট হয়ে সমতল হবার নয়। ইসমাঈল দেহলভী তার লিখিত 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান' সম্পর্কে নিজেও অনুভব করেছিলো যে, ঐ পুস্তক দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের ঐক্যে বিরাট ফাটল ধরবে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও ঐ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিলো। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের ঐক্য হলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

এ প্রসঙ্গে, হজ্ব থেকে ফেরার পূর্বক্ষণে মৌলভী ইসমাঈল এক জনাকীর্ণ মজলিসে যেই বক্তব্য রেখেছিলো তা দেখুন ঃ

> *'আমি জানি যে, এ (তাক্বভিয়াতুল ঈমান)-এর মধ্যে কোন কোন স্থানে কিছুটা ধারাল শব্দবাণও এসে গেছে এবং কোন কোন স্থানে উগ্রতাও প্রদর্শিত হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, যে সব বিষয় 'অপ্রকাশ্য শির্ক', সেগুলোকে প্রকাশ্য শির্ক লিখে দেয়া হয়েছে। এ কারণে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, বিশৃংখলা অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে।* [বাগী-ই-হিন্দুস্তান ঃ ১১৫ পৃষ্ঠা]

আর কিছু হোক বা না-ই হোক, ঐ পুস্তক দ্বারা ওহাবী-দেওবন্দীরা এবং ইংরেজরা যতটুকু সুবিধা ভোগ করতে চেয়েছিলো তা তারা করে নিয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা-ফ্যাসাদের যেই বীজ বপন করে দিয়েছে, তার তিক্ত ও আবাঞ্ছিত ফল মুসলমানগণ আজ পর্যন্ত ভোগ করে আসছে। শুধু তাই নয়, বরং এর পরও এমন এমন ঈমান-বিধ্বংসী বই-পুস্তকও লেখা হয়েছে যেগুলোর কুফরী-ইবারত কেউ গ্রহণ করলে তার ঈমানই সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। মুসলমানদের মধ্যে ফির্কাবন্দীর কারণতো হয়েই রয়েছে। আজকালও দেখা যাচ্ছে যে, এমন কিছু দল ও মানব গোষ্ঠী রয়েছে, যারা চোখ বন্ধ করে 'হিফযুল ঈমান', 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান', 'ফাতাওয়া-ই-রশীদিয়া' এবং 'তাহযীরুন্নাস' ইত্যাদির মতো ঈমান বিনষ্টকারী পুস্তক তাদের জীবনের রক্ষাকবচ বানিয়ে বসেছে। তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন, তারা ঐ পুস্তকগুলোকে 'আল্লাহর ওহী' বলে বিশ্বাস করে। তাদের ধারণা মতে, সেগুলোতে যেন কোন ধরণের সংশোধনী আনা, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন আনার কোন অবকাশ নেই। অথচ ঐ 'হিফ্যুল ঈমান' নামক কিতাবে ওহাবীদের অগ্রণী মৌং আশ্‌রাফ আলী থানভী রসূলে পাকের শানে বেয়াদবীর এমন লজ্জাকর উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছে, যা আজও ইতিহাসের বক্ষদেশে একটি বিশ্রী দাগের মতোই বিদ্যমান রয়েছে। তা'তে লিখা হয়েছে ঃ

پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاتا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کہ کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہو تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے حاصل ہے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

অর্থাৎ ঃ "অতঃপর যদি হুযূরের পবিত্র সত্তার জন্য জনৈক যায়দ-এর কথানুসারে ইলমে গায়ব-এর অস্তিত্বকে মেনে নেয়া, (তিনি গায়ব সম্পর্কে জানেন বলে স্বীকার করা) শুদ্ধও হয়, তবে জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে এ' যে, ঐ 'গায়ব' দ্বারা কি আংশিক গায়ব বুঝায়, না সমস্ত গায়বই? যদি আংশিক গায়বই বুঝায়; তবে তাতে হুযূরেরই বা কোন্ বিশেষত্ব থাকতে পারে? এমন ইল্‌ম (জ্ঞান) তো যায়দ ও আমর, বরং প্রত্যেক শিশু ও পাগল, বরং সমস্ত প্রাণী ও চতুষ্পদ পশুরও রয়েছে।"
(আল্লাহ্‌রই পানাহ্! আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)

বস্তুতঃ এ ধরণের অপবিত্র দুঃসাহসিকতা ঐ ব্যক্তিই দেখাতে পারে যার মধ্যে 'লজ্জা-শরম' জাতীয় কোন কিছুর লেশ মাত্রও নেই।

অনুরূপভাবে, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌং কাসেম নানূতভী আক্বাইদ ও ইসলামী চিন্তাধারার সাথে এমনই অশোভন বিদ্রূপ করলো, যার উদাহরণ ইতোপূর্বে গোটা দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায়নি। সে তার অভিশপ্ত পুস্তিকা 'তাহযীরুন্নাস'-এ এই প্রলাপ বকেছে ঃ

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئیگا عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا خاتم نہ ہونا بایں معنی کہ آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل علم پر روشن تقدیم یا تأخیر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں (الامان والحفیظ)

অর্থাৎ ঃ "যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগের পর কোন নবী পয়দা হয়ে যার তবুও হযরত মুহাম্মাদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর 'খাতামুন্নবী' (শেষ নবী) হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবেনা। সাধারণ মানুষের ধারণায় তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'শেষ নবী' হওয়ার অর্থ এ যে, তিনি সর্বশেষ নবী'। কিন্তু জ্ঞানবানদের নিকট একথা সুস্পষ্ট যে, সময়ের দিক দিয়ে আগে ও পরে হওয়ার মধ্যে মূলতঃ কোন ফযীলত নেই।"

(মহান রক্ষাকারী প্রভু আমাদেরকে রক্ষা করুন!)

এই বেদায়বীপূর্ণ বচনগুলো 'নবূয়ত'-এর নিখুঁত অট্টালিকায় ছিদ্র সৃষ্টি করার মতো জঘন্য কাজই করলো, আর নবূয়তের মিথ্যা দাবীদারদের জন্য 'খতমে নবূয়ত'-এর চিররুদ্ধ দরজাই যেন খুলে দিলো!

তাছাড়া, মৌং খলীল আহামদ আম্বেঠভী, যে রশীদ আহমদ সাঙ্গুহীর লেজুড় ছিলো, তার পুস্তক 'বারাহীন-ই-ক্বাতি'আহ্'য় কলমের খোঁচায় এমন এক 'অপবিত্র' ইবারত দ্বারা কাগজের সাদা পৃষ্ঠাকে কালো করে দিলো, যা নবী-দ্রোহীতারই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে রইলো। তার কলমের ঔদাসীন্যটুকুর প্রতিও একটু নজর দিন–

شیطان وملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان وملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ (نقل کفر کفر نباشد)

অর্থাৎ "শয়তান ও মালাকুল মওত (হযরত আযরাঈল)-এর অবস্থা দেখে সমগ্র বিশ্বব্যাপী জ্ঞানকে বিশ্বগৌরব (হুযূর)-এর জন্য, ক্বোরআন-হাদীসের অকাট্য দলীল-প্রমাণ ছাড়াই নিছক অসামঞ্জস্যপূর্ণ (ভুল) অনুমানের ভিত্তিতে, সাব্যস্ত করা শির্ক নয়তো কোন্ ঈমানেরই অংশ? 'শয়তান' ও 'মালাকুল মাওত'-এর (জ্ঞানের) এ প্রশস্থতা (ক্বোরআন-হাদীসের) দলীল দ্বারা প্রমাণিত। বিশ্ব-গৌরব (দঃ) এর জ্ঞানের প্রশস্থতার পক্ষে এমন কোন্ অকাট্য দলীল রয়েছে, যা' দ্বারা সমস্ত দলীলকে খণ্ডন করে একটা শির্ককে প্রমাণিত করবে?"

[কুফরী-বার্তা'র উদ্ধৃতি দেয়া কুফর নয়] এমন এক বেয়দবী দেখার পরও ভূ-পৃষ্ঠ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে কেন তলিয়ে গেলোনা! আসমান কী-ভাবে কায়েম রইলো!

'তাক্বভিয়াতুল ঈমান'-এর এক স্থানে লিখা হয়েছে– *"আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে একটি মাত্র মুহূর্তে কোটি কোটি 'মুহাম্মদ' সৃষ্টি করতে পারেন।"*

কোথাও লেখা হয়েছে– *"যে কোন ছোট হোক কিংবা বড়, আল্লাহ্‌র শানের সামনে চামার*

অপেক্ষাও বেশী নিকৃষ্ট।"

কোথাও লিখেছে– *"যার নাম 'মুহাম্মদ' অথবা 'আলী' তারা কোন কিছুরই মালিক ও ইখতিয়ার প্রাপ্ত নয়।"* এগুলো হচ্ছে ঐ সব বেয়াদবীপূর্ণ, বিধর্মী সুলভ ও পথভ্রষ্টকারী কথাবার্তা, যেগুলো মুসলিম জাতির ঈমান ভাণ্ডারকে ধ্বংস করার বোমা-বারুদের কাজ করেছে। আর সেগুলোর মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি ইবারতের (উক্তি) উপর ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখক ও সত্যায়নকারীদের উপর 'কুফর'-এর ফতোয়া আরোপ করেছেন।

ইসলামী মিল্লাতের ইতিহাসের এটা এমনি এক হৃদয় বিদারক ও জঘন্য দৃষ্টান্তের 'অধ্যায়' যে, তা পড়ে মুসলমানদের মাথা লজ্জা ও গ্লানিতে ঝুঁকে যেতে বাধ্য। তাদের চক্ষুদ্বয় থেকে রক্তাশ্রুই ঝরবে। আমরাতো হতভম্ব হয়ে যাই, যখন ইতিহাসের এ পাতাগুলোর উপর কোন হিন্দু, খৃষ্টান, শিখ ও অগ্নিপুজারী (পারসিক)-এর নজর পড়বে তখন তারা ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তক এবং ইমামগণ সম্পর্কে কি ধরণের রায় বা সিদ্ধান্তে উপনীত হবে? তারা তো ইসমাঈল দেহলভী ও আশ্‌রাফ আলী থানবীর বেয়াদবীপূর্ণ মন্তব্যের উপর ইসলামের অন্যান্য ইমামগণকেও অনুমান করবে এবং এমনি অবাঞ্ছিত ও অপবিত্র আয়নায় সমস্ত ইসলামী কর্ণধারের চেহারাও দেখতে চাইবে।

আহা! যদি দেওবন্দের উত্তরসূরীরা এসব ঘটনার উপর 'নযর-ই সানী' করতো! ঠাণ্ডা মেজাজে সেগুলো চিন্তা করতো! তারা কিভাবে 'বিষ'কে 'বিষপাথর' বলে আখ্যায়িত করে ইসলামের বৃক্ষের উপর শরাঘাত করছে? কাউকে নেতা ও পেশায়া বলে মেনে নেয়ার অর্থ এ নয় যে, তার অপরাধ এবং ভুলকে সাওয়াব এবং ইবাদতের মর্যাদা দেয়া হবে! 'রাতের অন্ধকার'কে 'দিনের উজালা' আর 'আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার'কে 'ফুটন্ত তাজা ফুল' বলা কিভাবে বুদ্ধিমত্তা হতে পারে?

এখনো সময় আছে! ওহে দেওবন্দীরা, ওহে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য অঞ্চলের দেওবন্দী মতবাদী ওহাবীরা! তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো! তোমাদের অন্তর কি কখনো একথা বরদাশ্‌ত করবে যে, কেউ 'রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কে চামারের চেয়েও নিকৃষ্ট ও নাপাক কণার চেয়ে অধম এবং মাহবূবে খোদার জ্ঞানকে গরু ও অন্যান্য পশুর মতো বলে মন্তব্য করুক? একটু চিন্তা করো! তোমাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাগণ আশ্‌রাফ আলী থানভী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং ইসমাঈল দেহলভী যা কিছু লিখে দিয়েছে, তাতো পাথরের উপর খোদিত রেখা নয়। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে! তোমরা নিজেদের এবং মুসলিম জাতির এহেন নাজুক অবস্থা দেখে অনুতপ্ত হও! আল্লাহ্‌র ঐ পাকড়াওকে ভয় করো, যা সর্বাপেক্ষা কঠোর! তাঁর শাস্তি সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তোমরা কি কখনো একথা ভাবো নি যে, আজকের জগতে যদি তোমাদের প্রিয়জনের প্রতি কেউ চোখ রাঙায় কিংবা আঙ্গুল দেখায়, তবে তোমরা মরণপণ যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হয়ে যাও। তা-কি এ জন্য নয় যে, সে তোমাদের প্রিয়পাত্র? এরপর তোমরা কি একথা ভাবো নি যে, যাঁকে তোমরা চামার অপেক্ষাও অধম অথবা গ্রামের চৌধুরী বলে তুচ্ছজ্ঞান করছো, তিনি তো 'মাহবূব-ই-খোদা' (আল্লাহ্‌রই বন্ধু)'র মহামর্যাদার আসনে সমাসীন। তোমরা কি নিজেরা আল্লাহ্‌র ক্রোধকেই চ্যালেঞ্জ করছো? তোমরা কি এ কথা ভেবেছো যে, তোমরা যদি আপন প্রিয়পাত্রের সমর্থনে আগ্নেয়গিরি হতে পারো তবে তোমাদের লাগামহীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে

খোদার অহংকারে কি সামান্য কম্পনও আসতে পারেনা? এখনো সময় আছে। পক্ষাপতিত্ব ও সংকীর্ণদৃষ্টির আবর্জ্জনা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নাও! ন্যায় বিচার ও সদুদ্দেশ্য নিয়ে ঐসব বই-পুস্তক পর্যালোচনা করো। আর কতিপয় আলেম নামধারী ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার উম্মাদনার পরিবর্তে, সম্ভব হলে চোখে ইশ্‌কে রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিস ওয়াসাল্লাম)-এর চশমা লাগিয়ে ঐসব পুস্তক পর্যালোচনা করো। হয়তো আল্লাহ্‌র তৌফিক তোমাদের সঙ্গ দেবে, ফলশ্রুতিতে তোমরা তোমাদের হাড়-মাংস জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে।

হে পরওয়ার দেগার-ই-আলম (বিশ্ব প্রতিপালক)! এখন এর চেয়ে ক্বিয়ামতের নিদর্শন কি হতে পারে যে, তোমার খোদায়ীর মধ্যে এমন সব গোয়াঁর বিদ্রোহীও সৃষ্টি হয়েছে যারা তোমারই রিয্‌ক্ব ভক্ষণ করে তোমারই মাহবূবকে গালি দেয়? হে সৃষ্টিকুল স্রষ্টা! এদের কথাবার্তা সীমাতিক্রম করে গেছে। আজকাল তোমারই বান্দা হয়ে খোলাখুলি তোমারই মাহবূবের পবিত্র জ্ঞানকে 'পশু, পাগল ও চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞানের মতো' বলছে! শয়তান ও মালাকুল মওতের জ্ঞানকে ক্বোরআনের আয়াত দিয়ে প্রমাণিত সাব্যস্থ করা হচ্ছে, কিন্তু মহান প্রতিপালকের ঐ মাহবূব (যাঁর জন্য এ যমীনকে সাজানো হয়েছে, যিনি সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি ও অস্থিত্বের কারণ)'এর জন্য ইলমে গায়ব স্বীকারকারীদেরকে মুশরিক বলা হচ্ছে। হে সর্বশক্তিমান প্রতিপালক! মানব হৃদয়য়ের এটা কেমনই অন্ধকার যে, নামাযে গরু-গাধার খেয়াল আসলেও নামায বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। আর তোমার প্রিয় মাহবূব সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেয়াল আসলে নাকি নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। হে জল ও স্থলের মালিক! এ সময়টা তোমার মাহবূবের প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারীদের জন্য কতই কঠিন! তাঁদের দৃঢ়-বিশ্বাস ও মুহাব্বতের এ কেমনই কঠিন পরীক্ষা! আমাদেরকে আমাদের জীবদ্দশায় আমাদেরই চোখের সামনে তোমার মাহবূবের মহান দরবারের প্রতি অশোভন মন্তব্য করার দুঃসাহসিকতা দেখতে হচ্ছে! জানিনা আজকাল এমনই কত যুগ-কলঙ্ক কিতাব-পুস্তক বাজারে রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে তোমার প্রিয় বন্ধুর মহত্ব ও পবিত্রতার উপর হামলা করা হয়েছে? জানিনা, ইসলামী লেবেলে কত মঞ্চই তৈরী হয়েছে, যেগুলোর উপর রিসালতের মহান ধারকের মানহানি করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়া হচ্ছে?

এ কেমনই মর্মন্তুদ ঘটনা! কতিপয় মৌলভীর জ্ঞান ও লেখনীর সম্মান রক্ষার্থে, শুধু মাহবূবে খোদার প্রতি অশোভন আচরণই করা হচ্ছেনা, বরং কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে বিরোধের বিরাট উপসাগরকে ভরাট করার পরিবর্তে সেটাকে আরো গভীর করে দেয়া হচ্ছে! আহা! আহা! ঐসব ঘাড়, যেগুলো আজ দুঃসাহস দেখিয়ে আল্লাহ্‌র মাহবূবকে ভালমন্দ বলার মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, সেগুলো যদি নবূয়তের মহান দরবারে ঝুঁকে যেতো!

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের অনুসৃত পথ হচ্ছে আহলে সুন্নাতেরই পথ ও মত। এটা অতিরঞ্জন, সীমালংঘন এবং শীথিলতা অবলম্বন কিংবা কট্টরপন্থা বেছে নেয়ার কালিমা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এতদসত্ত্বেও আজকালকার কিছু ফিৎনাবাজ লোক উল্টো 'চোর কোতোয়ালকে ধমক দেয়া'র মতোই এ অপবাদ দিচ্ছে যে, ওলামা-ই-আহলে সুন্নাতও নাকি আল্লাহ্‌র রসূলের শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী! (নাউযুবিল্লাহ্‌) আজ আমরা সমগ্র দেওবন্দী জগতকে চ্যালেঞ্জ করছি যে, তারা যেখানেই ইচ্ছা আমাদের শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরামের এবারতসমূহ নির্দ্বিধায় পেশ করতে

পারবে। কেননা, আমাদের বড় বড় আলেমগণ যা কিছু বলেছেন সেগুলোর পক্ষে হয়তো ক্বোরআনের তাফসীর কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা অথবা সাহাবা কেরামের বাণী থেকেই দলীল পাওয়া যায়। দেওবন্দী আলেমদের মতো, তাঁরা শরীয়তে মনগড়া কথাবার্তা জুড়ে দেননি, হঠকারিতাও করেননি।

আমাদের 'ইমাম' তো আমাদেরকে একথা শিক্ষা দিয়েছেন যে, *"যার মধ্যে আল্লাহ্ ও রসূলের শানে সামান্যটুকু মানহানিও পাও তখন সে তোমাদের যতই প্রিয়পাত্র হোক না কেন, তাৎক্ষণিকভাবে তার নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাও। যার মধ্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারের প্রতি সামান্যতম বেয়াদবীই দেখো, সে তোমাদের যতই সম্মানিত বুযর্গই হোক না কেন, তাকে নিজেদের মধ্য থেকে দুধ থেকে মাছির মতো বাইরে ছুঁড়ে মারো। আমি পৌণে চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই একথাই বলে আসছি। এখনও শুধু এতটুকুই আরয করছি। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই আপন দ্বীনকে সংরক্ষণ করার জন্য কোন না কোন বান্দাকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। জানিনা আমার পর যারা আসবে তারা কেমন হবে এবং তোমাদেরকে তারা কি বলবে? এ কারণে এ কথাগুলো খুব শুনে নাও। আল্লাহ্র দলীল-প্রমাণ কায়েম হয়ে গেছে। এখন আমি কবর থেকে উঠে তোমাদের নিকট একথাগুলো বলার জন্য আসবো না। যে এগুলো শুনবে ও মানবে ক্বিয়ামত দিবসে তার জন্য 'নূর' (জ্যোতি) ও 'নাজাত' (মুক্তি) রয়েছে। পক্ষান্তরে, যে তা মানেনি তার জন্য অন্ধকার ও ধ্বংস অনিবার্য।....... এটাতো আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশই; যারা এখানে মওজুদ আছো, তারা শুনে ও মেনে নাও! আর যারা এখানে মওজুদ নেই, এখানে উপস্থিতদের উপর (অবশ্য কর্তব্য) যেন তারা অনুপস্থিতদের নিকট একথা পৌঁছিয়ে দেয় ও ওয়াকিফহাল করে দেয়।"*[ওয়াসায়া শরীফ, ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহ্মাতুল্লাহি আলায়হি ঃ পৃষ্ঠা ১৮]

আমার এ পুস্তকে দেওবন্দী আলেমদের আলোচনা করাই উদ্দেশ্য, তাদের প্রশংসা করা অবশ্যই নয়; বরং আমার মুখ্য উদ্দেশ্য শুধু দুনিয়াকে এ কথাই জানিয়ে দেয়া যে, যেই ইমাম আহমদ রেযাকে আজকালকার ওহাবী-দেওবন্দীগণ মুশরিক, কাফির, বিদ'আতী, আরো জানিনা কি কি বলে বেড়াচ্ছে, তাদের বড় বড় নেতাগণ এবং তাদের গুরুরা সেই ইমাম আহমদ রেযা সম্পর্কে কি রায় দিয়েছেন। এটা আমাদের ইমামেরই শান যে, আপন তো আপনই, পর থেকে পরও , যারা সর্বদা আমাদের ইমামের শানিত তরবারির খোঁচা খেতেই থাকতো, আমাদের ইমামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতো।

اپنے تو پھر اپنے ہیں اپنوں کا ذکر کیا ❖ اغیار کی زبان پر بھی چرچا تمہارا ہے

আপন তোমার আপন আছে; কি-ইবা উল্লেখ করবো তাদের?
তোমার গানে মগ্ন তারা, বিরোধিতাই চিন্তা যাদের।

আলহামদুলিল্লাহ্! আমরা আজও ইমাম আহমদ রেযার শিক্ষা অনুসারে কাজ করছি। আর রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, আশরাফ আলী থানভী, ক্বাসেম নানূতভী এবং খলীল আহমদ আম্বেঠভী সম্পর্কে আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তাঁর 'হুসামুল হেরমাঈন'-এ যেই ফতোয়া আরোপ

করেছেন, আমরাও তাদেরকে তাই মনে করি। আর ঐ সমস্ত দেওবন্দীকে, যারা তাদের বড় বড় আলেমদের ঐসব বেয়াদবীপূর্ণ এবারত সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে তাদের পেশোয়া ও পথ প্রদর্শক বলে মেনে নেয়, গোমরাহ মনে করি।

'জমিয়ত' সম্মানিত লেখকের নিকট এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী যে, কয়েকটা অনিবার্য কারণে এ পুস্তিকার প্রকাশনা বারংবারই বিঘ্নিত হচ্ছে। আমরা দো'আ করছি যেন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হাবীব-ই-করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় লেখকের দীর্ঘায়ু দান করুন, তাঁর জ্ঞানে রহমত ও বরকত দান করুন! তাঁকে দীর্ঘকাল যাবৎ এভাবে আ'লা হযরতের অনুসৃত পথ ও মতের খেদমত করার তৌফিক দিন! পাঠকদের সুবিধার্থে সূত্রগুলো পুস্তিকার শেষভাগে উল্লেখ করা হয়েছে।

হে সর্বশক্তিমান খোদা! আমরা তোমার পরীক্ষার উপযুক্ত নই। আমরা আমাদের অক্ষমতা ও অপরাগতার অনুভূতিকে সামনে রেখে তোমারই আদালতে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমরা আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার ও তোমার রসূলের দুশমনদের প্রতি ঘৃণা ও তিরস্কার প্রকাশ করতে থাকবো। তুমি আমাদেরকে এ' পথে স্থিরতা ও স্থায়িত্ব দান করো। আমাদের বুককে তোমার ও তোমার রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসার ভান্ডার করে দাও।

হে সর্বজ্ঞাতা ও সর্ব বিষয়ে অবগত মহান সত্তা! তুমি অন্তরের ভেদ জানো। তুমি তো জানো যে, আমাদের এ বিরোধ ধন ও সম্পদের কারণে নয়, জমি-জমা ইত্যাদির মোহেও নয়, নীরেট তোমার মাহবূবের দরবারে বিশ্বস্ততারই প্রশ্নে আমাদের এ বিরোধ। যে তোমার ও তোমার রসূলেরই প্রিয় সেতো আমাদের গলার মালা। পক্ষান্তরে, যে তোমার হাবীব-ই-মোস্তফার বিদ্রোহী, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক ও আত্মীয়তা নেই। আমাদের তো এটাই একমাত্র পরিচয়।

اپنے عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ❖ ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند

অর্থাৎ ঃ আমি তাকেই ভালবাসি, যে তোমাকে ভালবাসে।
যে তোমারই ঘৃণ্য হবে, সে কিভাবে কাছে আসে?

ওহাবী মতবাদ বিজয়ী সৈয়দ তাবাস্‌সুম বাদশাহ্ বোখারীর অভিমত

একথা ভেবে চোখ থেকে অশ্রু নয়, বরং রক্তের ধারা বয়ে যায় যে, 'আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত'-এর সুবাসিত ও মনোরম বাতাসে আন্দোলিত বাগানের উপর চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন ধরণের বদ-আক্বীদাপনা ও পথভ্রষ্টতার চলমান বিষাক্ত বায়ু-প্রবাহ সেটার বাহারগুলোকে ধীরে ধীরে দলিত ও মথিত করেই চলেছে। কিন্তু সেই বাগানের সম-সাময়িক মালিগণ সেটার সংরক্ষণের অনুভূতি থেকে বে-পরোয়া ও তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে বে-খবর হয়ে নিজেদের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে চুপচাপ রয়ে ঐ বাগান উজাড় হয়ে যাবার বেদনাদায়ক দৃশ্য উপভোগ করছে! কিছু সংখ্যক লোক তো 'সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলো' নীতির বীণা বাজাচ্ছে, যার রাগের মুর্চ্ছনায় বিরুদ্ধবাদীদের বড় বড় নাগ'কেও খুশীতে নাচতে দেখা যাচ্ছে। এ 'সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলো' নীতির লোকদের অনুসারীদের উপরও যাদু চালানো হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও 'ফির্কা পুরস্তি' খতম করার নামেমাত্র পতাকাবাহী হয়ে তারা হালাল ও হারামকে একই ডেক্‌সীতে পাকানোর জন্য উদ্যত হয়েছে। 'খানকাহ্ প্রথা ক্রমশঃ বিকৃত হতে চলেছে, মাল-দৌলতের এখন ছড়াছড়ি! দ্বীন ও মাযহাবের প্রকৃত প্রচার নেই বললেও চলে। সাহেবযাদা ও পীরযাদাগণ (নিষ্ঠাবানগণ ব্যতীত) সুন্নাত বর্জনকারী, এমনকি ফরয ও ওয়াজিবসমূহের ক্ষেত্রেও উদাসীন। বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশের স্থলে অহংকার ও আত্মগৌরবই তাদেরকে পেয়ে বসেছে। সততা ও নিষ্ঠাকে লোক দেখানো ও লৌকিকতার পর্দায় আচ্ছাদিত করেই চলেছে।

একদিকে শিয়া মতবাদের ভূত তার দু'চোয়াল খুলে শিকার ধরার জন্য মনযোগ সহকারে তৎপর হচ্ছে। অন্যদিকে ওহাবী মতবাদের 'নাগ' ফণা তুলে শিকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এদিকে গায়র মুক্বাল্লিদ ও খারেজী মতবাদের প্রেত তার ভয়ানক আঁচল প্রসারিত করে 'সুন্নীয়াত' বা সুন্নী মতাদর্শকে আচ্ছাদিত করে ফেলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। তদুপরি, মির্যায়ী ক্বাদিয়ানী মতবাদের হিংস্র নেক্‌ড়ে বাঘ সেটাকে গিলে ফেলার জন্য হা করে বেড়াচ্ছে। আর যৎসামান্য অবশিষ্ট রয়েছে, তাও ছুঁড়ে মারছে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আসক্তরা; যারা ইসলামী শিক্ষা থেকে বেজার ও এর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনকারী, যারা ক্বোরআন হাদীসের মৌলিক শিক্ষাকে মৌলবাদ-এর নামে আখ্যায়িত করে সেটাকে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য (নাঊযুবিল্লাহ্) প্রাণনাশক বিষ সাব্যস্থ করছে। এটা হচ্ছে ঐ বে-তমীযীর তুফান, যাতে একজন মুসলমানের পক্ষে আপন ঈমান বাঁচানো পর্যন্ত মুশকিল হয়ে পড়েছে।

এ যুগে সর্বপেক্ষা বড় ও বিপজ্জনক ফিৎনা হচ্ছে দেওবন্দী ফিৎনা, যাদেরকে 'ওহাবী' বলা হয়। কারণ, তারা বাহ্যিক ভাবে সুন্নীদের লেবাসও পরে রেখেছে। অর্থাৎ মাটির উপর মাটি রংঙেরই জাল পেতে রেখেছে, যাতে অতি সহজেই শিকার ঐ জালে আটকাতে পারে। এ জালকেই ছিন্ন করার নিমিত্ত 'প্রত্যেক ফিরআউনের জন্য একজন মূসা রয়েছেন' প্রবাদের বাস্তবতা প্রদর্শন করে

মহামহিম আল্লাহ্ বেরিলী শরীফে এক মর্দে হক্ব-এর সৌভাগ্য সমৃদ্ধ অস্থিত্ব সৃষ্টি করেছেন যিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাদের বাতিল চিন্তাধারার শিকড় উপড়ে ফেলেছেন। আর সত্যকে একেবারে সচ্ছ অবয়বে প্রকাশ করে দিয়েছেন। জ্ঞান ও ধর্মীয় দূরদর্শিতা থেকে বঞ্চিত দলটি আজ তাঁরই বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অপবাদ রচনার ঘৃণ্য কাজে রত রয়েছে। তারা যেন মুদিত প্রদীপ হয়ে সূর্যের কিরণকে ম্লান করে ফেলার জন্য ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে।

শত আফসোস্! যেই ইমামে আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধি গোটা আরবও আজমে ছড়িয়ে পড়েছে, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইশ্‌কে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তাঁকে নির্বিচারে মুশরিক ও বিদ'আতী বলে বেড়ানো হচ্ছে! এ প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে এমন সব অবিবেচক লোকের মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত স্বরূপ।

এ প্রবন্ধটা মুহ্‌তারাম জনাব *সৈয়দ সাবের হোসাঈন শাহ্ বোখারী* মাদ্দাযিল্লুহুর বিরাটাকার গ্রন্থ 'ইমাম আহমদ রেযা বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে'-এর একটা মাত্র অধ্যায়। তিনি ১৯৮৬ ইংরেজী সনে ঐ গ্রন্থখানি সুবিন্যস্ত করেছিলেন। এরই উপর রেযভী চিন্তাধারার সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মাসঊদ আহমদ সাহেব (এম. এ; পি-এইচ. ডি) ভূমিকা লিখেছেন। ঐ ভূমিকাটি তাঁর প্রণীত 'আয়না-ই-রেযভিয়্যাত' ঃ প্রথম খণ্ড (করাচিতে মুদ্রিত)-এ ১৯৮৯ সনে প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক গ্রন্থটি নিরীক্ষণ করে সেটার কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি করেছেন। তারপর সেটাকে ১৫টা অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে পুনরায় মাসঊদ-ই-মিল্লাত প্রসেফর ডক্টর মুহাম্মদ মাসঊদ আহমদ সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুল আলীর খেদমতে প্রেরণ করেন, যাতে ভূমিকাটাও নিরীক্ষিত হয়ে যায়। তিনি ভূমিকাটাও নিরীক্ষণ করে কিতাবটার গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। (এ ভূমিকাটা এখনো মুদ্রিত হয়নি।) গ্রন্থটির 'ইমাম আহমদ রেযা দেওবন্দী আলেমদের দৃষ্টিতে' শীর্ষক অধ্যায়টিকে এদারা-ই- তাহক্বীক্বাত-ই-ইমাম আহমদ রেযা, করাচী তাঁদের বার্ষিক স্মরণিকা (ম্যাগাজিন) 'মা'আরিফ-ই-রেযা' ঃ ইন্টারন্যাশনাল এডিশন '৯১ইংরেজীতে বিশেষ শিরোনামের মর্যাদা দেয়া হয়। এতদ্ব্যতীত মাসিক 'আল-ক্বওলুস্ সদীদ', লাহোর-এ নিবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে জ্ঞানী ও জ্ঞান পিপাসুদের হাতে পৌছিয়েছে। মাসিক 'নূরুল হাবীব' বাসীরপুর (উকাড়া)ও সেটা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছে।

ইদানিং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ (দক্ষিণ), ভারত-এর রিসার্স স্কলার জনাব আতীক্ব ইকবাল সাহেব ঐ নিবন্ধেরই সারসংক্ষেপ দৈনিক 'রাহনুমা-ই-দক্ষিণ হায়দরাবাদ' (ভারত) ১৪ই আগষ্ট ১৯৯৩ ইংরেজীর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করান। নিবন্ধের গুরুত্বকে সামনে রেখে 'এদারাহ্-ই-জমিয়তে ইশা'আত-ই-আহলে সুন্নাত, পাকিস্তান' সেটাকে পুস্তকাকারে পাঠক সমাজের সম্মুখে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দান করুন।

মৌলভী হোসাঈন আহমদ ঠাণ্ডভী 'শিহাবে সাক্বিব'-এ, ফিরদাউস শাহ ক্বাসূরী 'চেরাগে সুন্নাত'-এ, ড. খালেদ মাহমূদ শিয়ালকোটী দেওবন্দী 'মুতালা'আ-ই-বেরলভিয়াত'-এ অনুরূপভাবে

বিভিন্ন পুস্তিকা যেমন– 'ধামাকাহ্ ও চেহেল মাস্আলা' ইত্যাদিতে ধার্মিকতা ও ভদ্রতার গণ্ডি থেকে বহুদূরে অবস্থান নিয়ে ইমাম আহমদ রেযা আলায়হির রাহমাহ্-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অপবাদ নির্বিচারে ছুঁড়ে মেরেছে। আলোচ্য নিবন্ধে দেওবন্দী মাযহাবের প্রায় ৫৬ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অভিমত উল্লেখ করার ফলে ঐসব অপবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়ে খড়কুটার মতো ভেসে গেছে। আর একথা দিন-দুপুরের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, দেওবন্দী আলেমদের মতেও ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী হানাফী-ফিক্বহ্ শাস্ত্রের বিজ্ঞ অনুসারী ছিলেন। তিনি শুধু হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রুদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করার কথাই বলেন নি, বরং কারো প্রতি 'কাফির' ফতোয়া আরোপ করার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বনও করতেন। তদুপরি, তিনি ইংরেজদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি রাফেযী-শিয়া-ফিৎনার পথ রোধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর তরজমা-ই-ক্বোরআন তাঁর সমকালীন অনুবাদকদের অনুবাদসমূহের চেয়ে বহুগুণ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। 'ইশ্ক্বে রসূল' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে জ্ঞানগত ও ধর্মীয় এবং ধ্যান-ধারণার দিক দিয়ে বহু উচ্চ মর্যাদায় পৌছিয়ে দিয়েছে। তিনি তা'যীমী সাজদাহ্ হারাম জানতেন। এ বিষয়ের উপর তিনি একটি কিতাব (আয্যুবদাতুয্ যাকিয়্যাহ্ লিতাহরীমি সুজূদিত্ তাহিয়্যাহ্) লিখেছেন। কোন বিরুদ্ধবাদীর একথা বলা যে, তাঁর ওস্তাদ ক্বাদিয়ানী ছিলেন, জঘন্য মিথ্যাবাদীর ডাহা মিথ্যারই শামিল। ক্বাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডনে তাঁর কিতাবাদিই সঠিক সাক্ষী। তাদের প্রতিক্রিয়ায় একথাও প্রমাণিত হলো যে, দেওবন্দী আলেমদের মতেও তিনি বাস্তবিকপক্ষে বিদ'আত ও পাপাচারাদির পূর্ণ রদ্দকারী ছিলেন। কাজেই, তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অপবাদ কোন না কোন শত্রুতা বা একগুঁয়েমীর কারণেই রচনা করা হয়েছে।

আলোচনার শেষ প্রান্তে বরকত অর্জনার্থে ইমামে আহলে সুন্নাত, যুগের গায্যালী হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযেমী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর একটা ইবারত উদ্ধৃত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তিনি বলছেন ঃ

> *"দেওবন্দী মুবাল্লিগ ও মুনাযিরগণ আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং তাঁর সমমনা আলিমদের কিছু কিছু ইবারতকে মনগড়াভাবে আপত্তিকর সাব্যস্ত করে পেশ করে থাকে। তাদের সম্পর্কে মাথায় হাত রেখে এতটুকু আরয করে দেয়াই যথেষ্ট যে, যদি বাস্তবিকপক্ষেই তারা আহলে সুন্নাতের আলেমদের প্রতি কুফরের ফতোয়া আরোপ করতো, যেমনিভাবে আহলে সুন্নাতের আলেমগণ দেওবন্দের আলেমদের কুফরী ইবারতসমূহের কারণে তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হতো। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে এ যে, দেওবন্দীদের কোন আলেমই আজ পর্যন্ত আ'লা হযরত কিংবা তাঁর সমমনা আলেমদের কোন ইবারতের কারণে 'কাফির' সাব্যস্ত করতে পারেনি; না কোন শরীয়ত সম্মত কারণে তাঁদের পেছনে নামায পড়াকে নাজায়েজ সাব্যস্ত করতে পেরেছে।"*
>
> *(আল-হক্কুল মুবীন ঃ ৪৫ পৃঃ ঃ ফরীদিয়া লাইব্রেরী ঃ সাহীওয়াল।)*

সম্মানিত পাঠকগণ! এ কথাটা খুব স্মরণ রাখবেন যে, সুস্পষ্ট কুফরী ইবারত থাকা সত্ত্বেও কুফরের ফতোয়া আরোপ না করাকে কখনো সতর্কতা বলা যাবে না; বরং সতর্কতা অবলম্বন হচ্ছে সুস্পষ্ট কুফরী ইবারতের কারণে কুফরের ফতোয়া আরোপ করা। নতুবা মৌলভী মুরতাযা হাসান দেওবন্দী দরভঙ্গীর কথা মতোও ঐ ফতোয়া যে আরোপ করেনা, সে নিজেই কাফির হয়ে যায়। (আশাদ্দুল আযাব দেখুন!)

মহামহিম আল্লাহ্ আপন সম্মানিত হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ওসীলায় পথভ্রষ্টদেরকে হিদায়ত দান করুন! আর আমরা ঈমানদারগণকে সরল সঠিক পথে স্থির ও স্থায়ী থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন!

আহক্বারুল ইবাদ ঃ
'তাবাস্সুম বোখারী' তার ক্ষমা হোক!
৮ই মুহাররম, ১৪১৫ হিজরী
১৯শে জুন, ১৯৯৪ ইংরেজী

জরুরী আহ্বান

- আপনি কি সত্যের সঙ্গী ও বাতিল থেকে পৃথক থাকতে চান?
- আপনি কি সত্যের শির উঁচু ও মিথ্যার শির নত দেখতে চান?
- আপনি কি বাতিলের ফিৎনা থেকে বাঁচতে চান?
- আপনি কি মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভূক্ত থাকতে চান?
- আপনি কি বেরলভী-দেওবন্দী মতবিরোধের মূল কারণগুলো জানতে চান?
- আপনি কি চান যে, সত্য আপনার সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে যাক?
- আপনি কি চান যে, আপন ও পরের পরিচয় পেতে পারেন?
- আপনি কি সত্যপন্থীদেরকে আপনার বন্ধু রাখতে চান?
- আপনি কি ক্বোরআনের আয়াত– "আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা"– এর বিশুদ্ধ মর্মার্থ জানতে চান?
- আপনি কি আল্লাহ্‌র হক্ব ও বান্দাদের হক্ব সঠিকভাবে পরিশোধ করতে চান?
- আপনি কি মহামহিম আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ইশ্‌কে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সঠিক স্বাদ পেতে চান?

..... তা হ লে .....

রেযা রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম

-এর প্রকাশিত বই-পুস্তক পড়ুন

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

দেওবন্দী আলিমগণ যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি হলেন

ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী [রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

এটা অন্যায়-অবিচারের চরম পরাকাষ্টা যে, আ'লা হযরত মওলানা মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী ক্বুদ্দিসা সিররুহু ইসলামী দুনিয়ার যত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন ততবেশী যুলুম ও অবিচারই তাঁর প্রতি করা হয়েছে।

এ অন্যায় ও অবিচারের মধ্যে শুধু পর নয়, আপনও সমভাবে শরীক রয়েছে। পর বা বেগানা লোকদের যুলুম ও অবিচারের শিকার কে-ইবা হয়না! কিন্তু কান্না ও আফসোস্ হয় আপন লোকদের যুলুম ও অবিচারের উপর। আপন লোকেরা আ'লা হযরত বেরলভী ক্বুদ্দিসা সিররুহুর সাথে ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধার দাবী করেছে, কিন্তু তারা সাধারণ ও বিশেষ লোকদেরকে তাঁর যথাযথভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। যদিও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে থাকে, তাও এমনিভাবে করায়নি, যা সময় ও যুগের চাহিদা ছিলো। তাঁর সম্পর্কে কিতাব লিখাতো দূরের কথা, তাঁর নিজের লেখা কিতাবাদিকেও ছাপিয়ে পাঠক সমাজের সামনে হাজির করেনি।

মোট কথা, আপন লোকদের নীরবতার পরিবেশ পরদের জন্য এক প্রশস্ত শূন্য ময়দান এবং সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। এটা একটা সর্বজন গ্রাহ্য হাক্বীক্বত যে, যিনি যত বড় হোন, তাঁর বিরোধীও ততবেশী হয়। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীরা আ'লা হযরত বেরলভী ক্বুদ্দিসা সিররুহুর জ্ঞানগত ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করার কুউদ্দেশ্যে এক সুসংগঠিত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তারা তাঁর প্রকৃত স্বত্তা, জ্ঞানগত ও ফিকহ্‌গত যোগ্যতার ধারাবাহিক বর্ণনাকে স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলে অপবাদ ও দুর্নাম রটনা এবং ভিত্তিহীন অপবাদসমূহের ঢের লাগিয়ে দিয়েছে। তারা এ কথাই প্রচার করেছে যে, তিনি নাকি এক নতুন ফির্কার প্রবর্তক ছিলেন। তিনি নাকি কাফির ফতোয়া আরোপকারী ছিলেন, তিনি ছিলেন ইংরেজদের এজেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি! (না'ঊযুবিল্লাহ্)

বিরুদ্ধবাদীরা শুধু অপবাদ রটনা করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং আ'লা হযরত বেরলভী ক্বুদ্দিসা সিররুহকে ইচ্ছানুসারে গালিগালাজ করেছে। এক প্রসিদ্ধ অবিবেচক দেওবন্দী আলেম তো তার পুস্তকে ছয়শত গালি লিখে তা প্রকাশ করে গালিগালাজের বিশ্ব রেকর্ড কায়েম করেছে। (১)

অনুরূপভাবে, আ'লা হযরতের মহান গুণসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব আপন লোকদের নীরবতা, ঔদাসিন্য এবং পরদের শত্রুতা ও হিংসার শিকার হয়ে আছে। তাঁর জ্ঞানগত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাদির উপর ক্রমশঃ গাঢ় পর্দার আচ্ছাদন পড়তে চলেছে। ভুল-ধারণা ও অপবাদ রটনার ধুলিবালিতে ম্লান' অখ্যাত ধরণের জ্ঞানী পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে বসেছে। এরই দুঃখজনক কারণ হচ্ছে জ্ঞানী ও জ্ঞান পিপাসুরা চতুর্দশ শতাব্দির জ্ঞান-সমুদ্র ও বহু গুণাবলীর ধারক এবং রসূল

(সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাচ্চা আশেক ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী কুদ্দিসা সিররুহুর পক্ষে ভালকথা টুকুও বলাতো দূরের কথা, শুনাও পছন্দ করতো না; বরং অনিচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে বসতো। এটা দেখে বিরুদ্ধবাদীগণ খুশীতে ফুলে ফেঁপে তাদের পরিহিত জামা ছিঁড়ে বের হয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিলো। কারণ, আমরা নিজেরাই এক মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব, গুণাবলী ও চারিত্রিক সৌন্দর্যাবলীকে অপসারিত করে তাঁর মহান কর্ম ও অবদানের উপর পানি বুলিয়ে দেয়ার এক জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি বৈ-কি।

আমরা একথা ভেবে হতভম্ব ও যারপর নাই দুঃখিত হচ্ছি যে, আমরা কেন আমাদের এ মহান ব্যক্তিত্বকে উপক্ষো করে বসেছি। তাঁর জ্ঞানগত ও বৈষয়িক অবদানগুলোকে ইসলামী দুনিয়ার সামনে কেনই-বা পরিচিত করিনি! আমরা কি এটা প্রকাশ্য অবিচার ও যুলুম করিনি?

আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর মতো মজলুম ও বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের ওফাত শরীফের দীর্ঘ ৫৫ বছর পর (বর্তমান ৮২ বছর পর) এ ঔদাসীন্যের নিদ্রা ভঙ্গ হলে অনুধাবন করা যে, যতদিন পর্যন্ত আ'লা হযরতের মূল জ্ঞানগত অবদানগুলো এবং তাঁর ব্যাপক যোগ্যতার বিষয় ঠিক করা যাবেনা, ততদিন পর্যন্ত তাঁর জীবন ও কর্মগুলো বুঝা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

'মাস্‌উদ-ই-মিল্লাত', প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মাস্‌উদ আহমদ মাদ্দযিল্লুহুল আলী, ফখরুস্ সাদাত আল্লামা সৈয়দ রিয়াসত আলী ক্বাদেরী মাদ্দাযিল্লুহুল আলী, হাকীমে আহলে সুন্নাত হাকীম মূসা অমৃতসরী মাদ্দাযিল্লুহুল আলী, শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মাদানী মিয়া মাদ্দাযিল্লুহুল আলী (আল-মীযান, বোম্বাই-এর পৃষ্ঠপোষক) এবং আরো কিছু সম্মানিত আলেম, আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর মতো বহু গুণের ধারক ব্যক্তিত্বকে যেই সুন্দরতম পন্থায় পরিচয় করিয়েছেন, গোটা ইসলামী দুনিয়া তাই তাঁদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

একথা মধ্যাহ্ন সূর্য অপেক্ষাও উজ্জ্বল যে, হাজার বারও যদি অস্বীকার করা হয় এবং মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টাও করা হয়, তবে রসনাগুলোর উপর তালা লাগিয়ে দেয়া অবশ্যই সম্ভব হবে; কিন্তু বাস্তবতাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তা পরিবর্তিত করা যাবেনা। সাময়িক ভাবে ঢাকা দেয়ার ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা অর্জন করা যেতে পারে, কিন্তু মোটা পর্দা ঢেকে দেয়া সত্ত্বেও বাস্তব ঘটনাবলী ও হাক্বীক্বতগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা যায়না। আ'লা হযরতের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি; বিরুদ্ধবাদীদের শত সহস্র বিশ্রী প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও হাক্বীক্বত নিশ্চিহ্ন হয়নি। আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর বিরুদ্ধে শির্ক ও বিদ'আতের অপবাদ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলো হাত পা ও মাথাবিহীন কল্পকাহিনী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন তো আল্লাহ্ তা'আলা জাল্লা জালালুহুর কৃপা ও বদান্যতার ফলে আ'লা হযরত বেরলভী কুদ্দিসা সিররুহু'র কর্মের গতি পূর্ণ ও উচ্চতর শিখরে। এদিকে স্বদেশ ও বিদেশের মুহাক্বিক্বিগণ নিয়মিতভাবে আকৃষ্ট হচ্ছেন। এর অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে গোটা বিশ্বে বত্রিশেরও অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর উপর গবেষণা চলছে। কোথাও কোথাও জ্ঞান ও গবেষণার কাজ সুসম্পন্ন হয়েই গেছে এবং কতিপয় স্কলার আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহু'র আদর্শ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পি-এইচ.ডি করেছেন। আরো অনেকে করে যাচ্ছেন অব্যাহত ভাবে। (২)

আলহামদুলিল্লাহ্! আজ দুনিয়ার আনাচে-কানাচে আ'লা হযরতের চর্চা চলছে এবং তা দ্বারা আবাদ হয়েছে অনেক অঞ্চল। আ'লা হযরত বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর প্রচুর লিখনী নতুন নতুন অবয়বে পাঠক সমাজের সামনে আসছে। জ্ঞানী ও জ্ঞান পিপাসুরা সেগুলো থেকে দিশা লাভ করছেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অবস্থাদি এবং তাঁর জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর সহস্রাধিক কিতাব-গ্রন্থ মূদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন রিসালা (পুস্তিকা) ও পত্রিকা-ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যা ইমামে আহলে সুন্নাত কুদ্দিসা সিররুহুর প্রতি আন্তরিক সৌজন্য প্রকাশ করতে জোরে শোরে এগিয়ে আসছে।

বিরুদ্ধবাদীরা হতভম্ব হয়ে পড়ছে এ কথা ভেবে যে, আমরা তো বিশ্রী প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে আ'লা হযরত বেরলভীর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মানের খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও গুণের চর্চা তো আবার নতুনভাবে শুরু হয়ে গেছে। দুনিয়ার প্রায় সব প্রান্তে আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর জীবন ও চিন্তাধারার উপর এখনো পর্যন্ত এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক নিবন্ধ ও লেখা পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের বিশেষ আকর্ষণ হয়ে আছে। (৩)

১৯৮৩ ইং সন পর্যন্ত প্রায় দেড়শতের অধিক প্রবন্ধ ও এ বিষয়ের উপর লেখা কিতাবী-অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে। এখনতো তাঁর উপর লিখিত কিতাবাদির সংখ্যা হাজারকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। (৪)

সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তাঁর উপর এতই দ্রুতগতিতে এত কিছু লেখা হয়েছে যে, তার সংখ্যা গণনা করাও অসম্ভব। এখনও এই পরম্পরা অব্যাহত রয়েছে। বহু অনুসন্ধান চলেছে ও চলছে। অনুসন্ধান ও গবেষণার এ গতিতে কয়েকটা হতভম্বকারী তথ্যও প্রকাশ পেয়েছে। বিশ বছর পূর্বে অনুসন্ধান ও গবেষণায় জানা গিয়েছিলো যে, আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহু ৫৫টি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। আরো বেশী করে গবেষণা চালানোর ফলে জানা গেছে যে, তিনি সত্তরেরও অধিক বিষয়ে দক্ষতা রাখতেন। এখন আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে, আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহু ১০৩টি জ্ঞানগত বিষয়ে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। (৫)

প্রত্যেক জ্ঞান ও বিষয়ে তাঁর এক হাজারেরও বেশী বড় বড় গ্রন্থ মওজুদ রয়েছে। সমস্ত গ্রন্থ পুস্তকই জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রস্রবণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। খণ্ডিত হবার কোনরূপ ভয়-ভীতি ছাড়াই বলা যেতে পারে যে, আ'লা হযরত মুহাদ্দিসে বেরলভী কুদ্দিসা সিররুহু এমন কতিপয় কামিলও নিরুপম বুযর্গানে মিল্লাত ও শীর্ষ স্থানীয় আরিফ বান্দাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, যাঁরা কয়েক শতাব্দি পরেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং যাঁদের ফুয়ূয ও বরকাত দ্বারা আম-খাস সবাই ক্বিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হয়েছেন ও হচ্ছেন।

নিঃসন্দেহে আ'লা হযরত বেরলভী কুদ্দিসা সিররুহু চতুর্দশ শতাব্দির এমন এক যোগ্য ব্যক্তি, যাঁর উপর ইসলামী দুনিয়ার পূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা ও গৌরব ছিলো। তাঁর সত্যবাদিতা, সৎ সাহস, সুন্নাতকে জীবিত করা ও বিদ'আতকে প্রতিহত করা হচ্ছে এমনই উঁচু পর্যায়ের খিদমতসমূহ, যেগুলো কখনো ভুলে যাবার মতো নয়; তার বহুমুখী গুণ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের উপর পর্যালোচনা করে রেযভী চিন্তাধারা সম্পর্কে দক্ষ ব্যক্তি মাস্‌উদ-ই-মিল্লাত প্রফেসর মুহাম্মদ

মুস্‌উদ আহমদ মাদ্দাযিল্লুহু বলেন– ইমাম আহমদ রেযা কুদ্দিসা সির্‌রুহুর ব্যক্তিত্ব হচ্ছে এক অতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব উনবিংশ ও বিংশ খৃষ্টীয় শতাব্দির মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়না। তিনি মুফাস্‌সিরদের জন্যও ইমাম, মুহাদ্দিসদের জন্যও ইমাম, ফক্বীহদের জন্যও ইমাম, আলিম সম্প্রদায়ের জন্যও ইমাম, রাজনীতিবিদদের জন্যও ইমাম, সামাজিক জীবন যাপনকারীদেরও ইমাম, গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণাকারীদের জন্যও ইমাম, সাহিত্যিকদের জন্যও ইমাম, কবিদের জন্যও ইমাম, মজদূরদের জন্যও ইমাম, তিনি গরীবদের জন্যও ইমাম। মোট কথা, তাঁর ব্যক্তিত্ব মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপৃত বলে মনে হয়। এ কারণে জীবনের প্রতিটি দিক ও প্রতিটি চিন্তাধারার সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন অগণিত জ্ঞানী-গুণী লোক ইমাম আহমদ রেযা কুদ্দিসা সির্‌রুহুর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিয়েছেন। (৬)

তাঁর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ইতোপূর্বেই আরবীয় ও অনারবীয় নামকরা ওলামা কেরাম মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর সমীপে শানদার ভক্তি শ্রদ্ধার পূষ্পার্ঘ্য উৎসর্গ করেছেন।

আ'লা হযরত বেরলভী কুদ্দিসা সির্‌রুহুর জ্ঞানগত ও রূহানী ব্যক্তিত্বের উপর থেকে অস্পষ্টতার মোটা পর্দাগুলো অপসারিত করে তাঁর জ্ঞানগত অবদানগুলোকে যখন আপন লোকদের গণ্ডি থেকে আপরের গণ্ডি পর্যন্ত পৌছানো হলো তখন তারাও হতভম্ব হয়ে গেলো। তারাও আ'লা হযরত কুদ্দিসা সির্‌রুহুর মর্যাদার বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হলো এবং সৌজন্যের দৃষ্টিতে দেখলো। প্রতিটি চিন্তাধারার জ্ঞানী, সাহিত্যিক ও কবিগণ তাঁকে উচুঁ উচুঁ উপাধিতে ভূষিত করলেন। গবেষণানুসারে শুধু আপনরা নয়, বরং পরেরাও, যেমন জমায়াতে ইসলামী, দেওবন্দী, আহলে হাদীস, শিয়া মতবাদী এবং অমুসলিম চিন্তাবিদগণও আ'লা হযরত কুদ্দিসা সির্‌রুহুর মহান ব্যক্তিত্বের দ্বীনী, ইল্‌মী এবং চিন্তা ও বৈষয়িক অবদানগুলোর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর প্রতি শানদার সৌজন্য প্রকাশ করেছেন।

اپنے تو پھر بھی اپنے ہیں اپنوں کا ذکر کیا ❊ اغیار کی زبان پہ بھی شہرہ تمہارا ہے

আপন তো আপন বটে, না-ইবা বলি তাদের কথা
পরের মুখে খ্যাতি শুনি, গর্ব করি যথা তথা।

আলোচ্য নিবন্ধে দেওবন্দী আলেমদের কিছু প্রতিক্রিয়া ও কিছু ধারণা 'সমুদ্র থেকে এক অঞ্জলি'র মতো করে উল্লেখ করা হচ্ছে। যেগুলো থেকে প্রতিটি সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি ও সত্যের পরিচিতিধন্য ব্যক্তির সামনে আ'লা হযরত কুদ্দিসা সির্‌রুহুর সত্যতা ও সততা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

দেওবন্দী চিন্তাধারার লোকদের প্রতি আকুল আবেদন এই যে, হৃদয় থেকে হিংসা বিদ্বেষের জ্বলন্ত অঙ্গারগুলো এবং পক্ষাপাতিত্ব ও সংকীর্ণ দৃষ্টির আপদকে বের করে দিয়ে নিজেদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের লেখনীগুলো ন্যায়ের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করুন! আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মহান ব্যক্তিত্বের বদনামী করার মতো জঘন্য কাজ থেকে বিরত হোন!

যদি ইন্‌সাফ দুনিয়া থেকে বিদায় না নিয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম মিল্লাতের অনুভূতিশীল স্তর, শিক্ষানুরাগী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের প্রতি অন্তরের একান্ত গভীরতা থেকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি, যেন তারা ইতিহাসের এমনই ক্ষণজন্মা অথচ মজলুম এবং বিপক্ষীয়দের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত এ মহান ব্যক্তির প্রতি ইন্‌সাফ করুন!

এ নিবন্ধে আমার অবস্থান হচ্ছে শুধু সংকলকের। আমি এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে যাওয়ার মোটেই চেষ্টা করিনি। এর প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি। দেওবন্দী আলেমদের প্রতিক্রিয়া ও ধারণাদি কৌতুহলী চোখে দেখার মতোই।

এখন দেখা যাক সেই দেওবন্দী আলেমদের কে কি বলেছেন?

(১)
মৌলভী আশ্‌রাফ আলী থানভী

মাওলানা গোলাম ইয়াযদানী সাহেব (ফাযিলে মাদ্রাসাহ-ই-মাযহারুল উলূম, সাহারান্‌পুর, ভারত ও খতিব, জামে মসজিদ গোন্দলমণ্ডি, আটক) লিখককে মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভীর ঘটনা শুনিয়েছিলেন ঃ

> *ঐ হযরতের মাহফিলে কোন এক ব্যক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বেরলভীর নাম 'মাওলানা' ছাড়াই শুধু 'আহমদ রেযা খান'; বলেছিলো। তখন হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী তাকে খুব তিরস্কার করলেন, বকুনি দিলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, "তিনি একজন আলেম, যদিও ভিন্ন মতের। তুমি তাঁর পদবীর প্রতি অসম্মান দেখাচ্ছো। এটা কিভাবে বৈধ হতে পারে? তাঁর মানহানি করা ও তাঁর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শন করা কিভাবে জায়েজ হয়?"* ★

হযরতে ওয়ালা (থানভী সাহেব) এর মন-মেজাজ, তাঁর অনুসৃত নিজস্ব মতের প্রতি সতর্কতা সত্বেও, এতই প্রশস্ত ও ভালধারণা বিশিষ্ট ছিলো যে, মৌলভী আহমদ রেযা (কুদ্দিসা সির্‌রুহু) এর সমালোচনাকারীদের খণ্ডনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন এবং কঠোর ভাষায় তাদের খণ্ডন করতেন। আর বলতেন, "একথা খুব সম্ভব যে, তিনি আমাদের বিরোধিতা করার কারণ হয়তো বাস্তবিকই রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি তাঁর ভালবাসাই হবে। নতুবা তিনি ভুল বুঝে আমাদেরকে (নাঊযুবিল্লাহ!) 'বেয়াদব' মনে করে থাকেন।" (৯)

মাওলানা গোলাম ইয়াযদানী সাহেব আরো বলেন–

হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান মরহুম ও মাগফূরের ইন্‌তিকালের খবর শুনে হযরত থানভী 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন' পড়ে বললেন ঃ

★ *নোট ঃ এরই মতো বর্ণনা দিয়েছেন ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব তাঁর প্রবন্ধ 'ওলামা কেরামের মানহানি কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়'- এর ৫ম পৃষ্ঠায়।* (৮)

ফাযেলে বেরলভী আমাদের কোন কোন বুযর্গ অথবা এ অধম সম্পর্কে যেই ফতোয়া দিয়েছেন, তা তিনি রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ ও তাতে আচ্ছাদিত হয়েই দিয়েছেন। ইন্‌শাআল্লাহ্ তা'আলা, আল্লাহর মহান দরবারে তিনি সম্মানিত, দয়াপ্রাপ্ত ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন। আমি ভিন্ন মত পোষণের কারণে তাঁর প্রসঙ্গে খোদা না করুক, দণ্ডিত হবার মন্দ ধারণা পোষণ করিনা। (১০)

মাওলানা থানভী আরো বলেছেন ঃ

"আমার অন্তরে মাওলানা আহমদ রেযার প্রতি সীমাহীন ভক্তি শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি আমাদেরকে কাফির বলেন। তাও কিন্তু ইশ্‌কে রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাললাম)-এর ভিত্তিতেই বলে থাকেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে তো বলেন না।"

['চটান', লাহোর ঃ ২৩শে এপ্রিল ১৯৬২ ইং সংখ্যা] (১১)

(২)
মুফ্‌তী মুহাম্মদ হাসান সাহেব

মুহাম্মদ বাহাউল হক ক্বাসেমী আরয করছেন যে, আমার সম্মানিত ওস্তাদ মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ হাসান সাহেব, খলীফা-ই-আযম, হযরত থানভী আমাকে বারংবারই বলেছেন যে, হযরত থানভী বলতেন, *"সুযোগ হলে আমি মৌলভী আহমদ রেযা খান সাহেব বেরলভীর পেছনে (ইমামতিতে) নামায পড়ে নিতাম।"*(১২)

(৩)
মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (করাচী)

একটা ঘটনা মুফতী-ই-আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী দেওবন্দীর মুখে আমি শুনেছি। তিনি বলেন, "যখন হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের ওফাত হলো তখন মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভীকে কেউ এসে এর খবর দিলেন। মাওলানা থানভী দো'আর জন্য হাত উঠিয়ে দিলেন। তিনি দো'আ শেষ করলে মজলিসে উপস্থিতদের একজন বললো– তিনি সারা জীবন আপনাকে কাফির বলেছেন। আর আপনি তাঁর জন্য মাগফিরাতের দো'আ করছেন? তিনি বললেন, এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে নেয়ার মতোই যে,

মাওলানা আহমদ রেযা খান আমাদের উপর কুফরের ফতোয়া এজন্য আরোপ করেছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মানহানি করেছি। যদি তিনি ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও আমাদের উপর 'কাফির' ফতোয়া আরোপ না করতেন তাহলে তিনি নিজেই কাফির হয়ে যেতেন।"(১৩)

(৪)
মুফ্‌তী মুহাম্মদ কেফায়ত উল্লাহ্ দেহলভী

এতে আপত্তি করার কিছুই নেই যে, মাওলানা আহমদ রেযা খানের ইল্‌ম খুবই প্রশস্ত ছিলো। (সাপ্তাহিক 'হুজূম', নয়াদিল্লী, 'ইমাম আহমদ রেযা' ঃ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইং সংখ্যা ঃ পৃঃ ৬) (১৪)

(৫)
মৌলভী মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলভী

..... আমি সহীহ্ বোখারীর সবক প্রসিদ্ধ দেওবন্দী আলেম শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলভী মরহুম ও মাগফূর-এর নিকট থেকে নিয়েছি। কখনো কখনো আ'লা হযরতের প্রসঙ্গে আলোচনা এসে যেতো। তখন মাওলানা কান্ধলভী বলতেন,

"মৌলভী সাহেব! (এ 'মৌলভী সাহেব' তাঁর মুদ্রাদোষ ছিলো। তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে এটা বলতেন।) মাওলানা আহমদ রেযা খানের মাগফিরাত তো ঐসব ফতোয়ার কারণেই হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "আহমদ রেযা খান! তোমার মধ্যে আমার রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এত মুহাব্বত ছিলো যে, এত বড় বড় আলেমদেরকেও তুমি ক্ষমা করোনি। তুমি মনে করেছো যে, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মানহানি করেছে। সুতরাং তুমি তাদের প্রতিও কুফরের ফতোয়া আরোপ করেছো। যাও! এই এক আমলের উপর আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।" (১৫)

(৬)
মৌলভী এ'যায আলী দেওবন্দী

"যেমন আপনাদের জানা আছে যে, আমরা হলাম দেওবন্দী। আর বেরলভী জ্ঞান ও আক্বাইদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এ অধম একথা মেনে নিতে বাধ্য যে, এ যুগের মধ্যে যদি কোন মুহাক্বিক্ব (সুদক্ষ) আলিমে দ্বীন থেকে থাকেন, তবে তিনি হলেন আহমদ রেযা খান বেরলভী। কেননা, আমি মাওলানা আহমদ রেযা খানকে, যাঁকে আমরা আজ পর্যন্ত 'কাফির', 'বিদ্‌আতী' ও 'মুশরিক' বলে বেড়াচ্ছি, অত্যন্ত প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন, উন্নত মানসিকতার অধিকারী, অদম্য সাহসী, আলিমে দ্বীন এবং মহান চিন্তাবিদ পেয়েছি। তাঁর উপস্থাপিত দলিলাদি ক্বোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিরোধী নয় বরং পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কাজেই, আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি– যদি আপনারা কোন জটিল মাস্‌আলার কারণে কোন ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হন, তবে বেরিলী গিয়ে মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বেরলভীর নিকট সমাধান প্রার্থী হোন!"

(রিসালাহ-ই-আন-নূর, থানাভূন, পৃঃ ৪০, শাওয়াল ঃ ১৩৪২ হিঃ সংখ্যা) (১৬)

(৭)
মৌলভী শব্বির আহমদ ওসমানী

"মাওলানা আহমদ রেযা খানকে 'তিনি কাফির ফতোয়া দেন' মর্মে অপবাদ দিয়ে মন্দ বলা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কেননা, তিনি খুব বড় আলেমে দ্বীন, উচ্চ পর্যায়ের মুহাক্কিক্ব (সুক্ষ্ম গবেষক) ছিলেন। মাওলানা আহমদ রেযা খানের ইন্তিকাল ইসলামী বিশ্বের জন্য এমন এক অতি বেদনাদায়ক ঘটনা, যাকে উপেক্ষা করা যায়না।"

(রিসালাহ্-ই-হাদী, দেওবন্দ ঃ ২০ পৃষ্ঠা ঃ প্রকাশকাল ২০শে যিলহজ্ব ১৩২৯ হিঃ) (১৭)

(৮)
মৌলভী মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী

"যখন আমি তিরমিযী শরীফ ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবাদির ব্যাখ্যাসমূহ লিখছিলাম তখন প্রয়োজনানুসারে হাদীসের খুঁটিনাটি বিষয়াদি দেখার প্রয়োজন হলে আমি শিয়া সম্প্রদায়, আহলে হাদীস এবং দেওবন্দী লেখকদের কিতাবাদিও দেখেছি। কিন্তু তাতে আমি পরিতুষ্ট হতে পারিনি। পরিশেষে, এক বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভীর কিতাবগুলোও দেখলাম। তখন আমি পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম এ ভেবে যে, এখন আমি সুন্দরভাবে হাদীসের ব্যাখ্যাবলী নির্দ্ধিধায় লিখতে পারি। সুতরাং বাস্তবিকই বেরলভী হযরতগণের ইমাম মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের লেখনী নির্ভুল ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। সেগুলো দেখে এটা অনুমান করা যায় যে, এ মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব এক জবরদস্ত আলেমে দ্বীন ও ফক্বীহ্ (ফিক্বহ শাস্ত্রবিদ)।"

(রিসালাহ্-ই-দেওবন্দ ঃ ২১ পৃষ্ঠা ঃ জুমাদাল উলা ১৩৩০ হিঃ) (১৮)

(৯)
কাযী আল্লাহ্ বখ্শ

লেয়াক্বতপুর, জিলা রহিম ইয়ার খানে অবস্থানরত মৌলভী কাযী আল্লাহ বখ্শ সাহেব বলেন, যখন আমি দারুল উলুম দেওবন্দ-এ পড়ছিলাম তখন আলোচনা প্রসঙ্গে 'হুযূর হাযের-নাযের' হবার বিষয়াদি অস্বীকার করে মৌলভী আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী সাহেব বক্তৃতা দেন। তখন একজন বললো– মাওলানা আহমদ রেযা খান তো বলছেন যে, হুযূর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাযের-নাযের। মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী তাঁকে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে বললেন, "প্রথমে আহমদ রেযা তো বনো! তখন এ সমস্যার আপ্সে সমাধান হয়ে যাবে।" (১৯)

(১০)
মৌলভী সৈয়দ সুলায়মান নদভী

"এ অধম জনাব মাওলানা আহমদ রেযা সাহেব বেরলভীর কয়েকটা কিতাব দেখেছি। পাঠ করতেই আমার চোখ দু'টি বিস্ফারিতই হয়ে রইলো। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম– এগুলো কি বাস্তাবিকই মাওলানা বেরলভী সাহেব মরহুমেরই কিতাব? যাঁর সম্পর্কে গতকাল পর্যন্ত একথা শুনছিলাম যে, তিনি শুধু বিদ'আতীদেরই একজন মুখপাত্র। শুধু কয়েকটা খুঁটিনাটি অনুদিত মাস্আলার মধ্যে (তাঁর জ্ঞান) সীমিত! কিন্তু আজই প্রমাণ পেলাম যে, না, অবশ্যই নয়। ইনি তো বিদ্'আতীদের নেতা নন; বরং তিনি তো ইসলামী বিশ্বেরই স্কলার ও কর্ণধার পরিলক্ষিত হচ্ছেন। মাওলানা মরহুমের লেখনীতে যে পরিমাণ গভীরতা পাওয়া যাচ্ছে সেই পরিমাণ গভীরতাতো আমার সম্মানিত ওস্তাদ জনাব মাওলানা শিবলী সাহেব, হযরত হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী, হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব দেওবন্দী এবং হযরত মাওলানা শায়খুত তাফসীর আল্লামা শব্বীর আহমদ ওসমানীর কিতাবগুলোতেও নেই।"

('মাহ্নামা-ই-নদ্ওয়াহ্'! ঃ আগষ্ট ১৯১৩ ইং ঃ ১৭ পৃষ্ঠা) (২০)

(১১)
মৌলভী মুহাম্মদ শিবলী নো'মানী

"মৌলভী আহমদ রেযা খান সাহেব বেরলভী, যিনি নিজ আক্বীদায় অত্যন্ত কঠোরই ছিলেন, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও মাওলানা সাহেবের জ্ঞানের বৃক্ষ এতই উঁচু যে, এ যুগের সমস্ত আলেমে দ্বীন এই মৌলভী আহমদ রেযা খান সাহেবের সামনে নিতান্তই নগণ্য। এ অধমও তাঁর কয়েকটা কিতাব দেখেছি, তন্মধ্যে 'আহকামে শরীয়ত' এবং অন্যান্য কিতাবও রয়েছে। অনুরূপভাবে, মাওলানার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত একটা মাসিক ম্যাগাজিন (রিসালাহ্) 'আল-রেযা' (যা বেরীলী থেকেই প্রকাশিত হয়)-এর কয়েকটা ধারাবাহিক লেখা খুব গভীরভাবে দেখেছি। তাতে খুবই উন্নতমানের বিষয়বস্তু ভিত্তিক লেখা প্রকাশিত হয়।"
(রিসালাহ্ 'আল্-নাদ্ওয়াহ্' ঃ অক্টোবর ১৯১৪ ইং পৃষ্ঠা ঃ ১৭) (২১)

(১২)
মৌলভী মুরতাদা হাসান দরভঙ্গী

"যদি খান সাহেব (আ'লা হযরত)-এর মতে কোন কোন দেওবন্দী আলেম বাস্তবিক পক্ষেই তেমনই থেকে থাকেন, যেমনি তিনি মনে করে থাকেন, তবে ঐ খাঁন সাহেবের উপর দেওবন্দী আলেমদেরকে 'কাফির বলা' ফরয ছিলো। যদি তিনি তাদেরকে কাফির না বলতেন, তবে তিনি নিজেই 'কাফির' হয়ে যেতেন। উদাহরণ স্বরূপ, ইসলামের আলেমগণ যখন মির্যা সাহেবের কুফরী আক্বাইদ সম্পর্কে জেনে গেলেন এবং তা যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিতই হয়ে গেলো, তখন

ইসলামের আলেমদের উপর মির্যা সাহেব (গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী) এবং তাঁর অনুসারীদের (মির্যায়ী সম্প্রদায়)কে 'কাফির ও মুরতাদ্দ' বলা ফরয হয়ে গেলো। যদি তাঁরা মির্যা ও মির্যায়ীদেরকে কাফির না বলেন, হোক না তারা লোহোরী কিংবা 'ক্বদনী' (ক্বাদিয়ানী) ইত্যাদি, তবে তাঁরা নিজেরাই কাফির হয়ে যাবেন। কেননা, যে কাফিরকে কাফির বলেনা, সে নিজেও কাফির।" (২২)

(১৩)
মৌলভী আবুল কালাম আযাদ

"মাওলানা শাহ আহমদ রেযা খান একজন সাচ্চা আশেক্বে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রূপে গত হয়েছেন। আমি তো একথা ভাবতেই পারিনা যে, তাঁর দ্বারা শানে নবূয়তে কখনো মানহানি হবে।" (মুফতী শরীফুল হক আমজাদী কৃত তাহক্বীক্বাত, মাকতাবাহ্-আল হাবীব, মসজিদে আযম ইলাহাবাদ) (২৩)

(১৪)
শাহ মুঈন উদ্দীন নদভী

"মাওলানা আহমদ রেযা খান মরহুম জ্ঞানী, চিন্তাশীল ও লিখক আলেমদের অন্যতম ছিলেন। দ্বীনী বিষয়াদি বিশেষ করে ফিক্বহ ও হাদীস শাস্ত্রের মধ্যে তাঁর দৃষ্টি ছিলো অতি প্রশস্ত ও সুগভীর। মাওলানা যে পরিমাণ গভীর দৃষ্টি ও অনুসন্ধান গবেষণা সহকারে আলেমদের জিজ্ঞাসাদির জবাব লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে তাঁর ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান, ক্বোরআনের উদ্ধৃতি প্রদানে দক্ষতা, ধী-শক্তি ও স্বভাবগত মেধার পুরোপুরি অনুমান করা যায়। তাঁর আলেমসুলভ ও গভীর গবেষণালব্ধ ফতোয়াসমূহ আপন-পর প্রতিটি স্তরের জন্য পর্যালোচনা যোগ্য।"

(মাসিক 'মা'আরিফ' ঃ আযমগড়, সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ ইংরেজী সংখ্যা) (২৪)

(১৫)
গোলাম রসূল মেহের

"সতর্কতা সহকারে না'তকে পূর্ণতার শিখরে পৌছানো বাস্তবিকই আ'লা হযরতের পূর্ণতার পরিচায়ক।" (১৮৫৭ ইংরেজী মুজাহিদ ঃ ২১১ পৃষ্ঠা) (২৫)

(১৬)
আতাউল্লাহ্ শাহ বোখারী

'খতমে নবূয়ত আন্দোলন' চলাকালে কাসেমবাগ কিল্লা, পুরানা মুলতানে অনুষ্ঠিত এক আম জলসায় আমীর-ই-শরীয়ত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ্ বোখারী বক্তৃতা করতে গিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন,

"ভাই, কথা হচ্ছে– মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব ক্বাদেরীর মগজ ইশক্বে রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সুগন্ধে সুবাসিত ছিলো।

আর এমনই দুঃসাহসিক ব্যক্তি ছিলেন যে, আল্লাহ্ ও রসূলের শানে বিন্দুমাত্র মানহানি ও বরদাশ্ত করতে পারতেন না। সুতরাং তিনি যখন আমাদের দেওবন্দী আলেমদের কিতাবগুলো দেখলেন তখন তাঁর পুরো দৃষ্টি দেওবন্দী আলেমদের এমন কিছু ইবারতের (মন্তব্য) প্রতি পড়লো, যেগুলোর মধ্য থেকে তাঁর নাকে রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মানহানির দুর্গন্ধ আসলো।

তখনই তিনি নীরেট ইশক্বে রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ভিত্তিতে আমাদের ঐ দেওবন্দী আলেমদেরকে 'কাফির' বলে ফতোয়া দিলেন। আর নিশ্চয় তিনি তাতে সত্যের পক্ষে আছেন। তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক! শ্রোতাদের দ্বারাও তিনি কয়েকবার 'রাহ্মতুল্লাহি আলায়হি'-এর দো'আবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন।" (২৬)

(১৭)
মৌলভী হোসাঈন আলী ওয়াঁ-ভচরভী

মৌলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী বর্ণনা করছেন যে, হযরত মাওলানা হোসাঈন আলী ওয়াঁ ভচরভী (মৌলানা গোলাম আলী খান, রাওয়াল পিন্ডী-এর ওস্তাদ) স্বীয় খাস পাঞ্জাবী ভাষায় মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বেরলভী সম্পর্কে বলেনঃ

"প্রতীয়মান হচ্ছে– এ বেরীলী ওয়ালা পড়ালেখা ওয়ালা ছিলেন, ইল্ম ওয়ালা ছিলেন।" (২৭)

(১৮)
মৌলভী মুহাম্মদ বাহাউল হক ক্বাসেমী

"অদূর অতীতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জনাব মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বেরলভী যদিও কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি কুফরের ফতোয়া আরোপ করার মধ্যে সুক্ষ্ম অনুভূতি কিংবা আবেগের কঠোরতার কারণে ফিক্বহ শাস্ত্রের মাপকাঠির নিরীখে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেননি, তবুও তিনি 'উসুল' অনুসারে 'কাফির' ফতোয়া আরোপের মানদণ্ড নির্ণয় করার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্র শীর্ষ স্থানীয় ফক্বীহ্গণের সমকক্ষই ছিলেন।" (২৮)

(১৯)
মৌলভী খলীলুর রহমান সাহারনপুরী

১৩০৩ হিজরীতে মাদ্রাসা 'আল-হাদীস', পীলীভেত-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত জলসায় সাহারানপুর, লাহোর, কান্পুর, জৌনপুর, রামপুর ও বদায়ূনের আলেমদের উপস্থিতিতে মুহাদ্দিসে সূরতীর অনুরোধে আ'লা হযরত 'ইল্মুল হাদীস'-এর উপর একাধারে তিনঘন্টা ধরে সপ্রমাণ ও সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। জলসায় উপস্থিত ওলামা-ই-কেরাম তাঁর বক্তব্য অধীর আগ্রহে ও অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শুনেন, আশ্চর্যবোধ করেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরীর পুত্র মাওলানা খলীলুর রহমান বক্তব্য শেষ হলে অনিয়ন্ত্রিত আবেগের বশীভূত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আ'লা হযরতের হাতে চুমু খেলেন। আর বললেন,

> *"যদি এ মুহূর্তে আমার পিতা মহোদয় থাকতেন, তবে তিনি আপনার জ্ঞান-সমুদ্র দেখে হৃদয় উজাড় করে এর প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করতেন। এটা তাঁর কর্তব্যও ছিলো।"*

মুহাদ্দিস সুরতী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গরী (নদ্ওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ-এর প্রতিষ্ঠাতা)-ও এ কথার প্রতি সমর্থন জানান।

(নিবন্ধ, মাওলানা মাহমূদ আহমদ ক্বাদেরী, লিখক, তায্কিরাহ্-ই-ওলামা-ই-আহলে সুন্নাত, 'মাসিক অশ্রাফিয়া', মুবারকপুর ১৯৭৭ ইং) (২৯)

(২০)
হাকীম আবদুল হাই, রায় বেরিলী

"জন্ম সোমবার, শাওয়াল ১২৭২ হিজরী, বেরিলীতে। আপন পিতার নিকট বিদ্যার্জন করেন। তাঁর সাথে রয়ে এক দীর্ঘ সময় যাবৎ শিক্ষার্জন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে নিলেন। বহু বিষয়ে বিশেষ করে 'ফিক্বহ্' ও 'উসূল' শাস্ত্রে আপন যুগের সবার উপরে স্থান করে নিলেন। ১২৮৬ হিজরীতে ছাত্রজীবন শেষ করেন।" (৩০)

(অনুবাদ ঃ ৩৮ পৃষ্ঠা, ৮ম খণ্ড, নুয্হাতুল খাওয়াতির', দাইরাহ্-ই-মা'আরিফ-ই-ওসমানিয়া' কর্তৃক হায়দরাবাদে ১৯৭০ ইংরেজীতে মুদ্রিত)

(২১)
মৌলভী আবদুল বাক্বী সাহেব

বেলুচিস্তান প্রদেশের প্রসিদ্ধ দেওবন্দী আলেম মৌলভী আবদুল বাক্বী সাহেব, প্রফেসর মুহাম্মদ মাস্'উদ আহমদ সাহেবের নামে একটা চিঠিতে এভাবে স্বীকার করেছেন যে,

> *"বাস্তাবিকই আ'লা হযরত মুফতী সাহেব কেবলা এই উচ্চ পদের অধিকারী। কিন্তু কোন কোন হিংসুক তাঁর প্রকৃত পরিচিতি এবং জ্ঞান সমুদ্রের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে কতগুলো ভুল সন্দেহ প্রসারিত করেছে। যেগুলো অপরিচিত লোকেরা শুনে বন্য শিকারের ন্যায় ছুটে পালায় আর একজন মুজাহিদ আলিমে দ্বীন, যুগের মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) -এর শানে বেয়াদবী করতে আরম্ভ করে অথচ তারা জ্ঞানগত দিক দিয়ে এমন বুযর্গদের কিঞ্চিত পরিমাণও হবে না।"* (৩১)

(২২)
মৌলভী আবুল হাসান আলী নদভী

মাওলানা আবুল হাসান আলী আল-হাসানী নদভী, নাযেম, নদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ, প্রশংসা ও সমালোচনায় বহু বাক্য ব্যয় করেছেন ও লিখেছেন। এখানে ঐ বাক্যগুলোর অনুবাদ পেশ করা হচ্ছে। যাতে হযরত বেরলভীর ফযীলত ও মহত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে ঃ

"চৌদ্দ বছর বয়সে বিদ্যার্জন সমাপ্ত করেন। ১২৮৬ হিজরীতেই নিজ পিতার সাথে হজ্ব করেন। অতঃপর ১২৯৫ হিজরীতে ২য় বার হজ্ব করেন। এই সফরে সৈয়দ আহমদ যায়নী দাহলান শাফে'ঈ মক্কী, শায়খ আবদুর রহমান সিরাজ, মুফতী-ই-হানাফী, মক্কা মুকাররামাহ্ এবং শায়খ হোসাঈন ইবনে সালেহ জামালুল্ লায়লের নিকট থেকে হাদীসের 'সনদ' অর্জন করেন। এরপর হিন্দুস্থানে ফিরে আসলেন। আর দীর্ঘদিন যাবৎ পুস্তকাদি প্রণয়ন ও শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালন করেন। কয়েকবার হেরমাঈন শরীফাঈন সফর করেন। হেজাযের ওলামা কেরামের সাথে ফিক্বহ শাস্ত্র ও ইলমে কালাম-এর মাসআলাসমূহ নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। হেরমাঈন শরীফাঈনে অবস্থানকালে তিনি কতিপয় পুস্তক লিখেন। হেরমাঈন শরীফাঈনের নিকট আগত প্রশ্নাবলীর জবাব দেন। ঐসব হযরত তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, ফিক্বাহ শাস্ত্রের মতনসমূহ ও বিরোধপূর্ণ মাস্আলাগুলোর উপর সুক্ষ্ম দৃষ্টি ও ব্যাপক দৃষ্টিলব্ধ জ্ঞান, দ্রুত লিখন এবং স্বভাবগত মেধা দেখে হতভম্ব হয়ে যান। অতঃপর তিনি হিন্দুস্থানে ফিরে এসে 'ইফতা' (ফতোয়া প্রণয়ন)'র আসন অলংকৃত করেন। নিজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে তাদের খণ্ডনে বহু পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি সৈয়দ আলে রসূল হোসাঈন মারহারভীর নিকট থেকে বাই'আত ও লেখাফত অর্জন করেন। তিনি 'সাজদাহ্-ই-তা'যীমী'কে হারাম বলতেন। এ বিষয়ের উপরে তিনি 'আয্যুবদাতুয্ যাকিয়্যাহ্ লি-তাহরীমি সাজদাতিত তাহিয়্যাহ্' নামক একটা কিতাব প্রণয়ন করেন। এ কিতাবটা সেটার পূর্ণাঙ্গতা সহকারে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান এবং দলীল গ্রহণ ও উপস্থাপনের ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

তিনি বহু কিতাব পর্যালোচনা করেন। তাঁর জ্ঞান ছিলো ব্যাপক তথা তিনি জ্ঞান সমুদ্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অব্যাহত গতিতে চালিত কলমের ধারক। তিনি কিতাব রচনা ও প্রনয়ণে ব্যাপক চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর লেখনী ও পুস্তাকাদির সংখ্যা কোন কোন জীবনী-লেখকের বর্ণনানুসারে, পাঁচশ'। ঐ গুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কিতাব হচ্ছে– 'ফতোয়া রেযভীয়াহ্', যা কয়েকটি বিরাট বিরাট খণ্ডে সুবিন্যস্থ। হানাফী-ফিক্বহ ও এর শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জ্ঞানানুসারে এ যুগে তাঁর সমকক্ষ পাওয়া যায়না। তাঁর 'ফতোয়ার কিতাব' এবং 'আল-কিফ্লুল ফক্বীহিল ফাহিম ফী আহকামি ক্বিরতাসিদ্ দারাহিম' (১৩৩৩, মক্কা মুকাররামাহ্) এর পক্ষে যথার্থ সাক্ষী। উলূমে বিয়াযী (অংক শাস্ত্র), 'হাইয়াত' (জ্যোতিষ্কবিদ্যা), নুজূম (জ্যোতির্শাস্ত্র), 'তাওক্বীত' (বর্ষপঞ্জি),

'রামাল' ও 'জোফর' শাস্ত্রে তাঁর পূর্ণ-দক্ষতা ছিলো। তিনি অধিকাংশ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।"

(নুযহাতুল খাওয়াতির ঃ অষ্টম খণ্ড ঃ ৪১ পৃষ্ঠা ঃ দাইরাতুল মা'আরিফিল ওসমানিয়া, হায়দারাবাদ কর্তৃক মুদ্রিত, মুদ্রণ সাল ১৯৭০ ইং) (৩২)

(২৩)
মৌলভী মাহের আলক্বাদেরী

মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী মরহুম দ্বীনী বিষয়াদির জ্ঞানের ধারক ছিলেন। দ্বীনী ইল্‌ম ও মর্যাদার সাথে সাথে আদর্শিক কবিও ছিলেন। তিনি এই সৌভাগ্যও লাভ করেন যে, তিনি রূপক কথাবার্তার পথ পরিহার করে শুধু না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে নিজস্ব চিন্তাধারায় বিষয়বস্তু নির্ণয় করেছেন। মাওলানা আহমদ রেযা খানের ছোট ভাই মাওলানা হাসান রেযা খানও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভঙ্গির কবি ছিলেন। আর মির্যা দাগের ছাত্র সম্পর্কের ছিলেন। মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের না'তিয়া গযলের এ ছন্দঃ

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں ❊ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

যখন ওস্তাদ মীর্যা দাগকে হাসান বেরলভী শুনালেন, তখন দাগ তাঁর খুব প্রশংসা করলেন। আর বললেন ঃ "মৌলভী হয়ে খুব ভাল কবিতা বলে।"

(মাসিক 'ফারান', করাচী, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ ইং ঃ ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা) (৩৩)

মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী ক্বোরআন পাকের সহজ সরল অনুবাদ করেছেন। মাওলানা সাহেব অনুবাদে অতি সুক্ষ্ম সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। মাওলানা সাহেবের অনুবাদ সবিশেষ উত্তম। অনুবাদে উর্দু ভাষার সম্মানজনক রুচির পন্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(মাসিক 'ফারান', করাচী ঃ মার্চ সংখ্যা ১৯৭৬ ইং) (৩৪)

(২৪)
মৌলভী মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব

মুহাম্মদ আরিফ রেযভী যিয়াঈ তথ্য প্রকাশ করে লিখেছেন যে, করাচীতে একজন আলেমে দ্বীন, যাঁর সম্পর্ক দেওবন্দের সাথেই ছিলো, বলেন– তবলীগী জমা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব বলেছিলেন,

"যদি কেউ আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে

মুহাব্বত বা ভালবাসা শিখতে চায় তবে সে যেন মাওলানা বেরলভীর নিকটই শিখে।" (৩৫)

(২৫)
মৌলভী সৈয়দ যাকারিয়া শাহ্ বিন্নূরী পেশাওয়ারী

জনাব তাজ মুহাম্মদ মাযহার সিদ্দীক্বী সাহেব মসলিসে রেযার নামে একটা চিঠিতে লিখেছেন– পেশাওয়ারে একটা মজলিসে মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফ শাহ্ বিন্নূরী দেওবন্দী, করাচী-এর পিতা মহোদয় মাওলানা সৈয়দ যাকারিয়া শাহ্ বিন্নূরী পেশাওয়ারী বলেন,

"যদি আল্লাহ্ তা'আলা হিন্দুস্থানে আহমদ রেযাকে সৃষ্টি না করতেন, তবে হিন্দুস্থানে 'হানাফিয়াত' (হানাফী মাযহাবের অনুসরণ) খতম হয়ে যেতো।" (৩৬)

(২৬)
মৌলভী মুহাম্মদ শরীফ কাশ্‌মীরী

'মাদ্রাসা-ই–খায়রিল মাদারিস'-এর প্রধান শিক্ষক এবং দেওবন্দীদের প্রধান যুক্তিবাদী (শায়খ) মুহাম্মদ শরীফ কাশ্‌মীরী মুফ্‌তী গোলাম সরোয়ার ক্বাদেরী, এম. এ. ইসলামিক ল', ভাওয়ালপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার পর তাঁকে সম্বোধন করে বলেন,

"তোমাদের বেরলভীদের শুধু একজন মাত্র আলেম রয়েছেন। আর তিনি হলেন মাওলানা আহমদ রেযা খান। তাঁর মতো আলেম আমি বেরলভীদের মধ্যে না দেখেছি, না শুনেছি। তিনি নিজের উদাহরণ নিজেই। তাঁর গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা আলেম সমাজকে হতভম্ব করে দেয়।" (৩৭)

(২৭)
মৌলভী আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

মৌলভী আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, আ'লা হযরতের নামকরা খলীফা হযরত শাহ আবদুল আলীম সিদ্দীক্বী মিরাঠী (কুদ্দিসা সির্‌রুহুমা)র তবলীগী খেদমতগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপন মন্তব্য শুনাচ্ছেন–

"ন্যায় বিচারের আদালতের ফয়সালা হচ্ছে– বেরলভী জমা'আতের সমস্ত লোককে একই রঙে রঞ্জিত মনে করা সীমাতিক্রম ব্যতীত কিছুই নয়। মাওলানা আবদুল আলীম মিরাঠী মরহুম ও মাগফূর ঐ দলেরই একজন হয়ে অতি মূল্যবান তবলীগী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।"

(সাপ্তাহিক 'সিদ্‌ক্ব-ই-জদীদ', লক্ষ্ণৌ, ২৫শে এপ্রিল ১৯৫৬ ইং) (৩৮)

(২৮)
মুফ্‌তী নিযাম উল্লাহ্‌ শেহাবী আকবর আবাদী

হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান মরহুম ঐ যুগের শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। ফিক্বহ্‌র খুঁটিনাটি ও শাখা-মাস্‌আলাগুলোতে সুদক্ষ ছিলেন। 'ক্বামূসুল কুতুব' (উর্দু), যা ডঃ মৌলভী আবদুল হক্ব সাহেবের তত্ত্বাবধানে বিন্যস্ত হয়, তাতে মাওলানার কিতাবসমূহের উল্লেখ করেছেন এবং সেটার উপর নিম্নলিখিত নোটও লিখেছেন–

"আমি কালামে মজীদের অনুবাদ ও 'ফতোয়া রেযভিয়া' আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। মাওলানার 'না'তিয়া কালাম'-এর উপরও প্রভাব রয়েছে। আমার বন্ধু ডঃ সিরাজুল হক, পি.এইচ.ডি তো মাওলানার কবিতার প্রতি আসক্তই। তিনি মাওলানাকে আশেকে রসূল হিসেবে সম্বোধন বা আখ্যায়িত করেন।"

(মাক্বালাতে ইয়াউমে রেযা ঃ ২য় খন্ড ঃ ৭০ পৃষ্ঠা ঃ লাহোরে মূদ্রিত) (৩৯)

(২৯)
মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও মৌলভী মাহমুদুল হাসান

১) 'আল-ক্বওলুল বদী' ওয়া ইশ্‌তিরাতুল মিসরি লিত্তাজ্‌মী' নামক কিতাবের ২৪ নং পৃষ্ঠায় মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের বিস্তারিত লেখা রয়েছে। আর পরিশেষে লিপিবদ্ধ হয়েছে–

كتبه عبده المذنب احمد رضا البريلوى عفى عنه

(এটা লিখেছে আল্লাহ্‌রই গুনাহ্‌গার বান্দা আহমদ রেযা বেরলভী, তাঁর ক্ষমা হোক!)

الجواب الصحيح
عبده محمود عفى عنه

[জবাব বিশুদ্ধই। দস্তখত ঃ বান্দা মাহমূদ, তার ক্ষমা হোক।]

الجواب الصحيح
رشيد احمد محدث گنگوهى

[জবাব সঠিক। দস্তখত ঃ রশীদ আহমদ মুহাদ্দিসে গাঙ্গুহী। (৪০)]

২) মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী তাঁর ফতোয়া-ই-রশীদিয়া'য় আ'লা হযরত ক্বুদ্দিসা সিরুহুর কিছু কিছু ফতোয়া কোন কোন মাস্‌আলায় হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। গাঙ্গুহী সাহেব আরো কিছু কতিপয় ফতোয়ার সত্যায়নও করেছেন। (৪১)

(৩০)
মৌলভী ফখরুদ্দীন মুরাদ আবাদী

"মৌলানা আহমদ রেযা খানের সাথে আমাদের বিরোধিতা আপন জায়গায় ছিলো। কিন্তু তাঁর খেদমত নিয়ে আমরা অত্যন্ত গৌরব করি। অমুসলমানদের সম্মুখে আমরা আজ অবধি অত্যন্ত গর্ব করে বলতে পেরেছি যে, দুনিয়া ভর্তি জ্ঞান যদি কোন এক সত্তার মধ্যে একত্রিত হতে পারে তা'হলে তা মুসলমানদের সত্তাই হতে পারে। দেখে নাও! মুসলমানদেরই মধ্যে মৌলভী আহমদ রেযা খানের এমন ব্যক্তিসত্তা আজও মওজুদ রয়েছে। যিনি গোটা দুনিয়ার জ্ঞানসমূহে সমানভাবে দক্ষতা রাখেন। হায় আফসোস্‌! আজ তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের সাথে সাথে আমাদের এ গৌরবও বিদায় নিয়েছে।" (৪২)

(৩১)
মৌলভী সাঈদ আহমদ আকবর আবাদী

"মৌলানা আহমদ রেযা সাহেব বেরলভী স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং ডিপুটি নযীর আহমদের সমকালীন ছিলেন। তিনি এক জবরদস্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে গোটা রাজ্যই মেনে নিয়েছে।" (মাসিক বোরহান দিল্লী, এপ্রিল, ১৯৭৪ ইং) (৪৩)

(৩২)
মৌলভী আবদুল ক্বাদের রায়পুরী বলেন,

মৌলভী মুহাম্মদ শফী বলেছেন, "এ বেরলভীও শিয়া। এমনিভাবে হানাফীদের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন"– এ মন্তব্যটা ভুল ও ভিত্তিহীন। মৌলভী আহমদ রেযা খান সাহেব শিয়া সম্প্রদায়কে অত্যন্ত মন্দ জ্ঞান করতেন। আর কাওয়ালীকেও খুব মন্দ জানতেন। বাঁশ বেরীলীতে একজন 'শিয়া-তাফযীলী' লোক ছিলো। তার সাথে মৌলভী আহমদ রেযার সব সময় মোকাবেলা চলতেই থাকতো। (৪৪)

(৩৩)
মুফ্‌তী মাহমূদ

'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি মৌলভী ফযলুর রহমান সাহেবের পিতা মহোদয় মুফতী মাহমূদ সাহেব বেরলভী চিন্তা ধারার (আহলে সুন্নাত) সমর্থন এভাবেই করেছেন ঃ

"আমি আমার ভক্তবৃন্দকে একথা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, যদি তারা বেরলভী হযরতের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখে কিংবা হামলা চালায় তবে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্কই থাকবেনা। আমার মতে এমনই যারা করবে তারা 'নেযামে মোস্তাফা' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এরই শত্রু হবে।"

(দৈনিক আফতাব, মুলতান, ৯ই মার্চ ১৯৭৯ ইং; পৃষ্ঠা ১) (৪৫)

(৩৬)
মৌলভী হক্ব নওয়ায ঝঙ্গভী ও মৌলভী যিয়াউর রহমান ফারুকী

দেওবন্দী চিন্তাধারার 'আঞ্জুমান-ই-সিপাহে সাহাবা', পাকিস্তান (১৯৮৪ ইংরেজীতে প্রতিষ্ঠিত)-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা হক্ব নওয়ায ঝঙ্গভী। সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাওলানা যিয়াউর রহমান ফারুক্বী। এছাড়াও অন্যান্য দেওবন্দী আলেমগণ এ আঞ্জুমানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এ আঞ্জুমানের তত্ত্বাবধানে প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়। ঐগুলোর মধ্যে আ'লা হযরত বেরলভী (রাহ্মাল্লাহি তা'আলা আলায়হি)-এর ইতিহাস রচনাকারী 'ফতোয়াসমূহ' অত্যন্ত সম্মান সহকারে সুদৃশ্য আঙ্গিকে প্রকাশ করা হয়। এখানে কয়েকটা উদাহরণ পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে–

১) মাওলানা হক্ব নওয়ায ঝঙ্গভী, মুযাফ্ফর গড়ে অনুষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে সিপাহে সাহাবা'র জলসায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন –

হিন্দুস্থানে বিংশ শব্দাব্দিতে যেসব ওলামা শিয়া সম্প্রদায়ের উপর কাফির ফতোয়া আরোপ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বেরলভী চিন্তাধারার আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী অন্যতম। (৪৮)

২) আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শিয়া মতবাদের খণ্ডনে 'রদ্দে রাফাযাহ্' ছাড়াও আরো কতিপয় রিসালাহ্ লিখেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নরূপ ঃ

(ক) 'আল-আদিল্লাতুত্ তা-ইতাহ্' (রাফেযীদের আযানে 'খলীফা' সংক্রান্ত কলেমাও একসাথে মিলানোর কঠোর ভাষায় খণ্ডন।)

(খ) 'আ'আলিল ইফাদাহ্ ফী তা'যিয়াতিল হিন্দ ওয়া বয়ানিশ্ শাহাদাহ্' (১৩২১ হিঃ), (তা'যিয়াদারী ও শাহাদাত নামার বিধান।)

(গ) 'জাযাউল্লাহি আদুওয়াহু বিইবাবাতি খতমিন্ নবূয়ত' (১৩১৭ হিঃ) (মির্যায়ীদের মতো রাফেযীদেরও খণ্ডনকারী পুস্তক)

(ঘ) 'আল-মাত্'আতুশ্ শাম্'আহ্ শী'আতুশ্ শোফ'আহ্' (১৩১২ হিঃ) ('তাফযীল' ও 'তাফসীক্ব' সম্পর্কিত সাতটা প্রশ্নের জবাব সম্বলিত পুস্তক।)

(ঙ) 'শরহুল মাতালিব ফী বাহসি আবী তালিব' (১৩২১ হিঃ) তাফসীর ও আক্বাইদ ইত্যাদি বিষয়ের একশ' কিতাবের বরাতে আবূ তালিব ঈমান না আনার বিষয়ের সপ্রমাণ বর্ণনা সম্বলিত পুস্তিকা।

তাছাড়া, আরো কয়েকটা কিতাব ও কসীদা, যেগুলো সৈয়দুনা গাউসে আ'যম (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর শানে লিখেছেন, সেগুলোও শিয়া রাফেযী সম্প্রদায়ের খণ্ডন করে। (৪৯)

(৩৪)
মৌলভী আবদুল কুদ্দুস হাশেমী দেওবন্দী

সৈয়দ আলতাফ আলী বেরলভী বর্ণনা করছেন যে, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী দেওবন্দী একবার বলেছেন, "উর্দূ ভাষায় ক্বোরআন পাকের সর্বোত্তম অনুবাদ মাওলানা আহমদ রেযা খানেরই। যেই শব্দ তিনি এক স্থানে ব্যবহার করছেন তা অপেক্ষা উত্তম বিকল্প শব্দের কথা কল্পনাও করা যায় না।" (৪৬)

(৩৫)
হাফেয বশীর আহমদ গাযী আবাদী

একটা ব্যাপক ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে এই যে, 'হযরত ফাযেলে বেরলভী নাকি রসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর না'ত শরীফে শরীয়ত সম্মত সতর্কতা অবলম্বন করেননি।' এটা এমনই এক ভুল বুঝাবুঝি যার সাথে বাস্তবতার দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। আমি এই ভুল ধারণার নিরসনের জন্য তাঁর না'তের একটা শ্লোক উদ্ধৃত করছি ঃ

سرور کہوں کہ مالک و مولیٰ کہوں تجھے
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے

(হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে 'সরওয়ার' বলবো? না, 'মালিক' ও 'মাওলা' বলবো, হযরত ইব্রাহীম খলীল আলায়হিস্ সালাম-এর বাগানের সুন্দর ফুলই বলবো।

তার এ শ্লোকটা– بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

কে কেমন বিশুদ্ধ সমর্থনই করলো! আপনি যতবারই পড়ুন– 'স্রষ্টার বান্দা, সৃষ্টির আক্বা বলবো আপনাকে?' অন্তর ঈমানী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতেই থাকবে। নিশ্চয় যাঁর জন্য আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা হয়েছে, তিনি হলেন আল্লাহ্র মাহবূব, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা মে'রাজের মহত্ব দান করেছেন, যিনি রোজ হাশরে সুপারিশকারী, তিনি হলেন আবদুল্লাহ্র ঔরশের অমূল্য রত্ন, আমিনা মায়ের মুক্তা, কাওসারের সাক্বী। তিনি হলেন সর্বশেষ নবী, মানবকূল শ্রেষ্ঠ (খায়রুল বশর), তিনি দু'জাহানের শাহিনশাহ্, তিনি 'কওন' ও 'মাকানের' সরওয়ার, উভয় জগতের তাজদার। যাঁর ছায়া ছিলোনা, তাঁর দ্বিতীয় হতেই পারেনা। নিশ্চয় তিনি স্রষ্টার বান্দা এবং সৃষ্টির আক্বা (মুনিব)।

(মাসিক আরাফাত, লাহোর, এপ্রিল ১৯৭০; ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠা) (৪৭)

(৩৭)
মৌলভী ইরশাদুল হক থানভী

'মাওলানা ইরশাদুল হক থানভী স্বীয় এক প্রবন্ধে মহা সম্মানিত মাশাইখের সাথে আ'লা হযরত বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির কথাও খুব যত্ন সহকারে উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁকে হানাফী ফিক্বহের ইমাম সাব্যস্ত করে লিখেছেন ঃ

"ইসলামী বিশ্বের প্রায় সব সম্মানিত মাশাইখ হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী (এখানে মৌলভী ইরশাদুল হক থানভীর বুঝে ভুল হয়ে গেছে। কেননা, গাউসে আযম শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হুর ফিক্বহী মাযহাব ছিলো 'হাম্বলী'।) খাজা মুঈন উদ্দীন চিশ্‌তী, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী, হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মুহাজির-ই- মক্কী এবং হযরত শাহ্ আহমদ রেযা বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম আজমা'ঈন) প্রমুখ ফিক্বহে হানাফিয়্যাহ্‌রই ইমাম ছিলেন।" (৫০)

(৩৮)
মৌলভী মন্‌যূর নো'মানী

দেওবন্দী আলেমদের নামকরা ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুহাম্মদ মন্‌যূর নো'মানীও রাফেযী শিয়াদের খণ্ডনের পরম্পরায় আ'লা হযরত বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির খিদমতের কথা এভাবে স্বীকার করেছেন–

"ফাযেলে বেরলভী জনাব মাওলনা আহমদ রেযা খান সাহেব মরহুম আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর পূর্বে এক প্রশ্নের জবাবে অত্যন্ত বিস্তারিত ও সপ্রমাণ ফতোয়া লিখেছিলেন, যা ১৩২০ হিজরীতে 'রদ্দুর রাফাযাহ্' শীর্ষক ঐতিহাসিক নামে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ফতোয়া প্রার্থীর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি শুরুতে লিখেছেন ঃ

ঘটনার অনুসন্ধানলব্ধ ও আলোচ্য বিষয়ের বিস্তারিত সিদ্ধান্ত এই যে,

রাফেযী তাবাররাঈ (শিয়া সম্প্রদায়), যারা হযরাত শায়খাঈন– সিদ্দীক্বে আকবর ও ফারুক্বে আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমার, হোক না যে কোন একজনের, শানে বেয়াদবী করে, যদিও শুধু এ পরিমাণ যে, তাঁদেরকে 'বরহক ইমাম' ও 'খলীফা' মানেনা, নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিও হানাফী ফিক্বহ্‌র সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং সাধারণতঃ 'আস্‌হাবে তারজীহ্ ও ফতোয়া'-এর বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে, নিঃশর্তভাবে কাফির।" (৫১)

এক বিরাটাকার প্রচার পত্রে আ'লা হযরত বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির লেখনীগুলো– 'রদ্দুর রাফাযাহ্', 'ইরফানে শরীয়ত', 'আহকামে শরীয়ত', 'তা'যিয়াদারী', 'বদরুল আনোয়ার' ও 'ফতাওয়া-আল হেরমাঈন' থেকে কতিপয় উদ্ধৃতির পর লিখেছেন ঃ

"এতদ্ব্যতীত 'আহকামে শরীয়ত' (মদীনা পাবলিশিং কোং, করাচী-এর নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলো দেখুন ঃ

২৩, ২৫, ৩৫, ৩৭, ৯৪, ১৫৮, ১৬৯, ৪২৯, ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৯০, ৫২৭ ও ৫২৮। অনুরূপভাবে 'ফতাওয়া-ই-রেযভিয়ার' অবশিষ্ট খণ্ডগুলো দেখুন। তখন প্রতীয়মান হবে যে, আ'লা হযরত শিয়া ও রাফেযীদের সম্পর্কে কি কি বিধান বর্ণনা করেছেন।

আমরা সুন্নী মুসলমানদের সমস্ত আক্বাইদ, যেমন– কলেমা, আযান, ওযূ, নামায, যাকাত, হজ্ব, ক্বোরআন ও হাদীস সবই ঐ শিয়াদের থেকে পৃথক। এসবই সুন্নী বিশ্বের মহান কবি (দাগ), নাযিমে মিল্লাত, মুফ্‌তী-ই-শরীয়ত আ'লা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এর পবিত্রতর বক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। আ'লা হযরত শেষ পর্যন্ত ১৩২০ হিজরীতে 'রুদ্দুর রাফাযাহ্' লিখেছেন, যাতে তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া চার্টের মধ্যভাগে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (৫২)

নোট ঃ এতদ্ব্যতীত আঞ্জুমানের নিম্নলিখিত শিরোনামের বিজ্ঞাপনগুলোতেও ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ফতোয়া বিশেষ যত্নসহকারে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

১) কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হতে পারে না।

২) শিয়া কাফির। তাদের সাথে অমুসলিমদের মতোই আচার-ব্যবহার করতে হবে।

৩) 'শিয়া মতবাদ মুসলিম উম্মাহ্‌র শীর্ষস্থানীয় আলেমদের দৃষ্টিতে।'

(৩৯)
ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব ক্বাসেমী

দারুল উলূম, দেওবন্দ-এর মুহতামিম ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব ক্বাসেমী লিখেছেন ঃ

"আমি মাওলানা থানভীকে দেখেছি যে, তিনি মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব মরহুমের সাথে বহু বিষয়ে বিরোধ করতেন। ক্বেয়াম, ওরস, মীলাদ শরীফ ইত্যাদি মাস্‌আলায় বিরোধ ছিলো। কিন্তু যখনই মজলিসে আলোচনা আসতো তখন বলতেন, "মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব।" একবার মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি কখনো 'মাওলানা' বিশেষণ ব্যতীত শুধু 'আহমদ রেযা' বলে ফেলেছিলো। হযরত তাকে বকুনি দিলেন আর ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, তিনি তো আলেম। অবশ্য, যদিও ভিন্ন মত পোষণ করেন, তুমি পদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছো! এটা কিভাবে বৈধ হবে? (৫৩)

(৪০)
আল্লামা আরশাদ ভাওয়ালপুরী

ভাওয়ালপুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেওবন্দী আলেম আল্লামা আরশাদ ভাওয়ালপুরী যখন ওস্তাযুল

ওলামা হযরত আবূ সালেহ মুহাম্মদ ফয়েয আহমদ ওয়ায়সী রেযভীর 'হাযের-নাযের' সম্পর্কিত বিষয়ের উপর তাক্বরীর শুনলেন, তখন অনিচ্ছাসত্বে হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ

মাওলানা আহমদ বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর জ্ঞানগত অনুসন্ধান ও গবেষণার কথা শুধু আমি নই; বরং আমার উপরস্থরাও স্বীকার করেছেন। 'হাযের-নাযের'-এর গভীরতা পর্যন্ত যেভাবে মাওলানা বেরলভী মরহুম পৌছেছেন, তা শুধু তাঁরই জন্য সম্ভব। আর মাওলানা ওয়ায়সীর তাক্বরীরের পর এখন আমি কি বলতে পারি?" (৫৪)

(৪১)
মৌলভী সৈয়দ ওয়াসী মাযহার নদভী

মাওলানা সৈয়দ ওয়াসী নদভী (সাবেক সম্মিলিত ধর্মীয় কার্যক্রম মন্ত্রী, হুকূমতে পাকিস্তান) ১০ই অক্টোবর ১৯৮৮ ইং ইসলামাবাদ হোটেলে 'ইমাম আহমদ রেযা খান কানফারেন্স'-এর সভাপতিত্ব করতে গিয়ে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র প্রতি শানদার সৌজন্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ঃ

হযরত মাওলানা আহমদ রেযা নিছক ইখ্‌তিলাফী মাস্‌আলা সমূহের উপর লিখক কিংবা মুনাযারাকারী মা'মুলী ধরণের এমন কোন আলেম ছিলেন না, যাঁর কাজই শুধু মুনাযারাবাজি; বরং এমন কোন ইল্‌ম নেই, যাতে তিনি দক্ষতা ও খ্যাতি অর্জন করেন নি এবং তাতে আমাদের পূর্ববর্তী আলেমদের যেই ব্যাপক মর্যাদা ছিলো তা প্রদর্শন করেননি। হযরত ইমাম গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-কে দেখুন, আল্লামা ইবনে জুযী আলায়হির রাহ্‌মাহ্‌কে দেখুন! অন্যান্য বুযর্গদের দেখুন! আর তাঁদের পুস্তকগুলোও যেগুলো তাঁরা লিখেছেন।

আজকের বড় বড় প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবেও তাঁদের লিখিত কিতাবাদির তাফসীর ব্যাখ্যা করতে অক্ষম, যেগুলো ঐসব বুযর্গ একাই কোন আর্থিক সহায়তা ব্যতিরেকেই আঞ্জাম দিয়েছেন। আমাদের তাঁদের অবদানগুলো দেখে আশ্চর্য হয় যে, তাঁরা কীভাবে এসব অবদান রেখেছেন? কিন্তু বর্তমান যুগে হযরত শাহ আহমদ রেযা খানের সত্তা আমাদের সামনে একটা জ্ঞানগত নমুনা পেশ করেছে , যা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, যা কিছু আমাদের বুযর্গরা করেছেন, নিশ্চয় তা এমন কোন বিষয় নয় যে, তার উপর হতভম্ব হতে হবে কিংবা সন্দেহ প্রকাশ করা যাবে। সূফীগণের উক্তি 'আল ওয়াক্বত-আস্‌সায়ফু'। (অর্থাৎ সময় হচ্ছে তলোয়ার)। এ তলোয়ার এমনই যে, আপনি যদি তাকে ব্যবহার করেন, তবে স্বীয় শত্রুকেও তা দ্বারা দমিত করতে পারবেন; কিন্তু যদি সেটার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তবে ঐ তলোয়ার আপনাকে কেটে ফেলবে।

ঐসব বুযুর্গের প্রকৃত অবদান হচ্ছে এ'যে, তাঁরা সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন। দেখুন, তাঁদের জীবনের দিনগুলো এবং তাঁদের জীবনের বিভিন্ন সোপান! সেগুলো

এমনই সোপান নয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের সোপান থেকে পৃথক কিছু।

১৮৫৬ ইংরেজীতে আ'লা হযরত আলায়হির রাহ্‌মা'র জন্ম হয়েছে। প্রায় ৬৫ বছর বয়সে ইহকাল ত্যাগ করেন। এটা এমন এক বয়োঃকাল যে, সাধারণতঃ মানুষ এতটুকু জীবনকাল অতিবাহিত করে নেয়, কিন্তু যেভাবে ইনি আপন জীবনের দিন ও রাতের একেকটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং যে পন্থায় তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন, তার অনুমান এ কথা থেকে করা যায় যে, অন্ততঃ এক হাজার অপেক্ষাও বেশী সংখ্যক তাঁর লেখনী রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও বিভাগের সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর ব্যাপকতা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি ঐ সরকার-ই মুকাররাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আশেক ও গোলাম যাঁর ব্যাপকতাকে সমস্ত মানুষের জন্য 'সুন্দর ও উত্তম আদর্শ' সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেই ব্যাপকতা ও পূর্ণাঙ্গতা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পাওয়া যায়, যদি এর কোন ঝলক (আলোকচ্ছটা) তাঁর কোন গোলামের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তবে তা'তো কোন আশ্চর্যের কথা নয়। বস্তুতঃ এই পূর্ণাঙ্গতা ও ব্যাপকতা আমরা মাওলানা আহমদ রেযা খানের আদর্শ জীবনে দেখতে পাই। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এ' যে, এটা দেখে আশ্চর্য লাগে যে, যখনই তিনি সাদাসিধে কবিতা বলতে থাকেন তখন প্রথমেই ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ কবিতাই বলে ফেলেন। যেমন তাঁর এ প্রসিদ্ধ না'ত ঃ

سب سے اولیٰ واعلیٰ ہمارا نبی ۔ سب سے بالا و والا ہمارا نبی

কতই সাদা ও সরল! উর্দূ ভাষাভাষী একজন সাধারণ লোকও তাঁর একেকটা কথায় আপন হৃদয়ের তারকাকে নিজ ঝলকে আন্দোলিত হতে দেখতে পায়। আর যখন আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান আলায়হির রাহমাহ্ স্বেচ্ছায় কাব্য রচনায় নিজের পূর্ণতা দেখাতে চাইতেন তবে ছন্দে এমনই পূর্ণতা প্রদর্শন করতে পারতেন যে, তাঁর ঐ প্রসিদ্ধ না'ত, যা শুনে অন্ততঃ আমিও ধৈর্য ধারণ করতে পারিনা, যেমন তিনি বলেন ঃ

لم یأت نظیرك فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا
جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا

আশ্চর্য হয় যে, এ সত্ত্বাকে আল্লাহ্ তা'আলা কী পরিমাণ শব্দ চয়নের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। মনে হয় যেন সমস্ত শব্দ এমনই পরিপূর্ণ যাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্যাবলী সহকারে মুক্তার মালার আকারে গ্রথিত রয়েছে! যে শব্দকে যেখানে হুকুম দেয়া হয় সেভাবেই আংটির রিং-এর মতো দাঁড়িয়ে যায়; যেন ঐ স্থানের জন্যই ঐ শব্দটি বানানো হয়েছে।

সাধারণতঃ দেখা গেছে যে, যে সব ব্যক্তিত্ব কবিতা ও কবিত্বে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করে দেন, তাঁদের সাথে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক থাকে না। আর যাঁরা জ্ঞান চর্চায় মশগুল থাকেন, তাঁরা অধিকন্তু কাব্য চর্চার প্রেরণা থেকেও বঞ্চিত

হয়ে যান। কিন্তু আমরা মাওলানা আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মধ্যে উভয় বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ দেখতে পাই। কবিত্বের মধ্যেও তাঁর দক্ষতা ছিলো। তাঁর কাব্য 'হাদাইকে বখ্শিশ'-এর উভয় খণ্ড এ কথার উপর প্রমাণ বহন করে। আর জ্ঞানগত উচ্চ মর্যাদা দেখতে চাইলে মাওলানার শুধু ফতোয়াগ্রন্থের প্রথম খণ্ডটা (অর্থাৎ ফতোয়া রেযভিয়্যাহ্‌র ১ম খণ্ড)-এর আরবী ভূমিকাটি দেখে নেয়া হোক। তখন জ্ঞানী লোকেরা আমার এ কথাকে অতিশয়তা বা অতিরঞ্জন নয়, বরং বাস্তবতার দর্পণ বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়ে যাবেন। আর বলবেন, 'হাঁ তিনি তেমনি ছিলেন যেমন আমি বলেছি।'

(৪২)
কাযী শামসুদ্দীন দরবেশ

কাযী শামসুদ্দীন দরবেশ ফাযেলে মদ্রাসা-ই-আমীনিয়া; ছাত্র, মুফতী কেফায়তুল্লাহ্ দেহলভী; এজাযতপ্রাপ্ত খলীফা, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ফাযেলে দেওবন্দ, খানক্বাহ্ কান্দিয়াঁ শরীফ, মিয়ান ওয়ালী লিখেছেন ঃ

"ফতোয়া লিখন শাস্ত্রের এক সর্বজনমান্য নিয়ম হচ্ছে প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন অনুসারেই হওয়া। যেমন প্রশ্ন হবে জবাবও ঐ অনুসারে হবে। এ দিকে আ'লা হযরত বেরলভী কুদ্দিসা সিররুহু একাধারে তরীক্বতের শায়খও ছিলেন, শরীয়তানুযায়ী কার্য সম্পাদনকারী এবং চিকিৎসকও ছিলেন, শরীয়তের শিক্ষাদাতাও ছিলেন, বক্তা এবং খতীবও ছিলেন, অতিমাত্রায় ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাতেন। এমনই মনে হচ্ছে যেন তিনি দেওবন্দী আলেমদের কিতাবগুলো নিজে দেখেননি. বরং অন্য কেউ লিখে ফতোয়া প্রার্থী হয়েছে।★ আর আ'লা হযরত আলায়হির রাহমাহ্ প্রশ্ন অনুসারেই জবাব দিয়েছেন। হয়ত প্রশ্ন ভুল ছিলো কিন্তু জবাব (ফতোয়া) একেবারে শরীয়ত অনুযায়ী হয়েছে।" (৫৬)

(৪৩)
মৌলভী খান মুহাম্মদ সাহেব কান্দিয়া

দেওবন্দী চিন্তাধারার সংগঠন 'আলমী মজলিসে তাহাফ্‌ফুযে খতমে নবূয়ত' (আন্তর্জাতিক খতমে নবূয়ত প্রতিরক্ষা কমিটি), যা সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বোখারী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরবর্তিতে,

★ 'কাফির' ফতোয়া আরোপের ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ রেযা কুদ্দিসা সিররুহু অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি দেওবন্দী আলেমদের কিতাবগুলো নিজে পড়েছেন। বেয়াদবীপূর্ণ ইবারতগুলোর সংশোধনী দেয়া, প্রকাশ্যে তাওবা ও ঐসব উক্তি বর্জন করে সোজা পথে ফিরে আসার জন্য তাদের নিকট কতিপয় রেজিষ্ট্রিকৃত চিঠি ডাকে পাঠান। শুধু হাকীমে দেওবন্দ আশ্‌রাফ আলী থানভীর নামে অন্ততঃ ত্রিশটিরও বেশী চিঠি প্রেরণ করেন। (বিস্তারিতভাবে জানার জন্য মাওলানা পীর মাহমুদ আহমদ ক্বাদেরীকৃত মাক্বতুবাতে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী কুদ্দিসা সিররুহু, লাহোরে মুদ্রিত ১৯৮৬ ইং দেখুন!) এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন দেওবন্দী আলেমগণ একেবারে অনড় ও হঠ ধরে রইলো, তখন আ'লা হযরত বেরলভী আলায়হির রাহমাহ্ হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদা রক্ষার খাতিরে কোন কোন দেওবন্দী আলেমের কুফরী এবারতগুলোর উপর ভিত্তি করে কুফরের ফতোয়া আরোপ করে দিলেন।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জালন্ধরী ও মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী পরপর যার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন, আর বর্তমানে মাওলানা খান মুহাম্মদ সাহেব (সাজ্জাদানশীন, খানক্বাহ্-ই-সিরাজিয়াহ্, কান্দিয়া শরীফ মিয়ানওয়ালী)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ক্বাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাছাড়া অন্যান্য দেওবন্দী আলেমগণও ঐ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এ সংগঠনের তত্বাবধানে ক্বাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডনে এমন প্রচারপত্র এবং বই পুস্তকও প্রকাশ করা হয়ে থাকে, যেগুলোতে আ'লা হযরত বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এবং তাঁর সমমনা ওলামা কেরামের খিদমতগুলোর কথাও উন্মুক্ত মনে স্বীকার করা হয়।(৫৭)

আলমী মজলিসে তাহাফ্‌ফুযে খতমে নবূয়ত, নাসীম মনযিল, রেলওয়ে রোড, নানকানা সাহেব, জিলা শেখুপুর থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তকে 'সত্য বলা ও সৎসাহসিকতা' শীর্ষক অধ্যায়ে আ'লা হযরত বেরলভী আলায়হির রাহমাহ্'র খিদমতগুলোর প্রতি স্বীকৃতি এভাবে দেয়া হয়েছে–

শেষ যমানার নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর খতমে নবূয়ত-এর বিরুদ্ধে হামলা হতে দেখে মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী গর্জে উঠলেন। মুসলমানদেরকে মীর্যায়ী নবূয়তের বিষক্রিয়া থেকে বাঁচানোর জন্য ইংরেজদের যুলুম ও বর্বরতার যুগেও সত্যের পতাকা উড্ডীন করলেন এবং দুঃসাহসিকতার প্রদীপ জ্বালিয়ে নিম্নলিখিত ফতোয়া প্রকাশ করে দিলেন, যাঁর প্রতিটি কর্মই ক্বাদিয়ানী মতবাদের সোমনাথের উপর সুলতান মাহমুদের অস্ত্রের কঠোর আঘাত প্রমাণিত হলো। ক্বাদিয়ানীদের কুফরী আক্বাইদের ভিত্তিতে আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান বেরলভী মির্যায়ী ও মির্যায়ীদের নিমকখোরদের সম্পর্কে ফতোয়া দিলেন যে, ক্বাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরা মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী) ও মুনাফিক।'মুরতাদ্দ' ও 'মুনাফিক্ব' হচ্ছে তারাই, যারা মুখে ইসলামের কলেমা পড়ে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করলেও আল্লাহ্-আয্‌যা ও জাল্লা কিংবা আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অথবা কোন নবীর মানহানি করে কিংবা দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়াদি থেকে কোন একটারও অস্বীকারকারী হয়। তার যবেহকৃত প্রাণী নিছক নাপাক, মৃত ও অকাট্য হারামই। মুসলমানদের বয়কট করার কারণে ক্বাদিয়ানী সম্প্রদায়কে যারা মযলূম মনে করে এবং তাদের সাথে মেলামেশা বর্জন করাকে যারা যুলুম ও অন্যায় বলে জানে তারা ইসলাম থেকে খারিজ। আর 'যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির বলেনা সেও কাফির।' (আহকামে শরীয়ত ঃ ১১২ পৃঃ, ১২২ ও ১৭৭ পৃষ্ঠা, কৃত– আহমদ রেযাখান বেরলভী)। তিনি আরো বলেছেন যে, এমতাবস্থায় অকাট্য ফরয হচ্ছে– সমস্ত মুসলমান, তাদের সাথে জীবন ও মৃত্যুর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। অসুস্থ হলে তাদের অবস্থাদি জানতে চাওয়া হারাম।" মৃত্যু মুখে পতিত হলে তাদের জানাযায় শরীক হওয়া হারাম। তাদেরকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা

নোট ঃ 'আলমী মজলিসে তাহাফ্‌ফুযে খতমে নবূয়ত'-এর তত্বাবধানে প্রকাশিত রিসালাহ্ সাপ্তাহিক খতমে নবূয়ত, করাচী, ১৬-২২ শে অক্টোবর ১৯৮৭ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত ম্যাগাজিনের ২১ পৃষ্ঠায় আ'লা হযরত বেরলভী আলায়হির রাহমাহ্‌কে প্রকারান্তরে 'মুজাদ্দিদ' বলেও স্বীকার করা হয়েছে।

হারাম। তাদের কবরের পাশে যাওয়া হারাম। (ফতোয়া রেযাভিয়া ঃ ৫১ পৃষ্ঠা ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ কৃত-মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী) (৫৮)

(৪৪)
সৈয়দ মুহাম্মদ জাফর শাহ্ পাহ্লোয়ারী

'অসহযোগ আন্দোলন'-এর ঘোর সমর্থক এবং আ'লা হযরত বেরলভী আলায়হির রাহমাহ্'র চিন্তাধারার সাথে বিরোধকারী নদভী আলেমদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব জনাব মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ জাফর শাহ্ পাহ্লোয়ারী সাহেব 'চন্দ ইয়াদেঁ চন্দ তাআস্সুরাত' (কিছু স্মৃতি, কিছু প্রতিক্রিয়া)-শিরোনামে আ'লা হযরত আলায়হির রাহমাহ্ সম্পর্কে আপন খোদাভীরুতাপূর্ণ (ন্যায় সঙ্গত) মতামত প্রকাশ করেছেন। সৈয়দ সাহেবের দীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

"অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন ফাযেলে বেরলভীর প্রতি আমার কোন আকর্ষণই ছিলোনা। অসহযোগ আন্দোলনকারীরা তাঁর সম্পর্কে প্রচার করে রেখেছে যে, নাউযুবিল্লাহ! তিনি ইংরেজ সরকারের ভাতাভুক এজেন্ট। তাই তিনি নাকি অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে বাধ্য।.....

অসহযোগ আন্দোলনের জোশে এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের হুঁশই ছিলোনা। এ কারণে ঐসব মিথ্যা রটনাকে মিথ্যা ও বানোয়াট মনে করার প্রয়োজনই অনুভব করিনি। কিন্তু যখনই ক্রমশঃ অনুভূতি আসতে লাগলো, ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ও সংকীর্ণ মানসিকতা ক্রমশঃ হালকা থেকে হালকাতর হতে লাগলো, আর এখন জনাব ফাযেলে বেরলভী সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া ও ন্যায় সঙ্গত অভিমত হচ্ছে– "তিনি ইসলামী জ্ঞান– তাফসীর, হাদীস ও ফিক্বহে দক্ষতা সম্পন্ন ছিলেন। মান্তিক্ব, দর্শন ও অংক শাস্ত্রেও পূর্ণ দক্ষতা ছিলো তাঁর। তিনি ইশ্ক্বে রসূলের সাথে সাথে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এতই সজাগ ও যত্নবান ছিলেন যে, সামান্যতম বেয়াদবীও তিনি বরদাশ্ত করতে পারতেন না। কোন বেয়াদবীর যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বমূলক বিবেচনার কল্পনা করা ছাড়াই এবং কোন বড় থেকে বড়তর ব্যক্তিত্বের পরোয়া করা ব্যতিরেকেই তৎক্ষণাৎ ফতোয়া আরোপ করেই ছাড়তেন। এ ক্ষেত্রে কাফির সাব্যস্ত করার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কোন ফতোয়া তাঁর নিকট ছিলোনা। 'হুব্বে রসূল' বা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসায় তিনি এতই বিলীন ছিলেন যে, এর প্রভাবে তাঁর পক্ষে অতিরঞ্জিত করে বসাও অসম্ভব ছিলো না।.....★

হযরত ফাযেলে বেরলভীর মধ্যে হুব্বে রসূল ছিলো বলেই তিনি না'তের উত্তম পন্থা অবলম্বন করেছেন। না'ত বলার সময় কোন ছন্দই তিনি বাদ দেননি। তাই তা সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়ে যেতো।

★ *বাস্তবিক পক্ষে, তিনি কোন প্রকার সীমা লংঘনের উর্ধ্বে ছিলেন।* –বঙ্গানুবাদক

তাঁর 'ওসীয়ৎ নামা' আমি অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করেছি। ওটা তিনি তাঁর ওফাতের দু'ঘন্টা পূর্বে লিখিয়েছিলেন। কোন কোন শিক্ষিত লোককেও তা নিয়ে ঠাট্টা করতে দেখেছি। কেননা, তাতে পানাহারের বস্তুর তালিকা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা তিনি আপন বার্ষিক ফতেহার সময় বন্টন করার ওসীয়ৎ করেছিলেন। কিন্তু ঠাট্টাকারীদের দৃষ্টি এ বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছে যে, তিনি ঐ অজুহাতে এমনসব গরীব লোকদেরকে উপকৃত করতে চেয়েছেন, যারা ঐসব নি'মাত খুব কমই পেয়ে থাকে।" (৫৯)

(৪৫)
মৌলভী কাযী মাযহার হোসাঈন, চাকোয়াল

মাওলানা কাযী মাযহার হোসাঈন সাহেব (ইযাযতপ্রাপ্ত খলীফা, মৌলভী হোসাঈন আহমদ মাদানী, প্রতিষ্ঠাতা ও আমীর, তাহরীক-ই-খোদ্দাম-ই-আহলে সুন্নাত, পাকস্তিান)-ও স্বীয় লেখনীগুলোতে আ'লা হযরত বেরলভী আলায়হির রাহমাহ্র অবদানগুলোর কথা স্বীকার করেছেন। এখানে শুধু দু'টি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছেঃ

১) বেরলভী চিন্তাধারার পেশোয়া মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব মরহুমও হিন্দুস্থানে রাফেযী মতবাদের ফিৎনার পথরোধ কল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। রাফেযীদের আপত্তিগুলোর জবাবে রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা কেরামের দিক থেকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন কার্পণ্যই করেননি। 'মাতাম' শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা বেরলভীর ফতোয়া উদ্ধৃত হয়েছে। সাহাবা কেরামের মর্যাদা অস্বীকারকারীদের খণ্ডনে 'রদ্দুর রাফাযাহ্', 'রদ্দে তা'যিয়াদারী' এবং 'আল-আদিল্লাতুত্ তা'ইতাহ্ ফী আযানিল মুলা'ইতাহ্' ইত্যাদি তাঁর স্মৃতি স্মারক লেখনী। ওগুলোর মধ্যে সুন্নী-শিয়া বিরোধের দিক থেকে তিনি 'মাযহাবে আহলে সুন্নাত'কে পরিপূর্ণভাবেই রক্ষা করেছেন। (৬০)

২) বেরলভী চিন্তাধারার ইমাম জনাব মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব মরহুম রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দেওবন্দী শীর্ষ স্থানীয় আলেমদের চেয়েও কঠোর ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর একটা পুস্তিকা 'রদ্দুর রাফাযাহ্', যার প্রারম্ভেই "আবেদনের জবাবে তিনি লিখেছেন– রাফেযী তাবাররাঈ, যারা হযরাত শায়খাঈন– সিদ্দীক্বে আকবর ও ফারুক্ব-ই-আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে, এমনকি তাঁদের একজনের শানে পাকেও বেয়াদবী করে, যদিও শুধু এতটুকু যে, তাঁদেরকে সত্য খলীফা বলে মানেনা', নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি, হানাফী মাযহাবের ফিক্বহের সুস্পষ্ট বর্ণনাদি এবং সাধারণ আইম্মাহ্-ই-তারজীহ্ ও ফতোয়া'র বিশুদ্ধ বর্ণনাদির আলোকে, নিঃশর্তভাবে কাফির।" (৬১)

(৪৬)
ক্বারী আযহার নাদীম

ক্বারী আযহার নাদীম সাহেব তাঁর কিতাব 'শিয়ারা কি মুসলমান?' (کیا شیعہ مسلمان ہیں؟)-

এর মধ্যে আ'লা হযরত বেরলভী আলায়হির রাহমাহ্‌র লেখনীগুলো, বিশেষকরে, 'আহকাম-ই-শরীয়ত' এবং 'রদ্দুর রাফাযাহ্'-এর উদ্ধৃতিসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এক স্থানে সুস্পষ্ট শিরোনাম এভাবে দিয়েছেন ঃ

আধুনিক ও প্রাচীন শিয়া কাফির (جدید وقدیم شیعہ کافر ہیں) ঃ

ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত শাহ আমহদ রেযা খান বেরলভীর ফতোয়া।
....মুসলমানদের উপর এ ফতোয়াটা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ফরয। (৬২)

নোট ঃ আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য ক্বারী সাহেবের 'বাশারাতুদ্ দারাঈন বিস্ সব্‌রি আলা শাহাদাতিল হোসাঈন'-এর পৃঃ ১৩, ১৪, ৫৮, ৯৩, ৯৪, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১৫৪, ১৭০, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৯৬, ১৯৭, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৬, ২৫৫, ২৮২, ৪০৯, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮, ৪২১, ৪২২, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮ এবং 'মও'উদ-ই-খিলাফত-ই-রাশেদাহ্'' (লাহোরে মুদ্রিত)-এর পৃঃ ৭ ও ৮-এ দেখুন।

এখন দেওবন্দী চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত কিছু সংখ্যক সাংবাদিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীর মন্তব্যাদি লক্ষ্য করুন ঃ

(৪৭)
মুহাম্মদ আবদুল মজীদ সিদ্দিক্বী

জনাব মুহাম্মদ আবদুল মজীদ সিদ্দিক্বী (এডভোকেট, হাইকোর্ট, লাহোর) এক পুস্তকে প্রায় ১১৪ জন এমন ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ করেছেন, যাঁরা জাগ্রতাবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তিনি ৪৫ নং-এ আ'লা হযরত বেরলভী আলায়হি রাহমাহ্ সম্পর্কে আলোচনা এভাবে করেছেন ঃ

আলা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান যখন ২য় বার নবী (করীম) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা তৈয়্যবায় উপস্থিত হলেন, তখন দিদার লাভের একান্ত আগ্রহে 'মুয়াজাহ্ শরীফ'এ দরূদ শরীফ পড়তে রইলেন। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো যে, সরকার-ই-আবাদক্বরার আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম অবশ্যই তাঁর সম্মান বর্দ্ধিত করবেন এবং সামনাসামনি সাক্ষাতের মর্যাদা দান করে ধন্য করবেন। কিন্তু প্রথম রাতে অর্জিত হয়নি। অতঃপর তিনি একটা না'ত আবৃত্তি করলেন, যার প্রারম্ভ এভাবে–

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں ٭ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

এ না'ত শরীফ 'মুয়াজাহ্-ই-আক্বদাস' (আলা সাহিবিহা সালাতাওঁ ওয়া সালামান)-এ আরয করে অতি আদব সহকারে অপেক্ষমান ছিলেন। তখনই তাঁর সৌভাগ্যের সূর্য উদিত হলো। আপন আক্বা ও মাওলা সৈয়্যদে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামা তাস্‌লীমান্ কাসীরান কাসীরা)-কে

জাগ্রতাবস্থায় আপন কপালের চোখে দেখলেন এবং পবিত্র সাক্ষাতের-এ বিশেষ মহামূল্যবান সম্পদ ও বৃহত্তম অনুগ্রহ (নি'মাত) প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হলেন।"

(হায়াত-ই-আ'লা হযরত ৪৪ পৃষ্ঠা। 'সাওয়ানিহে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী' কৃত ঃ আল্লামা বদরুদ্দীন আহমদ রেযভী ক্বাদেরী ঃ ২৯০ পৃঃ, নূরী বুক ডিপো, দাতা দরবার, লাহোর-এর সামনে।)

"আ'লা হযরতের খান্দান মূলতঃ আল্লাহ্‌র ওলীর ঐতিহ্যবাহী খান্দান ছিলো। তাঁর প্রপিতা মুহাম্মদ সা'আদাত আলী খান সাহেবের ওফাত পর্যন্ত গোটা খান্দান কখনো ওলী শূন্য ছিলোনা। তিনি ১২৭২ হিজরীর শাওয়াল, মোতাবেক ১৪ই জুন ১৮৬৫ ইং রোববার যোহরের সময় বাঁশ বেরিলী শহরে (ইউ. পি, ভারত) জন্ম গ্রহণ করেন। শুধু চৌদ্দ বছর বয়সে দ্বীনী ও দর্শন শিক্ষা সমাপ্ত করে চূড়ান্ত সনদ লাভ করলেন। ৫০টি বিষয়ে তিনি বই পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁর সম্মানিত পিতা মাওলানা নক্বী আলী খান এবং দাদা হযরত মাওলানা রেযা আলী খান তাঁকে ছোটবেলা থেকে শিক্ষিত করে তোলেন। [তিনি শায়ের (কবি) ছিলেন।] তাঁর কবিত্বের পুরাটাই রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম-এর 'না'ত (প্রশংসা)-এর জন্যই ছিলো। বিরুদ্ধবাদীরাও এ কথা স্বীকার করে থাকেন। ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী সনে বরকতময় জুমার দিন তাঁর বেসাল হয়। বেরিলীতে তাঁর রওযা। অগণিত সৃষ্টির সেখানে সমাগম হয়।"(৬৩)

(৪৮)
জনাব এনায়ত উল্লাহ্ সাহেব

'তাজ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব এনায়ত উল্লাহ্ সাহেব লিখেছেন ঃ

আ'লা হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান সাহেব বেরলভী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি-কে পাক-ভারতের মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা বড় (সংখ্যাগরিষ্ঠ) দল অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত-এর পেশোয়া হিসেবে মান্য করা হয়। ঐ অনুসারে তাঁর 'তরজমা' (ক্বোরআন পাকের অনুবাদ) সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে সীমাহীন পছন্দনীয়। তাজ কোং এ অনুবাদগ্রন্থ বিভিন্ন সাইজে বিভিন্ন ধরণের কাগজে প্রকাশ করেছে। (৬৪)★

★ এ অধম খাকসার এ 'অনুবাদ গ্রন্থ' (কান্‌যুল ঈমান)-এর বঙ্গানুবাদ, তৎসঙ্গে দু'টি প্রসিদ্ধ তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' ও 'নূরুল ইরফান' (পৃথকভাবে) মনোরম অবয়বে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছি। দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী কিংবা সরাসরি আমার এ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করা যায়। –বঙ্গানুবাদক

(৪৯)
শূরেশ কাশ্মীরী (সম্পাদক, চটান, লাহোর)

'খতমে নবূয়ত' আন্দোলন চলাকালে, খুব সম্ভব ১৯৭৪ ইংরেজীতে দেওবন্দী চিন্তাধারার মাদ্রাসা 'ইশা'আতুল ইসলাম', আটক-এ মাওলানা গোলাম উল্লাহ্ খান এবং অন্যান্য দেওবন্দী আলেমদের উপস্থিতিতে ভরপুর সাধারণ জলসায় আগা শূরেশ কাশ্মীরী সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন ঃ

'খতমে নবূয়ত' আন্দোলনে দেওবন্দী আলেমদের খেদমতগুলো উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বেরলভী চিন্তাধারার ওলামা ও মাশাইখের অবদানগুলোকে ভুলে বসাও হবে নীরেট অন্যায়। মীর্যায়ী ফিৎনার বিরুদ্ধে আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং পীর সৈয়দ মেহের আলী শাহ গোলড়ভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির অবদানকে ভুলে বসা ইতিহাসকে উপেক্ষা করার নামান্তর মাত্র; বরং তাঁদের খিদমতকে সবসময় স্মরণ রাখা উচিত। (৬৫)

(৫০)
ডঃ এইচ. বি. খান (হাফেয বাবর খান)

১) মৌলভী আহমদ রেযা খান বেরলভী (আলায়হির রাহমাহ্) ১৪ই জুন ১৮৫৬ ইং বেরিলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের তদানীন্তন প্রতীভাধর আলেমদের অন্যতম ছিলেন। আল্লামা ইকবাল (আলায়হির রাহ্মাহ্)-ও তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতা ও ফিক্হ্শাস্ত্রে দক্ষতার কথা স্বীকার করতেন। আল্লামা ইকবাল (আলায়হির রাহমাহ্) তাঁর সম্পর্কে আরো বলেছিলেন, "যদি মাওলানা বেরলভী (আলায়হির রাহমাহ্)-এর স্বভাবে কঠোরতা ও আপোষহীনতা না থাকতো তবে তিনি আপন যুগের ইমাম আবূ হানীফা হতেন।"

২) মৌলভী আহমদ রেযা খান বেরলভী (আলায়হির রাহমাহ্)-ও অসহযোগ আন্দোলনের ফতোয়ায় দস্তখত করতে অস্বীকার করেছিলেন। মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী নিজেরাই মৌলভী আহমদ রেযা (আলায়হির রাহমাহ্)-এর নিকট ঐ ফতোয়ায় দস্তখত লাভের জন্য গিয়েছিলেন। তখন মৌলভী আহমদ রেযা খান (আলায়হির রাহমাহ্) বললেন, "আমাদের রাজনীতি ভিন্ন ধরণের। তা হচ্ছে এই– 'আপনারা হলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষপাতি ও সমর্থক। আর আমি হলাম এরই বিরোধী। আমি স্বাধীনতার বিরোধী নই।" (৬৬)

(৫১)
হাকীম মুহাম্মদ সা'ঈদ দেহলভী

হাকীম মুহাম্মদ সাঈদ দেহলভী (চেয়ারম্যান, হামর্দদ ফাউন্ডেশন) আ'লা হযরত বেরলভী

(আলায়হির রাহমাহ্)-এর ভূয়সী প্রশংসা করে বহু নিবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘায়িত হবার ভয়ে তা থেকে কয়েকটা মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

১) মাওলানা আহমদ রেযা খানের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। তাঁর জ্ঞানগত, ধর্মীয় ও জাতীয় অবদানগুলোর পরিধি খুবই প্রশস্ত। ..... তাঁর লেখনীগুলো আমাদের জন্য অতি মূল্যবান উত্তরাধিকারের মর্যাদা রাখে। (৬৭)

২) ইসলামী চিন্তাধারা ও অনুভূতিকে ব্যাপকতা দান ও লাগামহীন যিন্দেগীকে দ্বীনের সান্নিধ্যে আনার ক্ষেত্রে তিনি যেই ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদন করেছেন তা কখনো ভুলে যাবার মতো নয়। তাঁর নিষ্ঠা ও তাঁর জোশ কার্যক্ষেত্রে সবকদাতা। তাঁর লেখনীগুলোর জ্ঞানগত গভীরতা পূর্ববর্তীদের জ্ঞান সমুদ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (৬৮)

৩) মাওলানার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও স্বতন্ত্র অবদান হচ্ছে– তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম-এর ইশ্ক্কে একটি অদম্য শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে মুসলমানদের হৃদয়মনকে ঐ প্রেরণা দ্বারা আবাদ করে দিয়েছেন। (৬৯)

৪) মাওলানা শরীয়ত ও তরীক্বতের রহস্যাদি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। একদিকে তাঁর 'ফতোয়াগুলো' (ফতোয়া রেযভিয়া) আরব ও আরবের বাইরের দেশগুলোতে জ্ঞানগত ও ধর্মীয় সুক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। আর অন্যদিকে ইশ্ক্বে রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম) তাঁর 'না'তিয়া শায়েরী' (রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসায় কাব্য রচনা)-কে উচ্চ মানের চিন্তাধারা ও জ্ঞানের শীর্ষে পৌঁছিয়েছিলেন। (৭০) ★

৫) আমার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এ যে, তিনি আপন জ্ঞানগত ব্যাপকতা ও পূর্ণতার কারণে পূর্ববর্তী আলেমদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। আমার অন্তরে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রেরণা রয়েছে। (আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি।) (৭১)

(৫২)
প্রফেসর খালেদ শব্বীর আহমদ দেওবন্দী

প্রফেসর খালেদ শব্বীর আহমদ দেওবন্দী ফয়সল আবাদী আ'লা হযরত বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির 'মির্যায়ী' মতাবাদের খণ্ডনে আরোপিত ফতোয়াও (আস্ সূ-উল ইক্বাব আলাল মসীহিল কায্যাব) সম্পর্কে স্বীয় মতবাদ প্রকাশ করেছেন এভাবে ঃ

"মাওলানা আহমদ রেযা বেরলভীর নাম কে না জানে? জ্ঞান, মর্যাদা ও খোদা

★ *নোট ঃ বিস্তারিত জানার জন্য 'বার্ষিক মা'আরিফে রেযা' (করাচী ১৯৮৯)'-তে প্রকাশিত উক্ত লিখকের নিবন্ধ 'আহমদ রেযার স্বভাবগত অন্তর্দৃষ্টি' দেখুন!*

ভীরুতায় তিনি এক বিশেষ মর্যাদারই অধিকারী। নিম্নে তাঁর একটা ফতোয়া (আস্ সূ-উল ইক্বাব আলাল মসীহিল কায্যাব-১৩২০ হিঃ) উল্লেখযোগ্য। তাতে তিনি মির্যা সাহেবেকে ক্বোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি ও যুক্তির নিরীখে কাফির বলে প্রমাণ করেছেন। এ ফতোয়া থেকে যেখানে মাওলানার পূর্ণ জ্ঞানের দিক অনুভূত হয়, সেখানে মির্যা গোলাম আহমদের কুফরী সম্পর্কে এমন এমন প্রমাণও সামনে এসে যায় যে, যার পর কোন বিবেকসম্পন্ন লোক মির্যা সাহেবের ইসলাম ও তাঁর মুসলমান হবার কল্পনাও করতে পারেনা।" (৭২)

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

"নিম্নলিখিত ফতোয়া ও তাঁর জ্ঞানগত ক্ষমতা, ফিক্বহ্ শাস্ত্রে দক্ষতা এবং ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টির এক ঐতিহাসিক কীর্তি। তাতে তিনি মির্যা গোলাম আহমদের কুফরকে খোদ্ তার দাবীগুলোর ভিত্তিতে অতীব গ্রহণযোগ্য প্রমাণ সহকারে নির্ণয় করেছেন। ঐ ফতোয়া মুসলমানদের এমনই জ্ঞানগত ও গবেষণালব্ধ ভাণ্ডার যা নিয়ে মুসলমানগণ যতই গৌরব করুক না কেন তা অপ্রতুলই থেকে যাবে।" (৭৩)

আ'লা হযরতের শিক্ষা ও শিক্ষাদান প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"পুঁথিগত জ্ঞানার্জন শেষ করার পর তিনি গোটা জীবন লেখনী ও শিক্ষা দানের মহান ব্রত পালনেই অতিবাহিত করেন।

মৌলভী সাহেব অন্ততঃ পঞ্চাশটি বিষয়ে গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। সেগুলো তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতার সবাক প্রতিচ্ছবিই। শিক্ষাদানের ময়দানেও অগণিত শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁদের মধ্যে তো এমন কিছু আলেমও রয়েছেন যাঁরা জ্ঞানের সমুদ্রই ছিলেন। (৭৪)

কাব্য রচনায়ও তিনি দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। বিশেষ করে না'ত রচনায় ও আবৃত্তিতে তিনি প্রথম সারির না'ত রচয়িতা ও আবৃত্তিকারী শায়েরদের মধ্যে পরিগণিত। তাঁর কবিতার একটা শ্লোক রয়েছে, যাতে তিনি বলেন ঃ

قرآں سے میں نے نعت گوئی سیکھی

(ক্বোরআন থেকেই আমি না'ত রচনা ও আবৃত্তি শিখেছি।) এমনিতে তিনি প্রত্যেক ধরণের কাব্য রচনায় দক্ষ ছিলেন। কিন্তু যেই ধরণ ও মাধুর্য তাঁর না'তে রয়েছে তা অন্য কোন প্রকারের মধ্যে অনুপস্থিত; বরং বাস্তবতা হচ্ছে যে, তাঁর সাধারণ কবিত্বেও প্রতিটি ক্ষেত্রে না'তের ঝলক পরিলক্ষিত হয়। (৭৫)

দেশের রাজনীতিতেও তিনি এবং তাঁর সম-আক্বীদার সম্মানিত আলেমগণ বিশেষ ও উত্তম পন্থায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২০ ইং সালে খেলাফত আন্দোলনের পর যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলো, তখন মৌলভী আহমদ রেযা খান সেটার বিরোধিতা করলেন। কেননা, তাঁর মতে, কাফির ও মুশরিকদের সাথে মিলেমিশে

এবং তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনীতি করার ফলশ্রুতি অতি বিপজ্জনক হবারই সম্ভাবনা ছিলো। (৭৬)

মৌলভী আহমদ রেযা খান সাহেবের লেখনীর পরিধি ছিলো খুবই প্রশস্ত। তাঁর লিখিত গ্রন্থ পুস্তকের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী ছিলো। শুধু ৩১ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ে তাঁর লিখিত পুস্তাকাদির সংখ্যা পচাত্তরে পৌঁছে গিয়েছিলো। ফতোয়া প্রণয়নে তিনি ছিলেন বিশেষ দক্ষতা ও পূর্ণতার অধিকারী। (৭৭)

(৫৩)
ডঃ সালেহ আবদুল হাকীম শরফুদ্দীন

ডঃ সালেহ আবদুল হাকীম শরফুদ্দীনের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'ক্বোরআনে হাকীমকে উর্দু তরাজুম; (ক্বোরআন হাকীমের উর্দূ অনুবাদসমূহ)-এর মধ্যে আ'লা হযরত বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির 'তরজমা-ই-ক্বোরআন' (কান্যুল ঈমান)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী ছাড়াও তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও বহু কিছু লিখেছেন। তা থেকে কিছুটা নিম্নে পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হলো ঃ

বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে লিখিত প্রসিদ্ধ তরজমাগুলোর মধ্যে মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভীর 'তরজমা'ও রয়েছে। (৭৮) মাওলানার উন্নত ধীশক্তি ও জ্ঞান তাঁর 'তরজমা' থেকে অতি সুস্পষ্ট। (৭৯)

মাওলানা আহমদ রেযা খানের অনুবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর সমকালীন অনুবাদকদের অনুবাদগুলোর চেয়ে বহু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ (৮০) আশ্চর্যের বিষয় হলো– এ তরজমাটা হচ্ছে শব্দগত আবার পরিভাষা ভিত্তিকও। এভাবে শাব্দিক ও পারিভাষিক উভয় দিকের সুন্দরতম মিশ্রণ তাঁর তরজমার খুবই বড় বৈশিষ্ট্য। অতঃপর তিনি তরজমা করতে গিয়ে বিশেষ করে নিজের উপর একথাও অপরিহার্য করে নিয়েছেন যে, অনুবাদ অভিধানের অনুরূপ হবে। শব্দগুলোর বহুবিধ অর্থ থেকে এমন এমন অর্থও নির্বাচিত হবে, যেগুলো আয়াতের পূর্বাপর বচনগুলোর সাথেও সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী অত্যন্ত মেধাবী, সৎকর্ম পরায়ণ, সর্বোপরি জ্ঞান সমুদ্র ছিলেন। গোটা ভারতে তার সমতূল্য আলেম ও মুফাস্সির খুব কমই গত হয়েছেন। তাঁর তরজমায় তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণতা ও সরলতা বিদ্যমান। পরবর্তী তাফসীরকারকগণ ঐ তরজমার পার্শ্ব ও পাদটীকাগুলোতে অতিরঞ্জিত এবং কার্পণ্য (কমবেশী) করেছেন। ★ কিন্তু এতে করে মাওলানার শান ও জ্ঞানের কোন ক্ষতি হয়নি। (৮১)

মাওলানা আহমদ রেযা বহু গ্রন্থ-পুস্তকের প্রণেতা। (৮২)

★ এটা মন্তব্যকারীর নিজস্ব মত বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঐ তরজমার কোন টীকায় আপত্তিকর কিছু সন্নিবিষ্ট হয়নি; বরং যথাস্থানে ঐ তরজমার সার্থকতাকেই প্রমাণিত করা হয়েছে। – বঙ্গানুবাদক

একজন সুদক্ষ গদ্য রচনাকারী ছাড়াও মাওলানা উচ্চরুচি সম্পন্ন কবিও ছিলেন। উর্দু ভাষার ইতিহাস গ্রন্থগুলো তাঁর প্রতি বড়ই যুলুম করেছে, এ প্রসঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ করেনি। তাঁর সুপ্রশস্ত উদ্যান ছিলো– না'ত রচনা ও আবৃত্তি ঃ

کروں مدح اہل ودل رضا پڑے اس بلا میں مری بلا
میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ نان نہیں

বাস্তবিকই তাঁর না'তগুলো পড়লে অপূর্ব স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায় ঃ

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں
یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

অর্থাৎ ঃ "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যের পূর্ণতা এমনই যে, সেখানে কোন কালিমার কল্পনাও করা যায়না। এটা হচ্ছে এমনই তাজা-ফুটন্ত ফুল, যা কখনো ফ্যাকাশে হয় না। এটা হচ্ছে এমনই জলন্ত প্রদীপ, যেখানে (শুধু আলো আর আলো) ধোঁয়া ('র নাম গন্ধও) নেই।"

তাঁর কাব্যে গভীর ভাবার্থের সাথে সাথে কবিত্ব ও কাব্য রচনার যাবতীয় বৈষয়িক বৈশিষ্ট্য এবং মর্মস্পর্শকারী উপাদান মওজুদ রয়েছে। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں
نہیں ھندیں واصف شاہ ہدی مجھے شوخی طبع رضا کی قسم

মাওলনা আহমদ রেযার না'ত রচনা ও আবৃত্তির উপর আলোচনা একটা সশরীর স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুই। তিনি বহু কিছু লিখেছেন এবং খুব ভালই লিখেছেন। (৮৩)

সারকথা হচ্ছে এ যে, মাওলানা আহমদ রেযা খান জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। দ্বীনী, উদ্ভূতিগত, যুক্তি, দর্শন ও তর্ক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ফক্বীহ্ হিসেবে তাঁর স্থান ছিলো বহু উর্ধ্বে।(৮৪)

(৫৪)
কাযী ইহ্সানুল হক ও সৈয়দ আবূ আহমদ সাজ্জাদ বোখারী

মৌলভী গোলাম উল্লাহ্ খান পাঞ্জাবীর স্থলাভিষিক্ত কাযী ইহ্সানুল হকের তত্বাবধানে এবং সৈয়দ আবূ আহমদ সাজ্জাদ বোখরীর পরিচালনায় 'আশেক্বানে মোস্তফা! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম) তোমাদের অহমিকা গেলো কোথায়?' শিরোনামে একটি 'রিসালাহ্' (পুস্তিকা) প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভীর একটা ফতোয়া 'রদ্দুর রাফাযাহ্'-এর শেষাংশ এভাবে লিখা হয়েছে ঃ

রিসালতাশ্রয় হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলা আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর প্রতি শত্রুতা পোষণকারীদের প্রসঙ্গে আ'লা হযরত

ফাযেলে বেরলভীর ফতোয়া ঃ

'মোটকথা, ঐসব রাফেযী তাবাররাঈ (শিয়া সম্প্রদায়) সম্পর্কে অকাট্য ও সর্বসম্মত বিধান এ যে, তারা সাধারণতঃ মুরতাদ্দ। তাদের হাতের যবেহকৃত পশু মৃত (হারাম)। তাদের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া শুধু হারামই নয়, বরং নীরেট যিনা। আল্লাহ্র পানাহ্! রাফেযী বর ও কনে মুসলমান– এমতাবস্থায় আল্লাহর কঠোর ক্রোধেরই কারণ। আর যদি পুরুষ সুন্নী হয় এবং স্ত্রী হয় ঐ নাপাকদের কেউ– তখনও অবশ্যই বিবাহ শুদ্ধ হবে না। নীরেট যিনাই হবে। সন্তান হবে জারজ। সে পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে অংশ পাবে না। যদিও সন্তানগুলো পরে সুন্নীও হয়, তবুও শরীয়ত মতে, জারজ সন্তানের পিতা কেউই নয়। নারীটি না ত্যাজ্য সম্পত্তির হিস্সার উপযোগী হবে, না মহরের। ব্যভিচারীনী মহরের উপযোগী নয়। রাফেযী তার কোন নিটকাত্মীয়ের, এমনকি পিতা, পুত্র, মাতা এবং কন্যারও ত্যাজ্য সম্পত্তি পেতে পারে না। সুন্নীতো সুন্নীই, কোন মুসলমান বরং কোন কাফিরেরও এমনকি নিজে তার একই ধর্মাবলম্বী রাফেযীর ত্যাজ্য সম্পত্তিতেও তার মূলতঃ কোন অধিকারই নেই। তাদের নারী-পুরুষ, সাধারণ মুর্খ লোক– কারো সাথে মেলামেশা করা, সালাম দেয়া-নেয়া ও কথাবার্তা বলা– সবই জঘন্য পাপ, কঠোরভাবে নিষিদ্ধ (জঘন্যতম হারাম)। যে ব্যক্তি তাদের অভিশপ্ত আক্বীদা সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে মুসলমান জানে, কিংবা তাদের কাফির হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করে, সে ব্যক্তি, দ্বীন-ইসলামের সমস্ত ইমামের সর্বসম্মত অভিমতানুসারে নিজেও কাফির এবং বে-দ্বীন। তার এ ক্ষেত্রেও ঐসব বিধান প্রযোজ্য, যেগুলো ওদের বেলায় প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানদের উপর ফরয যেন তাঁরা এ ফতোয়াটা গভীর মনযোগ সহকারে শুনে এবং সেটা অনুসারে আমল করে সাচ্চা মুসলমানে পরিণত হয়।

তাওফীক্ব আল্লাহ্র কুদরতের হাতে। তিনি পবিত্র ও মহান। তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী, তাঁর জ্ঞান পূর্ণতম ও হিকমতময়।

এটা লিখেছে তাঁর গুনাহ্গার বান্দা আহমদ রেযা বেরলভী।

রদ্দুর-রাফাযাহ্ ঃ ৩২ পৃষ্ঠা। (৮৬)

এ ফতোয়ার উপর পর্যালোচনা করে কাযী ইহসানুল হক সাহেব লিখেছেন ঃ

আহলে সুন্নাত (সুন্নী) ভাইয়েরা! আপনারা আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর উপরোল্লেখিত ফতোয়া প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু এর প্রতিচ্ছবির বেদনাদায়ক দিক হচ্ছে এই যে, নিজেকে আহলে সুন্নাতের গৌরব, বেরলভী ইত্যাদি বলে পরিচয়দাতা কোন আলেম (জ্ঞানী-গুণী) শুধু শিয়াদের সাথে মেলামেশা ও সামাজিক সম্পর্কই বজায় রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকাই পালন করছেন না, বরং তাদের জলসা-মজলিস ও

কন্‌ফারেন্সের বিশেষ আকর্ষণও হয়ে থাকেন। আর খোমেনীর মতো ..... এবং ..... মানুষ প্রকাশ্যভাবে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আপন মিশনে অকৃতকার্য (!) বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, ('ইত্তেহাদ ও একজেহেতী' শীর্ষক প্রচারপত্রের বরাতে। প্রকাশক, 'খানা ফরহাঙ্গে ইরান', মুলতান) তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন' উপাধী দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আ'লা হযরত বেরলভী কুদ্দিসা সিরুরুহু এমন সব আলেমকে 'বদ-মাযহাব' ও 'জাহান্নামী' লিখেছেন। (৮৭)★

অনুরূপভাবে, মাসিক ম্যাগাজিন 'তালীমুল কোরআন'-এর অপর এক সংখ্যায় মুফ্‌তী গোলাম রসূল সাহেবের নিবন্ধ 'নামাযের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়' সম্পর্কে আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর মাযহাব' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এ নিবন্ধটি নয় পৃষ্ঠার পরিসরে প্রকাশ করা হয়। সেটার একটা মাত্র উদ্ধৃতি দেখুন ঃ

> *"জিজ্ঞাস্য বিষয়ে নামাযের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ব্যক্তিগত মাযহাব (অভিমত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত (মাযাহাব) নিজ গঠিত কোন মাযহাব বা অভিমত নয়, বরং উল্লেখিত বিষয়ে তাঁর মাযহাব হচ্ছে সেটাই, যা তাঁর স্বাধীন ইমামে মুজতাহিদ ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হিরই।" (৮৮)*

(৫৫)
মৌলভী মুহাম্মদ আকরাম সাহেব ও হাফেয আবদুর রায্‌যাক্ব (এম. এ.)

মৌলভী মুহাম্মদ আক্‌রাম সাহেব (পৃষ্ঠপোষক, দারুল ইরফান, মানারাহ্, ঝিলাম)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং হাফেয আবদুর রায্‌যাক্ব (এম. এ.)-এর পরিচালনায় প্রকাশিত মাসিক 'আল-মুরশিদ' (চাকোয়াল)-এর মধ্যে আবূ সাঈদ-এর নিবন্ধ 'না'ত-ই-রসূল-ই-মাক্‌বূল' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আ'লা আলিহী ওয়াসাল্লাম প্রকাশিত হয়। তাতে আ'লা হযরত বেরলভী আলায়হির রাহ্‌মাহ্‌র বরকতময় উল্লেখও রয়েছে ঃ

؎ دراصل ہے وہی حسرت ٭ سنتے ہی دل میں اتر جائے ۔

হৃদয়বান, আবেগবান এবং পবিত্রাত্মা লোকদের না'তগুলোতে এ প্রভাব অবশ্যই পাওয়া যায়। ঐসব না'ত পাঠ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভালবাসা অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে যায়; হোক না তা যে কোন পর্যায়ের। ঐ পর্যায়ের

★ *নোট ঃ শিয়া-সমর্থক ও তাদের সহযোগিতাকারী তথাকথিত আলেমদেরকে 'সুন্নী-বেরলভী' বলা শুধু বোকামী ও মুর্খতাই নয়, বরং আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আতকে অপমানিত করারই নামান্তর মাত্র– (সাবের)*

সীমাবদ্ধতা নির্ভর করে পাঠকদের নিষ্ঠার উপর। এখন আমরা তেমনি কিছু শ্লোকের অবতারণা করছি ঃ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا ٭ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے، دریا تیرا

মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী (১৩৪১ হিঃ)

(৫৬)
আলহাজ্ব যহুর হোসাঈন

'ইদরাহ্-ই-ইসলামিয়া কামালিয়া' টোবাটেক সিংহ-এর তত্বাবধানে প্রকাশিত এক পুস্তকে লিখা হয়েছে–

> *বাস্তবিক পক্ষে, ফাযেলে বেরলভী মুসলমানকে 'কাফির' বলে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অতীব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। সুতরাং এক ব্যক্তি মুসলমানকে কাফির বলা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন–*
>
> *"গালি-গালাজের সুরে বললে কাফির হয়নি, গুনাহ্‌গার হয়েছে। আর যদি 'কাফির' জেনে কাফির বলে, তবে কাফির হয়েছে।" (মলফূয ঃ ৩য় খন্ড ঃ ১২শ' পৃষ্ঠা)*
>
> *'কাফির ফতোয়া' আরোপের ক্ষেত্রে ফাযেলে বেরলভীর সতর্কতাবলম্বনের কার্যতঃ দৃষ্টান্তের অনুমান এ থেকে করা যায় যে, মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর কিছু কিছু ইবারতের (বচন-বক্তব্য) উপর তিনি কঠোরভাবে পাকড়াও করেছেন। আর এ পরম্পরায় তিনি পুস্তকও প্রণয়ন করেছেন– 'সুবহানুস্ সুব্বূহ আন আয়বি কাযিবিম মাক্‌বূহ'। পরিশেষে এটাই লিখেছেন ঃ 'সতর্কতা অবলম্বনকারী আলেমগণ তাদেরকে কাফির বলেন না। এটাই বিশুদ্ধ।' এভাবে অন্য এক পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ "আমাদের মতে, সতর্কতা অবলম্বনের স্থানে 'ইকফা' (অর্থাৎ কাফির বলা থেকে রসনাকে বিরত রাখা)ই গৃহীত, পছন্দনীয় ও যথাযথ' (আল কাওকাবাতুশ্ শিহাবিয়াহ্' ঃ ১৮৯৮ ইং) এই বিষয়বস্তুর উপর 'সাল্লিস্ সুয়ূফিল হিন্দিয়াহ্', 'ইযালাতুল 'আর', 'আন্‌হাউল বর্‌বী' ইত্যাদি পুস্তকও লিখেছেন।*
>
> *বিভিন্ন বরাত-উদ্ধৃতি পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও গবেষণা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ফাযেলে বেরলভী বসে বসে শুধু শুধু কাউকে কাফির বলতেন না।*

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!

আপনারাতো প্রত্যক্ষ করলেন যে, আ'লা হযরত আ'যীমুল বরকত, মহা মর্যাদাবান, রিসালত-প্রদীপের পতঙ্গ, চলতি শতাব্দির মুজাদ্দিদ শাহ্ ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু)'র ব্যক্তিত্ব এমনই মহান ও মাহাত্ম্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব যে, আপনতো আপনই,

বিরোধীরাও তাঁর জ্ঞানগত মহত্বের সামনে অনুগত বেশে বিরোধিতার মস্তককে অবনত করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁরা নিজেদেরই যোগ্যতানুসারে ঐ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করেছেন।

মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, এভাবে সমস্ত ছোট-বড় দেওবন্দী বরং আরবীয় ও অনারবীয় আলেমগণও আমাদের ইমাম, ইমামে আহলে সুন্নাতের জ্ঞান-সাগর ও ধর্মীয় জ্ঞানগভীরতার কথা স্বীকার করেছেন।

> *একবার সদরুল আফাযিল সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদ আবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমামে আহলে সুন্নাতের দরবারে আরয করলেন– 'হুযূর নম্রভাবে ওহাবী-দেওবন্দীদের খণ্ডন করুন।' তখন মাওলানার এ কথা শুনে অশ্রুসজল নয়নে বললেনঃ*
>
> *"মাওলানা! কাম্য তো ছিলো এটাই– যদি আহমদ রেযার হাতে তরবারি হতো! আর আমার আক্বা ও মাওলা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শানে গোস্তাখীকারীদের গর্দানগুলো (আমার নাগালের মধ্যে) হতো! তখন আমার নিজের হাতে ঐসব বেয়াদবের গর্দান মেরে দিতাম।*
>
> *কিন্তু তলোয়ার চালানো তো আমার ক্ষমতাধীন ব্যাপার নয়। হাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা কলম দান করেছেন। আমি কলম দ্বারা কঠোরভাবে ঐসব বে-দ্বীনের খণ্ডন এজন্যই করছি যেন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর শানে অশালীন মন্তব্যকারীদের মনে তাদের কঠোর বিরোধিতা দেখে আমার উপর ক্রোধের সঞ্চার হোক! তারপর (সেই ক্রোধের আগুনে) জ্বলে পুড়ে আমাকে গালি দিতে থাকুক! এতে করে, তারা আমার আক্বা ও মাওলার শানে অশালীন বকাবকি করতে ভুলে যাবে, এভাবেই আমার ও আমার পিতৃ-পুরুষদের সম্মান-সম্ভ্রম হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্বের জন্যে উৎসর্গ হয়ে যাবে।" (সাওয়ানিহে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী)*

সুবহানাল্লাহ্! ক্বোরবান হয়ে যাই– আ'লা হযরতের ইশ্‌ক্বে রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর! তিনি রসূলের মান-সম্মানের কেমনই সংরক্ষক ছিলেন! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকেও তাঁর সেই কঠোরতার কিছুটা ছিটকে দান করুন! (আমীন!)

পরিশেষে, ঐসব লোকের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি, যাঁরা সরকারী উঁচু পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছেন, বা পৌঁছতে পারেন, অথবা যাঁরা নিজেদের বন্ধু-বান্ধবের পরিধিতে কিছু করার যোগ্যতা কিংবা ক্ষমতা রাখেন, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এখনো সময় আছে, ইতিহাস ও ইতিহাসবেত্তাগণ ইমামে আহলে সুন্নাতের সাথে যেই অন্যায়-অবিচার করেছেন, আল্লাহ্‌রই ওয়াস্তে, তার প্রতিকার করুন!

বড়ই দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যে, ইতিহাসের পাতাগুলোতে যেখানেই নজর বুলান, সেখানে দেখতে পাবেন যে, ঐসব লোককে হিরু বানিয়ে দেখানো হয়েছে, যারা রসূলে পাকের শানে প্রকাশ্যে বেয়াদবী করেছে, যারা তদানীন্তনকালীন পাকিস্তান তথা মুসলমানদের জন্য আলাদা

রাষ্ট্রের অস্থিত্বের বিরোধিতা করেছে।* অথচ তখনই ইসলামী বিশ্বের এমনই মহান ব্যক্তির প্রতি এমনই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হয়েছে যে, তার উদাহরণ অন্য কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া মুশকিল ব্যাপার।' ন্যায় বিচারকে এর চাইতে নিষ্ঠুরতম হত্যা আর কি হতে পারে? যাঁর একেকটা শ্লোক স্বর্ণ খচিত করে রাখার উপযোগী, তাঁরই কোন না'ত বা কবিতা কোন পাঠ্য পুস্তকেই পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভূক্তই করা হলো না! এর চাইতে ঘন তমসা আর কি হতে পারে? যেখানে পাঠ্য পুস্তকগুলোতে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন, সৈয়দ সুলায়মান নদভী, ডঃ ইকবাল, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রমুখের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে আ'লা হযরতের মতো ব্যক্তিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অথচ, উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গও আ'লা হযরতের মহত্বের কথা স্বীকার করেছেন।**

এখনো সময় আছে। কখনো আবার যেন এমনই না হয় যে, কাল হাশরের দিনে আমাদেরকে এই উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের জবাবদিহি করতে হবে, আর আমরা কোন জবাব দিতে পারবো না!

পরিশেষে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার মহান দরবারে প্রার্থনা যেন তিনি আমাদেরকে আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহুর আদর্শ অনুসরণের তৌফিক দিন! আমাদেরকে তাঁর চিন্তাধারা ও শিক্ষার অধিক থেকে অধিকতর প্রচার করার সাহস ও শক্তি দান করুন! তাঁর আলোকোজ্জ্বল মাযার শরীফের উপর কোটি কোটি রহমত ও সন্তুষ্টির বৃষ্টি বর্ষণ করুন! আমাদেরকে তাঁর ব্যক্তিত্বের যথাযথ পরিচিতি ও তা প্রচার করার তৌফিক দান করুন! আমীন!

ڈال دی قلب میں عظمت مصطفٰے
حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام

** এদেশেও যেই ওহাবী-তবলীগীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতারও ঘোর বিরোধী ছিলো; তাদের প্রতি ইজতিমার নামে ওহাবী সম্মেলনের জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে অকল্পনীয় অথচ অযথা বদান্যতা প্রদর্শন করা হচ্ছে ইত্যাদি।*

*** মূল লেখক মহোদয় অবশ্য এখানে পাকিস্তানের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আমাদের বাংলাদেশের মাদ্রাসা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর উর্দু-আরবী ও ফার্সী বিভাগগুলোতেও একই ধরনের উপেক্ষা পরিলক্ষিত হয়।*

সূত্রাবলী

(১) দেখুন! মৌলভী হোসাঈন আহমদ মাদানী কর্তৃক লিখিত 'আশ্ শিহাবুস্ সাক্বিব'।

(২) বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন! প্রফেসর মুহাম্মদ মাস্'উদ আহমদ মাদ্দাযিল্লুহুর কিতাব 'ইমাম আহমদ রেযা ও দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।' ১৯৯০ ইং সনে লাহোরে মুদ্রিত।

(৩) হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ রিয়াসত আলী ক্বাদেরীর স্বাগত ভাষণ, 'ইমাম আহমদ রেযা কন্‌ফারেন্স।' ১৯৮৮ সনে ইসলামাবাদ (পাকিস্তান)-এ আয়োজিত। পৃঃ ৬।

(৪) মুহাম্মদ ইউসুফ সাবের কৃত 'চতুর্দশ শতাব্দির এক মহান ব্যক্তিত্ব।' ১৯৮৩ সনে লাহোরে মুদ্রিত ঃ ১২৬ পৃষ্ঠা।

(৫) মাসিক ম্যাগাজিন 'কান্‌যুল ঈমান', লাহোর, জুন-১৯৯১ ইং সংখ্যা ঃ ১০ পৃষ্ঠা।

(৬) মুহাম্মদ মাস্'উদ আহমদ প্রফেসরের 'রাহবুর ও রাহনুমা'। ১৯৮৮ ইংরেজী সালে লাহোরে মুদ্রিত ঃ পৃষ্ঠা ২৩।

(৭) বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন– ১) 'ইমাম আহমদ রেযা ও ইসলামী দুনিয়া।' করাচীতে মুদ্রিত। ২) 'ফাযেলে বেরলভী ওলামা-ই-হেযায কী নযর মে।' লাহোরে মুদ্রিত।

(৮) সৈয়দ মেহের হোসাঈন শাহ বোখারীর নামে লিখিত চিঠি। তারিখঃ ১৩ই জানুয়ারী ১৯৯১ ইং।

(৯) মুহাম্মদ বাহাউল হক কাসেমী কৃত 'উস্‌উয়া-ই-আকাবির', ১৯৬২ সনে লাহোরে মুদ্রিত; ১৪ পৃষ্ঠা।

(১০) আনীস আহমদ সিদ্দীক্বী, হাকীম ঃ 'মাসলাক-ই-ই'তিদাল', করাচীতে মুদ্রিত; ১৩৯৯ হিঃ; ৮৭ পৃঃ।

(১১) আবদুল হাকীম আখতার, শাহজাহানপুরী মাওলানা ঃ 'আ'লা হযরত কা ফিক্বহী মাক্বাম', লাহোরে মুদ্রিত, ১৯৭১ ইং ঃ পৃঃ ১১০।

(১২) মুহাম্মদ বাহাউল হক ক্বাসেমী ঃ উস্‌উয়া-ই-আকাবির' ঃ লাহোরে মুদ্রিত, ১৯৬২ ইং; পৃঃ ১৫।

(১৩) কাওসার নিয়াযী ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী ক্বুদ্দিসা সিররুহু এক হামাহ্ জিহাত শাখসিয়াত।' করাচীতে মুদ্রিত; ১৯৯১ হিঃ; পৃষ্ঠা ঃ ১৮ ও ১৯।

(১৪) মুহাম্মদ মাস্'উদ আহমদ প্রফেসর ঃ 'সরতাজুল ফোক্বাহা', লাহোরে মুদ্রিত; ১৯৯০ ইং; পৃষ্ঠা ৩।

(১৫) কাওসার নিয়াযী ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী ক্বুদ্দিসা সিররুহু এক হামাহ্ জিহাত শাখ্‌সিয়াত', করাচীতে মুদ্রিত; ১৯৯১ ইং; পৃষ্ঠা ১৮।

(১৬) খলীল আশ্‌রাফ আ'যমী, 'খলীলুল ওলামা' ঃ 'তামাছাহ্ বজওয়াব-ই-ধামাকাহ্'। সাহীওয়ালে মুদ্রিত; ১৯৭৭ ইং; পৃষ্ঠা ৪০।

(১৭) খলীল আশ্‌রাফ আ'যমী, 'খলীলুল ওলামা' ঃ তামাছাহ্ বজওয়াব-ই-ধামাকাহ্। সাহীওয়ালে মুদ্রিত; ১৯৭৭ ইং; পৃষ্ঠা ৪১।

(১৮) খলীল আশ্‌রাফ আ'যমী, 'খলীলুল ওলামা' ঃ তামাছাহ্ বজওয়াব-ই-ধামাকাহ্। সাহীওয়ালে মুদ্রিত ঃ ১৯৭৭ ইং; পৃষ্ঠা ৩৯ ও ৪০।

(১৯) মুহাম্মদ ফয়য আহমদ উয়াইসী, মাওলানা ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা আওর ইলমে হাদীস', লাহোরে মুদ্রিত ঃ ১৯৮০ ইং; পৃষ্ঠা ৮৩।

(২০) খলীল আশ্‌রাফ আযমী; খলীলুল ওলামা ঃ 'তামাছাহ বজওয়াব-ই-ধমাকাহ্'ঃ সাহিওয়ালে মুদ্রিত; ১৯৭৭ ইং; পৃষ্ঠা ৩৫।

(২১) খলীল আশ্‌রাফ আযমী; 'খলীলুল ওলামা' ঃ 'তামাছাহ বজওয়াব-ই-ধমাকাহ্'ঃ সাহিওয়ালে মুদ্রিত; ১৯৭৭ ইং; পৃষ্ঠা ৩৪।

(২২) মুরতাযা হাসান দরভঙ্গী, মাওলানা ঃ 'আশাদ্দুল আযাব আলা মুসায়লামাতিল কায্‌যাব', দেওবন্দে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ১৩।

(২৩) ইয়াসীন আখ্‌তার মিসবাহী, মাওলানা ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা আরবাব-ই-ইল্‌ম ও দানিশ কী নযর মে।' করাচীতে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ৯৬।

(২৪) ইয়াসীন আখ্‌তার মিসবাহী, মাওলানা ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা আরবাব-ই-ইল্‌ম ও দানিশ কী নযর মে।' করাচীতে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ১২৮ ও ১২৯।

(২৫) মুহাম্মদ ওমর ফারুক্ব, হাফেয ঃ ইমাম আহমদ রেযা আযীমুল মারতাবাত জলীলুল ক্বদর শায়ের ঃ লাহোরে মুদ্রিত; ১৯৯০ ইং; পৃষ্ঠা ৩৯।

(২৬) 'মাসিক জনাব আরয রহীম ইয়ার খান' ঃ 'গায্‌যালী-ই-দাওরান সংখ্যা' ঃ ১ম খণ্ড; ১০ম সংখ্যা, ১৯৯০ ইং; পৃষ্ঠা ২৪৫-২৪৬।

(২৭) মাসিক 'আল ফোরকান', লক্ষ্ণৌ (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ইং)

(২৮) মুহাম্মদ বাহাউল হক ক্বাসেমী, 'উস্‌উয়াহ্‌-ই-আকাবির', লাহোরে মুদ্রিত; ১৯৯২ ইং; পৃষ্ঠা ২০

(২৯) মুহাম্মদ ইয়াসীন আখ্‌তার মিস্‌বাহী, মাওলানা ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা আরবারে ইল্‌ম ও দানিশ কী নযর মে।' করাচীতে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ১২৪।

(৩০) মুহাম্মদ ইয়াসীন আখ্‌তার মিস্‌বাহী, মাওলানা ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা আরবাবে ইল্‌ম ও দানিশ কী নযর মে।' করাচীতে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ১২৮।

(৩১) মুহাম্মদ মাস্‌'উদ আহমদ, প্রফেসর ঃ 'ফাযেলে বেরলভী ওলামা-ই-হিজায কী নযর মে।' লাহোরে মুদ্রিত।

(৩২) মুহাম্মদ ইয়াসীন আখ্‌তার মিস্‌বাহী, মাওলানা ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা আরবাব-ই-ইলম ও দানিশ কী নযর মে।' করাচীতে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ১২৯ ও ১৩০।

(৩৩) মুহাম্মদ মাস্‌'উদ আহমদ, প্রফেসর ঃ 'আশেকে রসূল', লাহোরে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ১১।

(৩৪) আবূ দাউদ মুহাম্মদ সাদেক্ব, মাওলানা; 'পাস্‌বানে কান্‌যুল ঈমান'। লাহোরে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ৬৪।

(৩৫) মুহাম্মদ মাস্‌'উদ আহমদ, প্রফেসর 'ফাযেলে বেরলভী আওর তরকে মুওয়ালাত'। লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৯৭২ ইং; পৃষ্ঠা ১০০।

(৩৬) ঐ

(৩৭) গোলাম সরোয়ার ক্বাদেরী ঃ 'মুফতী শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী।' সাহিওয়ালে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ৮২।

(৩৮) সোয়ে মান্‌যিল, রাওয়ালপিণ্ডি; এপ্রিল ১৯৮২ ইং; পৃষ্ঠা ৫৭।

(৩৯) মুহাম্মদ ইয়াসীন আখ্‌তার মিস্‌বাহী, মাওলানা ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা আরবাবে ইলম ও দানিশ কী নযর মে।' করাচীতে মুদ্রিত ঃ ৯৮ পৃষ্ঠা।

(৪০) শামসুদ্দীন আহমদ কোরাঈশী, কাযী ঃ ইত্তেহাদে উম্মতে দেওবন্দী - বেরলভী কা আহম তাক্বাযা ঃ রাওয়ালপিণ্ডিতে মুদ্রিত; সন ১৯৮২ ইং; পৃষ্ঠা ৪১।

(৪১) দেখুন মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর 'ফতোয়া-ই-রশীদিয়াহ্‌।' করাচীতে মুদ্রিত।

(৪২) কাওকাব নূরানী উকাড়ভী, মাওলানা ঃ 'সুপায়দ ও সিয়াহ'; লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৯৮৯ ইং। পৃষ্ঠা ৭৫।

(৪৩) ইয়াসীন আখ্‌তার মিস্‌বাহী, মাওলানা ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা আওর রদ্দে বিদ্‌'আত ও মুন্‌কারাত'। মুলতানে মুদ্রিত; ১৯৮৫ ইং ঃ পৃষ্ঠা ৩৪।

(৪৪) মুহাম্মদ হোসাঈন আন্‌সারী, ডক্টর ঃ 'হায়াতে তৈয়্যবাহ্‌' লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৯৮৪; পৃষ্ঠা ২৩২।

(৪৫) 'মাহ্‌নামাহ্‌ আল ফরীদ', সাহীওয়াল। রজব ১৩৯৯ হিঃ সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ২৭।

(৪৬) মুহাম্মদ মুরীদ আহমদ চিশ্‌তী, মাওলানা ঃ 'খিয়াবানে রেযা'; লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৯৮২ ইং; পৃষ্ঠা ১২১।

(৪৭) নূর মুহাম্মদ ক্বাদেরী, সৈয়দ, আল্লামা ঃ 'আলা হযরত কী শায়েরী পর এক নযর।' লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৪০১ হিঃ; পৃষ্ঠা ৩৭।

(৪৮) (১) 'মাওলানা হক্বনওয়ায ঝঙ্গভী কী জাদ্দ্‌ ও জাহ্‌দ আওর উনকা নস্‌বুল আইন' ঃ 'ঝঙ্গ'-এ মুদ্রিত; সন ১৯৯০ ইং; পৃষ্ঠা ২১।

(২) 'আমীরে আযীমাত, পসে মানযার, উজুহাত'; ঝঙ্গে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ১।

(৪৯) (১) 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত ওলামা-ই-বেরলভী কে তারীখ সায্‌ ফতোয়া' ঃ ঝঙ্গে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ৪।

(২) যে ব্যক্তি 'শিয়া কাফির' মর্মে সন্দেহ করে সেও কাফির।' (বিজ্ঞাপন)

(৫০) ইরশাদুল হক থানভী, মাওলানা ঃ ইমাম আবূ হানীফা আলাইহির রাহ্‌মাহ কী তা'লীমাতে মাশ্‌মুলাহ্‌ ঃ দৈনিক জঙ্গঃ ম্যাগাজিন, বিশেষ সংখ্যা।

(৫১) মুহাম্মদ মান্‌যূর নো'মানী, মাওলানা ঃ 'মুত্তাফাক্বাহ্‌ ফয়সালা।' লাহোরে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ১১৮।

(৫২) 'যে ব্যক্তি শিয়া কাফির মর্মে সন্দেহ করে সে নিজেও কাফির।' (বিজ্ঞাপন) আঞ্জুমানে সিপাহে সাহাবা, পাকিস্তান কর্তৃক মুদ্রিত।

(৫৩) (১) মুহাম্মদ তৈয়ব ক্বাসেমী, ক্বারী ঃ 'ওলামা-ই-কেরামের মানহানি কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়।' করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৯৩ ইং; পৃষ্ঠা ৫।

(২) মুহাম্মদ ইদ্রীস হুশিয়ারপুরী ঃ খোতবাতে হাকীমুল ইসলাম ঃ ৩য় খণ্ড ঃ মুলতানে মুদ্রিত; ২৭৫ পৃষ্ঠা।

(৫৪) মুহাম্মদ ফয়েয আহমদ উয়াইসী, ফয়যুল উলূম ঃ ইমাম আহমদ রেযা আলায়হির রাহমাহ্‌ রিয়াসতে ভাওয়ালপুরকে ওলামা ও মাশাইখ কী নযর মে। তাছাড়া,

(১) মাহানামা-ই-ফয়যে আলম ঃ ভাওয়ালপুর, আগষ্ট ১৯৯১ ইং; পৃষ্ঠা ১২।

(২) ইজায আশ্‌রাফ আন্‌জুম নিযামী, খাজা ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা দানিশ্‌ ওয়ার্ল্ডকী নযর মে।' ১৯৮৬ ইংরেজীতে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ১৫৫।

(৫৫) 'মুজাল্লাহ্-ই-ইমাম আহমদ রেযা কনফারেন্স', করাচী; ১৯৯০ ইংরেজী মোতাবেক ১৪১১ হিজরী; পৃষ্ঠা ৪৫।

(৫৬) শামসুদ্দীন দরবেশ, ক্বাযী ঃ 'গালগালাহ্ বর যালযালাহ্'; রাওয়ালপিণ্ডিতে মুদ্রিত; ১৯৮৮ ইং; পৃষ্ঠা ৩৪।

(৫৭) দেখুন, আল্লাহ্ ওয়াসায়া, মৌলভী ঃ 'ঈমান পরোয়ার ইয়াদেঁ' মুলতানে মুদ্রিত; সন ১৯৮৬ ইং।

(৫৮) 'ইশ্‌ক্বে খাতামিন্ নবীয়্যীন' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম); আলমী মজলিসে তাহাফফুযে খতমে নবূয়ত কর্তৃক মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ৫।

(৫৯) মুহাম্মদ মুরীদ আহমদ চিশ্‌তী, মাওলানা ঃ 'জাহানে রেযা'; লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৯৮১ ইং; পৃষ্ঠা ১২৫, ১২৬ ও ১২৭।

(৬০) মাযহার হোসাঈন, কাযী ঃ বাশারাতুদ দারাঈন বিস সবরি আলা শাহাদাতিল হোসাঈন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু); লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৩৯৫ হিজরী; পৃষ্ঠা ৫২৯-৫৩০।

(৬১) 'মাহনামাহ্-ই-হক চার ইয়ার' ঃ লাহোর; জুন, জুলাই ১৯৯০ ইং সংখ্যা; পৃষ্ঠা ৫০।

(৬২) 'আযহার নাদীম ক্বারী' ঃ 'কেয়া শিয়া মুসলমান হ্যাঁয়?' লাহোরে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ২৮৮।

(৬৩) মুহাম্মদ আবদুল মজীদ সিদ্দীক্বী ঃ 'যিয়ারতে নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বহালতে বীদারী'; লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৯৮৯ ইং; পৃষ্ঠা ৮১।

(৬৪) 'ইনায়াতুল্লাহ্' ঃ তাজ মাত্‌বূ'আত, করাচীতে মুদ্রিত, সন ১৯৭৭; পৃষ্ঠা ৫১।

(৬৫) মাকতূবে গেরামী, শাহজাদাহ্-মুহাম্মদ আবদুত্ তাহের রেযভী, লিখকের নামে; তারিখ ৮ই ফেব্রুয়ারী '৯২ ইং।

(৬৬) এই. বি খান, ডক্টর 'বরর-ই-সগীর-ই-পাক ও হিন্দ কী সিয়াসত মে ওলামা কা কিরদার।' লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৯৮৫ ইং; পৃষ্ঠা ১৫২।

(৬৭) 'মুজাল্লাহ্-ই-ইমাম আহমদ রেযা কন্‌ফারেন্স', করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৮৮ ইং; পৃষ্ঠা ১৫।

(৬৮) 'মুজাল্লাহ্-ই-ইমাম আহমদ রেযা কন্‌ফারেন্স', করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৮৬; পৃষ্ঠা ১৪।

(৬৯) 'মুজাল্লাহ্-ই-ইমাম আহমদ রেযা কন্‌ফারেন্স', করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৮৯; পৃষ্ঠা ৬৪।

(৭০) মুহাম্মদ মুরীদ আহমদ চিশ্‌তী, মাওলানা ঃ 'খিয়াবানে রেযা দানিশ ওয়ারোঁ কী নযর মে।' লাহোরে মুদ্রিত; ১৯৮২ ইং; পৃষ্ঠা ৯৪।

(৭১) ই'জায আশ্‌রাফ আন্‌জুম নিযামী, খাজা ঃ 'ইমাম আহমদ রেযা দানিশ ওয়ারোঁ কী নযর মে।' সন ১৯৮৬; পৃষ্ঠা ৪৩।

(৭২) খালিদ শব্বীর আহমদ, প্রফেসর ঃ 'তারীখ-ই-মুহাসাবাহ্-ই-ক্বাদিয়ানিয়াত'; লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৯৮৭ ইং; পৃষ্ঠা ৪৫৫।

(৭৩) খালিদ শব্বীর আহমদ, প্রফেসর ঃ 'তারীখ-ই-মুহাসাবাহ্-ই-ক্বাদিয়ানিয়াত'; লাহোরে মুদ্রিত; সন ১৯৮৭ ইং; পৃষ্ঠা ৪৬০।

(৭৪) খালিদ শব্বীর আহমদ, প্রফেসর ঃ 'তারীখ-ই-মুহাসাবাহ্-ই-ক্বাদিয়ানিয়াত'; সন ১৯৮৭ ইং; পৃষ্ঠা ৪৫৬।

(৭৫) খালিদ শব্বীর আহমদ, প্রফেসর ঃ 'তারীখ-ই-মুহাসাবাহ্-ই-ক্বাদিয়ানিয়াত'; সন ১৯৮৭ ইং; পৃষ্ঠা ৪৫৭।

(৭৬) খালিদ শব্বীর আহমদ, প্রফেসর ঃ 'তারীখ-ই-মুহাসাবাহ্-ই-ক্বাদিয়ানিয়াত'; সন ১৯৮৭ ইং; পৃষ্ঠা ৪৫৮।

(৭৭) খালিদ শব্বীর আহমদ, প্রফেসর ঃ 'তারীখ-ই-মুহাসাবাহ্-ই-ক্বাদিয়ানিয়াত'; সন ১৯৮৭ ইং; পৃষ্ঠা ৪৬০।

(৭৮) 'সালেহা আবদুল হাকীম শরফুদ্দীন, ডক্টর ঃ 'ক্বোরআন হাকীম কে উর্দু তারাজুম' করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৮১; পৃষ্ঠা ৩১৫।

(৭৯) 'সালেহা আবদুল হাকীম শরফুদ্দীন, ডক্টর ঃ 'ক্বোরআন হাকীম কে উর্দূ তারাজুম'; করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৮১; পৃষ্ঠা ৩১৮।

(৮০) 'সালেহা আবদুল হাকীম শরফুদ্দীন, ডক্টর ঃ 'ক্বোরআন হাকীম কে উর্দূ তারাজুম'; করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৮১; পৃষ্ঠা ৩১৯।

(৮১) 'সালেহা আবদুল হাকীম শরফুদ্দীন, ডক্টর ঃ 'ক্বোরআন হাকীম কে উর্দূ তারাজুম'; করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৮১; পৃষ্ঠা ৩২৩।

(৮২) 'সালেহা আবদুল হাকীম শরফুদ্দীন, ডক্টর ঃ 'ক্বোরআন হাকীম কে উর্দূ তারাজুম'; করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৮১; পৃষ্ঠা ৪৩০।

(৮৩) 'সালেহা আবদুল হাকীম শরফুদ্দীন, ডক্টর ঃ 'ক্বোরআন হাকীম কে উর্দূ তারাজুম'; করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৮১; পৃষ্ঠা ৪৩১ ও ৪৩২।

(৮৪) 'সালেহা আবদুল হাকীম শরফুদ্দীন, ডক্টর ঃ 'ক্বোরআন হাকীম কে উর্দূ তারাজুম'; করাচীতে মুদ্রিত; সন ১৯৮১; পৃষ্ঠা ৪৩৫।

(৮৫) 'দেওবন্দীদেরও উচিত ছিলো তাদের মুরব্বীদের সম্পর্কে আ'লা হযরত আলায়হির রাহমাহ্র ফতোয়াকে নিষ্ঠার সাথে মেনে নেয়া; যাতে উম্মতের মধ্যে ফিৎনা-ফ্যাসাদের যেই চারা তাদের মুরব্বীগণ বপন করেছিলো, সেটার মুলোৎপাটন করা সম্ভব হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদও শেষ হয়ে যায়। (ইদারাহ্)

(৮৬) 'মাহনামা-ই-তা'লীমুল ক্বোরআন', রাওয়ালপিণ্ডি, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর' ১৯৮৮ সংখ্যা; পৃষ্ঠা ৭২।

(৮৭) 'মাহনামা-ই-তা'লীমুল ক্বোরআন', রাওয়ালপিণ্ডি, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর' ১৯৮৮ সংখ্যা; পৃষ্ঠা ৭৪।

(৮৮) 'মাহনামা-ই-তালীমুল ক্বোরআন', রাওয়ালপিণ্ডি, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ ইং সংখ্যা; পৃষ্ঠা ১৯-২১।

(৮৯) 'মাহনামা-আল-মুরশিদ' ঃ চাকোয়াল ঃ অক্টোবর ১৯৮৪ ইং সংখ্যা; পৃষ্ঠা ২৬ ও ২৭।

(৯০) 'মাহনামা-আল-মুরশিদ' ঃ চাকোয়াল ঃ অক্টোবর ১৯৮৪ ইং সংখ্যা; পৃষ্ঠা ২৯।

অত্র প্রতিষ্ঠানের
আরো
দু'টি অবদান ঃ-

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

নূরের নবীই মানবরূপে

আঁধার থেকে আলোর দিকে

একটি কুফরী বাক্য

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'গায়ব কি জানেন?'

মহান প্রতিপালক এরশাদ ফরমাচ্ছেন ঃ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ۝ سورة التوبة، الجزء: ١٠

তরজমা ঃ "তারা শপথ করে বলছে যে, তারা নবীর শানে বেয়াদবী করেনি এবং নিশ্চয়, নিঃসন্দেহে, তারা এ কুফরী বাক্য বলেছে এবং মুসলমান হয়ে কাফির হয়ে গেছে।" (পারা-১০; রুকূ'-১৬, সূরা-তাওবা)

ইবনে জরীর, তাবরানী, আবুশ্ শায়খ ও ইবনে মারদওয়াইহ্ আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, "রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটা গাছের ছায়ায় তাশরীফ রাখছিলেন। এরশাদ ফরমালেনঃ "একটা লোক আসবে, যে তোমাদেরকে শয়তানের চোখে দেখবে। সে আসলে তার সাথে কথা বলবেনা।" কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই এক নীল বর্ণের চোখ বিশিষ্ট লোক সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, "তুমি ও তোমার সাথী কোন্ বিষয়ে আমার শানে বেয়াদবী পূর্ণ বাক্য বলছো?" সে চলে গেলো এবং তার সঙ্গীদেরকে ডেকে আনলো। সবাই এসে শপথ করে বললো, "আমরা বেয়াদবীর কোন বাক্যই হুযূরের শানে বলিনি।" এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করলেন। তা'তে এরশাদ হয়েছে ঃ 'তারা শপথ করে বলছে যে, তারা বেয়াদবী করেনি। বস্তুতঃ নিশ্চয় তারা এ কুফরী বাক্য বলেছে। আর (হে হাবীব!) আপনার শানে বেয়াদবী করে মুসলমান হবার পর কাফির হয়ে গেছে।'

দেখুন! আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নবীর শানে বেয়াদবী পূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করা কুফরীই। আর তা উচ্চারণকারী যদিও লাখো মুসলমানীর দাবী করে, কোটি বার কলেমা বলে, তবুও সে কাফির হয়ে যায়।

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ سورة التوبة: الجزء: ١٠

তরজমা ঃ "আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আমরা এমনিই হাসি-ঠাট্টায় ছিলাম।' আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? বাহানা গড়োনা! তোমরা কাফির হয়ে গেছো তোমাদের ঈমানের পর।"

ইবনে আবী শায়বাহ, ইবনে জরীর, ইবনুল মুন্‌যির, ইবনে আবী হাতেম, আবুশ্ শায়খ ইমাম মুজাহিদ (বিশেষ ছাত্র, সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস) রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুম থেকে বর্ণনা করছেন–

انه قال فى قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد ان ناقة فلان بوادكنا ومايدريه بالغيب.

অর্থাৎ ঃ কোন এক ব্যক্তির উট্‌নী হারানো গেছে। সেটার তল্লাশী চলছিলো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "উট্‌নী অমুক জঙ্গলে, অমুক স্থানে রয়েছে।" এটা শুনে এক মুনাফিক্ব বললো, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলছেন যে, উট্‌নী অমুক জায়গায় আছে। মুহাম্মদ গায়ব (সম্পর্কে) কি জানেন?"

এর জবাবে মহামহিম আল্লাহ্ এ আয়াত শরীফ নাযিল করেছেন। আরো এরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে ঠাট্টা করছো? বাহানা গড়োনা! তোমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করলেও এ বাক্যগুলো বলে কাফির হয়ে গেছো।" (দেখুন– তাফসীরে ইমাম ইবনে জরীর, মিশরে মুদ্রিত, ১০ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১০৫ ও তাফসীরে দুর্‌রে মান্‌সূর, কৃত ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, ৩য় খণ্ড; পৃষ্ঠা ২৫৪)।

সম্মানিত মুসলিম সমাজ! দেখুন! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে এতটুকুই বেয়াদবী করা (যে, 'তিনি গায়ব কি জানেন?' বলা)'র ফলে মুখে কলেমা বলা কোন কাজে আসেনি। আর আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, যে, "বাহানা তালাশ করোনা। তোমরা মুসলমান হবার পর কাফির হয়ে গেছো।"

জীবন চরিত

আহমদ রেযার গুলিস্তান তরুতাজা আজিকেও,
তাঁর জ্ঞানের চন্দ্রিমা আলো দিচ্ছে আজিকেও।

দীর্ঘদিন যে হয়ে গেলো ঐ মুজাহিদ গেলেন চলে
কোটি বুকে জ্বালা আছে বিরাজিত আজিকেও।

কোটি লোকের ঈমান পাচ্ছে ঈমান স্বাদের নি'মাতরাজি।
কুফর কাঁপছে থরথরিয়ে নাম শুনে তাঁর আজিকেও।

তাঁর প্রতি হিংসুক যারা, বুজে গেছে প্রদীপ তাদের,
আহমদ রেযার আলোর প্রদীপ জ্বলছে জোরে আজিকেও।

এত বিশাল জ্ঞান দরিয়া বইয়ে দিলেন কেমন করে?
সত্যপন্থী আলিমকুলের বুদ্ধি হয়রান আজিকেও।

জ্ঞানী সমাজ, তাঁরই বিদায় কেমন করে সইবে তাঁরা?
জ্ঞান যখন নিজেই কাঁদে, আঁচল মুড়ে আজিকেও?

'জাহান মরে, যখন কোন আলেম চলেন পরপারে,
এ কারণে বিশ্ব ব্যাপী বিদায়-বিষাদ আজিকেও।

'হাবীব পাকের ইশ্‌কে ভরা আহমদ রেযার পাক বাণী,
কথা শিল্পীর অনুপ্রেরণার মূলধন হচ্ছে আজিকেও।

তুমি কেন গেলে চলে? আসর-সৌরভ গেলো চলে!
কবিত্ব আর সাহিত্যের জুল্‌ফি কাঁদে আজিকেও।

ওফাতোত্তর ইশ্‌কে নবী হ্রাস পায়নি ধরা থেকে;
রূহে রেযা নবীর সনে উৎসর্গিত আজিকেও।

রসূল-প্রেম আর মহত্ব তাঁর ভরে দিল হৃদয়কুলে,
ঈমান স্বাদের ভাণ্ডার হলো– এই ভবেতে আজিকেও।

তোমার লেখা কিতাব তো নয় এতো জ্ঞানের সম্ভার–
মোস্তফার মান-মহত্বের মহান রক্ষক আজিকেও।

ক্বোরআন পাকের নজীরবিহীন খেদমতে তাঁর অবদান
রেযার প্রতি ক্বোরআন দাতা রাজি আছেন আজিকেও।

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ফয়েয দানুন, নিয়োগ করুন এ অধমে,
ফিৎনা-ফ্যাসাদ মাথা তোলার শংকা আছে আজিকেও।

তোমার সাথে আছে যারা তাদের তখন দুঃখ কিসের?
দান-দক্ষিণার দামন তোমার আছে যখন আজিকেও।

তুমি ছিলে কানান-প্রাণ, কোথা আছে ঐ কানন?
কানন-বনে বুলবুলি গযল গাইছে আজিকেও।

'মীর্যা' আজি এই কারণে কৃতজ্ঞতার শির ঝুঁকায়
জ্ঞান-কর্মের ময়দানেতে, তাঁর অবদান আজিকেও।

(ভাষান্তরিত)

শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন
(ইমাম আহমদ রেযা রাদিয়াল্লাহু আনহু)

মোস্তাফার না'তগোকুলের কায়েদ হলেন, আহমদ রেযা।
'মুহাম্মদ' নামে প্রাণোৎসর্গীদের সিপাহ্‌সালার আহমদ রেযা॥

শাহে দ্বীনের জানবাজ, সেনাদলের সেনাপ্রধান
নবীদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে লড়েন যিনি সারা জীবন।

'ঈমান' নামের অট্টালিকার ভিত যে হলো হুব্বে রসূল,
তাদের আবার ঈমান কিসের? দেখো যাদের 'গোস্তাখে-রসূল'।

মহান নবীর সিপাহী তিনি গাউসে পাকের পাহারাদার,
এমন যোদ্ধা ছিলেন তিনি নাইকো ভীতি শত্রুসেনার।

'বাদ আয্ খোদা বুযর্গ তুয়ী ক্বিস্‌সা মুখ্‌তাসার।'
'ঈমান-প্রাণও মোস্তফা'– বাণী হলো আহমদ রেযার।

ইশ্‌কে আহমদ, হুব্বে আহল ও আস্‌হাবে রসূল,
নেক বান্দাদের ভালবাসা, ইহ্‌তিরামে ওলীকুল,

নেক বান্দাদের সম্পর্কে যে দু'জাহানের সফলতা,
আহমদ রেযার চিন্তাধারায় এ'যে ছিলো মূলকথা।

অন্তর্দৃষ্টি– ধন্যকুল আর আরিফকুলের মোক্বতাদা,
বাজছে তাঁর বিশ্বজোড়া, জ্ঞান-গরিমার ঢঙ্কা সদা।

মহান স্রষ্টার বান্দা তিনি, আরো আব্‌দ মোস্তফার
এ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আর এ যুগেরই কর্ণধার।

আনন্দ আর প্রেরণাদাতা– এ' ইমামের আলোচনা
উদ্দীপনার জগত ম্লান– এই ইমামের চর্চা বিনা।

(ভাষান্তরিত)
মূল (উর্দু) ঃ তারেক সুলতানপুরী ও হাসান আবদাল

আ'লা হযরত
(রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর
বাণী

(১) যে আল্লাহ্কে ভয় করে, তার জন্য আল্লাহ্ মুক্তির পথ বের করে দেবেন। আর তাকে ঐ স্থান থেকে জীবিকা দেবেন, যেখানে তার ধারণাও থাকবেনা।

[আল-কোরআন]

(২) আল্লাহ্র ওলীগণের সাচ্চা অন্তরে অনুসরণ করলে এবং তাঁদের সাদৃশ্য অবলম্বন করলে কোন একদিন তা তাকে আল্লাহ্র ওলী বানিয়ে দেবে।

(৩) না'ত আবৃত্তি করা তলোয়ারের ধারের উপর চলার নামান্তর মাত্র।

(৪) ঈমানের উপর যার খাতেমাহ্ হলো সে সব কিছু পেয়ে গেলো।

(৫) যার নিকট থেকে আল্লাহ্ ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শানে সামান্যটুকু মানহানি দেখতে পাও, সে তোমার যতই প্রিয় হোক না কেন তাৎক্ষণিকভাবে তার নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাও।

সংগ্রহ করুন! সংগ্রহ করুন!! সংগ্রহ করুন!!!

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

কর্তৃক সরল বাংলায় অনূদিত

বিশুদ্ধ তরজমা-ই-ক্বোরআন ও তাফসীর

কানযুল ঈমান
ও
খাযাইনুল ইরফান

কৃত ঃ

আ'লা হযরত ইমাম মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী

ও

সদরুল আফাযিল সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদ আবাদী

(রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা)

কানযুল ঈমান
ও
নূরুল ইরফান

কৃত ঃ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী

ও

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী

(রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা)

প্রকাশনায়

রেযা রিসার্চ এণ্ড পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম।